শ্রীভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী

আদিশূর

PRINTED BY C. L. DAS, AT THE
ARYAN PRESS.
12/1, Bolai Sinha Lane,
CALCUTTA.

আদিশূর

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত।

সুপ্রসিদ্ধ

"গণেশ-অপেরা-পার্টি" কর্ত্তৃক অভিনীত।

প্রথম অভিনয় রজনী—

মনোমোহন রঙ্গমঞ্চ, শুক্রবার ৫ই আশ্বিন, ১৩২৯ সাল।

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড,—কলিকাতা।
শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সন ১৩৩০ সাল।

[মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

উৎসর্গ।

প্রিয় সুহৃদ

শ্রীযুক্ত হরিপদ সামন্ত।

প্রকৃতই তুমি আমার নামে আত্মহারা, ঘুণাক্ষরে কোথাও আমার সুযশ শুনিলে তোমার একখানা বুক দশখানা হয়, অসংখ্য মন্দ আমার মধ্যে থাক্‌লেও ভালো যা আমার এক আধটা, মাত্র তাই তুমি দেখ্‌তে পাও। "আদিশূর" তোমার হাতে দিলাম, সাহস—তাতে শত ত্রুটি থাক্‌লেও আমার ব'লে তোমার চোখে তা অতি সুন্দর

ভোলানাথ।

ভূমিকা।

অধঃপতিত বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছৃঙ্খল বন্যায় ভারতবর্ষে যখন বৈদিক ধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায়, তখন বাঙ্গলায় আদিশূর রাজা। তাঁহার প্রকৃত নাম শূরসেন, তাঁহার রাজধানী কর্ণস্থবর্ণ—বর্ত্তমান ঢাকা। তিনি বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে রাজসূয়-যজ্ঞে ব্রতী হন এবং বহু যুদ্ধবিগ্রহ, রক্তপাত ও অগ্নিকাণ্ডের পর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন উপযুক্ত বৈদিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া যজ্ঞসমাপ্তির পর তাঁহাদিগকে ছাপ্পান্নখানি গ্রাম ও বিপুল অর্থাদি দান করিয়া নিজ রাজ্যে স্থাপনা করেন; বর্ত্তমান বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসন্তানগণ সকলেই সেই আদিশূরের আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশজ। তাঁহাকে এই যুগপরিবর্ত্তনসাধনে অনেক সৎ-অসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইয়াছিল। নাটকীয় হিসাবে সমালোচনায় তাঁহার চরিত্র দূষণীয় হইলেও উদ্দেশ্য হিসাবে বিচার করিলে তিনি মহান, তিনি বাঙ্গলার গৌরব, তিনি প্রত্যেক বঙ্গবাসীর পুণ্যস্মৃতি। কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কৌশল অবলম্বন করিতে হয় না কাহাকে? চন্দনের অনুসন্ধানে পথরোধক কণ্টকগুল্মে অগ্নিসংযোগে কুণ্ঠিত কে? ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনে ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও এক দিন না করিতে হইয়াছে কি? ধ্বংসও যে স্থাপনারই একটা নীতি। ইতি—

রায়াণ, বর্দ্ধমান।
শ্রীশ্রী৺রথযাত্রা, ১৩৩০ সাল। } গ্রন্থকার।

কুশীলবগণ।

পুরুষ

আদিশূর	...	...	বাঙ্গলার রাজা।
তক্ষশীল	...	...	ঐ গুরু।
সামন্তসেন	...	...	ঐ সেনাপতি।
ভানু	...	...	ঐ পুত্র (অমরাবতীর গর্ভজাত)।
অনাদিসেন	...		ঐ ভ্রাতা।
বীরসিংহ	...	..	কণোজরাজ।
জগতবর্দ্ধন	..	..	ঐ ভ্রাতা, মালবরাজ।
শক্তিবর্দ্ধন	...	...	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র, থানেশ্বররাজ।
শান্তিবর্দ্ধন			শক্তিবর্দ্ধনের কনিষ্ঠ।
সনাতন	...	...	বৌদ্ধগুরু।
সায়নাদিত্য	...	...	অপরাজিতার পুত্র।
বল্লভ মিশ্র	...	...	বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ।
কীর্ত্তন	...	...	ঐ পুত্র।
শঙ্খ	...	...	তক্ষশীলের শিষ্য।
শোভন	...	...	

শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, ছান্দর, বেদগর্ভ (কান্যকুব্জের পঞ্চ ব্রাহ্মণ)
গোকুল, কৃপাময়, কেবল, ফেলারাম, প্রতিবাসী, চর, মালবদূত,
বঙ্গদূত, প্রহরী, জল্লাদ, পুরবালকগণ, যুবকগণ, ভিক্ষুগণ,
নাগরিকগণ, জগদীশ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ, ছাত্রগণ,
সৈন্যগণ, প্রজাগণ, সভাসদ্‌গণ, ওঝাগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

অমরাবতী	বাঙ্গলার রাণী।
লক্ষ্মী	আদিশূরের কন্যা, পূর্ব্বরাণীর গর্ভজাতা।
অপরাজিতা	ভূতপূর্ব্ব মালবের রাণী, আদিশূরের ভগ্নী।
কাত্যায়নী	বল্লভ মিশ্রের স্ত্রী।
মুরলী	ব্রাহ্মণকন্যা, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিনী।

পরিচারিকা, ফিরিওয়ালী, সখিগণ, মঙ্গলাচারিণীগণ, নর্ত্তকীগণ, ভিক্ষুণীগণ, নাগরিকাগণ ইত্যাদি।

আদিশূর।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কণোজ—মন্ত্রণাগার।

বৌদ্ধগুরু সনাতন, বীরসিংহ, জগতবর্দ্ধন ও শক্তিবর্দ্ধন নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট ছিলেন।

বীরসিংহ। আদিশূরের রাজসূয়-যজ্ঞ,—শুনেছ জগত?

জগতবর্দ্ধন। [চমকিত হইয়া বলিলেন] রাজসূয়-যজ্ঞ?

বীরসিংহ। হাঁ, রাজসূয়-যজ্ঞ। তিনি কণোজ হ'তে পাঁচ জন উপযুক্ত বৈদিক ব্রাহ্মণ চেয়ে পাঠিয়েছেন।

জগতবর্দ্ধন। আপনি তার কি উত্তর দিলেন?

বীরসিংহ। এখনও কিছু দিই নাই; আমার উত্তরের আশায় তাঁর দূত অপেক্ষা করছে। তাই তোমাদের ডেকেছি,—এর উত্তর কি দেওয়া যায়?

জগতবর্দ্ধন। [গম্ভীর ভাবে ভাবিতে লাগিলেন]

সনাতন। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য, বৌদ্ধ যুগের অবসান ক'রে লুপ্তপ্রায় বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করা।

বীরসিংহ। আর সেই সঙ্গে কণোজ, থানেশ্বর, মালব, তিন শক্তিকে নত ক'রে সমস্ত ভারতবর্ষের মাথায় চড়া।

জগতবর্দ্ধন। তাই যদি হয়, তা হ'লে তাঁর দূতের অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট ক'রে দেওয়া ভাল হয় নাই। আমাদের সম্মতির কি প্রয়োজন ছিল? আপনিই তো এর যথেষ্ট সদুত্তর দিয়ে দিতে পারতেন।

বীরসিংহ। পারতাম ; তুমি আমার ভাই, শক্তি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র,— আমরা সবাই সেই এক হর্ষবর্দ্ধনের বংশের। জানি, তোমরা আমার অবাধ্য হবে না—আমার কর্ম্মের সদসৎ বিচার করবে না—আমার সঙ্গে আগুনে ঝাঁপ দেবে ; তবু একটা যুক্তি করা ভাল নয় কি ?' যেহেতু এই উত্তরের অপেক্ষায় একটা বীভৎস হত্যাকাণ্ড উদগ্রীব হ'য়ে আছে।

জগতবর্দ্ধন। হত্যাকাণ্ড যখন অনিবার্য্য, তখন তার আর বিচার কি ?

সনাতন। তাঁর যজ্ঞে সম্মতি দিলে বোধ হয় এ হত্যাকাণ্ড নিবারিত হ'তে পারতো !

জগতবর্দ্ধন। না গুরুদেব ! এ হত্যাকাণ্ড রাজসূয়-যজ্ঞের জন্য নয়, এ হত্যাকাণ্ড বৌদ্ধকুল নির্ম্মূলের জন্য। আর তাই বা কি প্রকারে হয় ? রাজসূয়-যজ্ঞ করবে বাঙ্গলার রাজা, তার অনুষ্ঠান যোগাবে কণোজ, থানেশ্বর, মালব ? যে বাঙ্গলার রাজা শশাঙ্ক এক দিন হর্ষবর্দ্ধনের আক্রমণে ভীত ত্রস্ত চোরের মত জন্মভূমি পরিত্যাগ ক'রে, গিরিসঙ্কটে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল, আজ তারই বংশধর চোখ রাঙাবে সেই হর্ষবর্দ্ধনের কুলপ্রদীপদের ? ধিক !

বীরসিংহ। তুমি চুপ ক'রে যে শক্তি ?

শক্তিবর্দ্ধন। আমি বালক, এরূপ স্থলে চুপ ক'রে থাকাই আমার শোভা নয় কি ?

সনাতন। না শক্তি ! তুমি বালক হ'লেও আর এরূপ বালক হ'য়ে থাকলে চলবে না। হর্ষের বিস্তৃত আসনে তোমার স্থান, হর্ষের বংশ-মর্য্যাদা তোমার মাথায়, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান সেবক তুমি, তোমায় একটু বড় হ'তে হবে বাবা !

বীরসিংহ। বুঝতে পেরেছ তো, একবার তোমার একটা ছেলেমিতে আমাদের কি সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে ? যদি তুমি কৌতুকপরবশ হ'য়ে

শত্রুর গুপ্তচরের ছলনায় রণস্থল পরিত্যাগ ক'রে আদিশূরের দুর্গে প্রবেশ না কর্‌তে, তা হ'লে সে তার কন্যার বিবাহ কখনই তোমার সঙ্গে দিতে পার্‌তো না। সে যুদ্ধে আমাদের পরাজয় ঘট্‌তো না—বাঙ্গলায় আদিশূর স্থান পর্য্যন্ত পেতো না। যাক্—যা হ'য়ে গেছে, হ'য়ে গেছে,—এখন একটু বুঝে চল, নিজের বংশমর্য্যাদা স্মরণ রাখ; যদিও বিবাহ করেছ, তবু আদিশূরের কন্যাকে জন্মের মত ভুলে যাও।

জগতবর্দ্ধন। এতে বেশ বোঝা যাচ্ছে, তিনি শুদ্ধ স্থান পেয়ে নিরস্ত নন্, এখন গোটা ভারতবর্ষটার উপর প্রভুত্ব কর্‌তে চান।

বীরসিংহ। যাই হোক্, তাঁর এ উন্মাদনাটা শীঘ্রই নষ্ট কর্‌তে হয়েছে।

সনাতন। তা হ'লে যুদ্ধ?

বীরসিংহ। আর উপায় কি গুরুদেব?

সনাতন। যুদ্ধ কর,—তবে মনে রেখো, এ যুদ্ধ ধর্ম্মের রক্ষার জন্য; যশোলিপ্সায় নয়—প্রতিহিংসার তাড়নায় নয়—গৌরব অর্জ্জনে নয়। তরবারির উপর দিয়ে মানুষ বড় হয় না—মানুষ বড় হয় আলিঙ্গনের ভিতর দিয়ে।

[প্রস্থান করিলেন।

বীরসিংহ। তবে তাই স্থির?

জগতবর্দ্ধন। স্থির।

বীরসিংহ। তা হ'লে আর বিলম্ব অনুচিত; সভা সমাবেশের সময় উপস্থিত, আমি তাঁর দূতকে যথাযথ উত্তর দিইগে। তোমরা প্রস্তুত থাক; পূজা কর তোমাদের বংশ-মর্য্যাদায়—অক্ষয় রাখ তোমাদের বীরত্ব-ইতিহাস—স্মরণ রেখো ভারতভূমি হর্ষবর্দ্ধনের।

[প্রস্থান করিলেন।

জগতবর্দ্ধন। আর দাঁড়িয়ে ভাব্‌লে চল্‌বে না শক্তি! এই প্রত্যাখ্যানের

সঙ্গে সঙ্গেই একটা অগ্নিতরঙ্গ উন্মাদ উচ্ছ্বাসে ধেয়ে আস্‌ছে। রাজ্যে যাও,—সৈন্যদের জাগাও—মৃত্যুর অভিনয়ে সাজাও—বহু যুগের প্রতিষ্ঠিত হর্ষের কীর্ত্তি-স্তম্ভ প্রাণ দিয়ে রক্ষা কর। এ যুদ্ধে হয় আদিশূর যাবে; না হয় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত মরুভূমি হ'য়ে তার পায়ের তলায় লোটাবে।

[প্রস্থান করিলেন।

শক্তি। [দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন] উভয় সঙ্কট! কোন্ দিকে যাই? এক দিকে রণচণ্ডীর বোধন, অন্য দিকে মানস-প্রতিমা'র নিরঞ্জন! এক দিকে কর্ত্তব্যের কঠোর আদেশ, অন্য দিকে স্নেহের সজল অনুনয়! এক দিকে শোণিত সম বংশগৌরব, অন্য দিকে অর্দ্ধাঙ্গিনী স্ত্রী!

[ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পথ।

সায়নাদিত্য ও অপরাজিতা যাইতেছিলেন।

সায়ন। সূর্য্য ডুব্‌লো মা!

অপরা। [চমকিয়া উঠিলেন] এঁ্যা—তাই না কি? [পশ্চিমাকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া] তাই তো! [দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন] ওঃ—মালবের গৌরব-সূর্য্য ঠিক্ এই ভাবেই ডুবে গেছে!

সায়ন। তুমি কি জগতের কোন বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখ না মা?

অপরা। কি ক'রে রাখি সায়ন? আমার চোখ আছে—দৃষ্টি নাই, কান আছে—শুন্‌তে পাই না, দেহ আছে—অনুভূতিহীন।

সায়ন। বুঝ্তে পার্লুম না মা, কেন তুমি এমন হ'লে!

অপরা। বুঝ্তে পার্বে না বাবা! তুই তো ছেলেমানুষ! জগতের কেউ বুঝ্তে পার্বে না, কেন আমি এমন হ'লুম। যাদিকে উজ্জয়িনীর সিংহাসন হ'তে নেমে প্রাণভয়ে আত্মগোপন কর্তে হয় নি, গর্ভাবস্থায় বিধবা হ'য়ে নিঃসহায় শ্বাপদসঙ্কুল বনের মাঝে সন্তান প্রসব ক'রে খাদ্যা-ভাবে বুকের রক্ত নিংড়ে ছেলে মানুষ কর্তে হয় নি, মালবের রাজ-বংশধর তোর মত হতভাগাকে তপ্ত মরুভূমির উপর দিয়ে খালি পায়ে টেনে নিয়ে গিয়ে একটু আশ্রয় পাবার জন্য হা-হা ক'রে ছুট্তে হয় নি, তারা কেমন ক'রে বুঝ্বে আমার অবস্থা? বল্তে পার্তো কতকটা, যদি আজ বেঁচে থাক্তো অযোধ্যার রাণী সীতা।

সায়ন। [মুখপানে চাহিয়া রহিল]

অপরা। চ'—চ', চ'লে চ'।

সায়ন। এত দিন তো চ'লে আস্ছো মা! কিন্তু কি ফল হ'লো বল দেখি?

অপরা। ফল না হোক্, তবু চল্লেও যেন কতকটা থাকি ভাল; বস্তে গেলে যে মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়্তে আসে সায়ন!

সায়ন। যাক্, এখন কত দূরে যেতে হবে মা?

অপরা। যত দূরে দাবদগ্ধ হৃদয় শীতল কর্বার সরোবর, যত দূরে নৈরাশ্যের শুষ্ক প্রতিধ্বনিশূন্য শান্তির নন্দন-কানন, যত দূরে মালবের রাজলক্ষ্মী। জীবনে হোক্—মরণে হোক্,—স্বর্গে হোক্—নরকে হোক্, বিচার নাই; চ'লে চ'—শুদ্ধ চ'লে চ'।

সায়ন। চল, কিন্তু সন্ধ্যা হ'য়ে এলো যে মা!

অপরা। বিশ্রাম কর্বি? হায় অবোধ! উজ্জয়িনীর আদিত্যবংশে জন্মগ্রহণ ক'রে, উদ্‌ভ্রান্ত পথিকের মত বনে বনে ঘুরছিস্—কেবদ্ভুক্ত

নক্ষত্রের মত উদ্দেশ্যহীন ছুটছিস—সব হারিয়ে মায়ের আঁচল ধ'রে কাঁদ্‌ছিস,—তোর বিশ্রাম? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! সন্ধ্যা হ'য়ে এলো, তাতে কি! অন্ধকার? আলোক দেখিস্ নাই পুত্র; দেখ্‌বিই বা কিসে! তুই তো তখন গর্ভবাসে। যদি সে আলোক দেখ্‌তিস, তা হ'লে দিবার সহস্র সূর্য্যরশ্মি আজ তোর চক্ষে মেঘাচ্ছন্ন অমানিশা হ'তেও যন্ত্রণার হ'য়ে উঠ্‌তো। ও-হো-হো, কি আর বল্‌বো,—ব'লে কি বোঝাবার!

সায়ন। না মা! আর বল্‌তে হবে না; আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছি। যদিও আমি তখন গর্ভবাসে, তা হ'লেও এই গর্ভে থেকেই আমাদের অভিমন্যু ব্যূহপ্রবেশের কৌশল জেনে নিয়েছিল। আমার অনুভব-চক্ষু খুলে গেছে মা! আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি, আমার পিতামহ হর্ষবর্দ্ধনের যুদ্ধে শায়িত, আমার পিতা গুপ্তঘাতকহস্তে নিহত, আর তুমি—আমার মা—মালবেশ্বরী, আমায় গর্ভমধ্যে লুকিয়ে নিয়ে বহু দূরে বিতাড়িত। চল মা! আর বিশ্রাম নাই—মান অপমানের কান্না নাই—পাপ পুণ্যের বিচার নাই; চাই মালব, চাই উজ্জয়িনী, চাই আমার পূর্ব্ব পুরুষগণের পূজা-মন্দির। চল মা!

অপরাজিতা। [পুত্রবাৎসল্যে একটু বিচলিতা হইলেন, তাঁহার পূর্ব্বের সে উদ্যম ভঙ্গ হইল, তিনি নীরবে ভাবিতে লাগিলেন]।

সায়ন। ওকি! দাঁড়িয়ে রইলে যে! ভাব্‌ছো কি?

অপরা। ভাব্‌ছি—ভাব্‌ছি সায়ন! তোর শুকনো মুখখানা,—ভাব্‌ছি ঐ অস্তোন্মুখ সূর্য্যের দিকে তোর সেই ঘন ঘন কাতর দৃষ্টি—ভাব্‌ছি তুই আমার কত আদরের, কত যত্নের, কত সাগরছেঁচা। ও-হো-হো—বাবা আমার! না—আর গিয়ে কাজ নাই; আজ এইখানেই বিশ্রাম করি আয়। আমি পতিশোকে পাগল—আমি প্রতিহিংসায় অন্ধ—আমি মালবের আশায় রাক্ষসী,—ওরে তবু আমি মা!

সায়ন। মা—মা! [আবেগে কণ্ঠরোধ হইল]

অপরা। বাবা! বাবা! [সায়নকে বক্ষে ধরিলেন] ওরে কাঁদতে হয়, আমি কাঁদি,—তুই আমার মুখ তোল্। আমি এই গাছের তলায় বসি, তুই আমার কোলে মাথা দিয়ে একটু শো। আমি তোর শিয়রে জীবনভোর জেগে থাকি, তুই আমার ঘুমো। [শায়নের মস্তক কোলে লইয়া বৃক্ষতলে বসিলেন]

গীতকণ্ঠে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ সেই পথে যাইতেছিল; অনাদিসেন তাহাদের পশ্চাতে ছিল।

গীত।

ভিক্ষুগণ।— আর আঁধারে জীর্ণ কুটীরে কেন, বাহিরিয়ে দেখ বুদ্ধরে।
ভিক্ষুণীগণ।— মহিমা-আলোকে পুরে যাবে তমঃ, নামে হবে চিত্ত শুদ্ধ রে॥

অনাদি। গাও তাঁর নাম-গান—কর তাঁর মহিমা প্রচার—শিখাও সর্ব্বজীবে তাঁর সমান দয়া। পশু-পাখী চৈতন্য নিয়ে মেতে উঠুক, পাপ-পুণ্য গলা ধ'রে আলিঙ্গন করুক্, সৃষ্টির বুকে শুদ্ধ প্রেমপ্রবাহ ছুটে যাক্।

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ভিক্ষুগণ।— ধন্যা নগরী কপিলবস্তু,
ভিক্ষুণীগণ।— ধন্য নৃপতি শুদ্ধোদন,
ভিক্ষুগণ।— ধন্যা মা তুমি মহামায়া
ভিক্ষুণীগণ।— তাঁরে করছে পুত্র সম্বোধন,
ভিক্ষুগণ।— ধন্যা গোপা সুন্দরী,
ভিক্ষুণীগণ।— হয়েছ গো দেব-সহচরী,
ভিক্ষুগণ।— ধন্যা ধরণী ফিরেছেন তিনি তোমারই নগর-কন্দরে।
ভিক্ষুণীগণ।— ধন্য তাহারা হয়েছে যাদের উদয় এ পরমানন্দ রে॥

অনাদি। কি সুন্দর! কি ললিত! কি ভাবময়! যাক্—আজকার কার্য্য এই পর্য্যন্ত; চল ভাই-ভগ্নিগণ! আশ্রমে চল।

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ভিক্ষুগণ।— শোক তাপ জরা জন্ম মৃত্যু দূরে যায় তাঁর শরণে,
ভিক্ষুণীগণ।— পরমাণু হ'তে পর্ব্বত সব লুণ্ঠিত সে রাজচরণে,—
ভিক্ষুগণ।— তিনি এসেছিলেন এক দয়ার শরীর,
ভিক্ষুণীগণ।— জগতের ঘন আঁধারে মিহির,
ভিক্ষুগণ।— তিনি এনেছিলেন এই সাম্য ধর্ম্ম পতিত বা কিছু উদ্ধারে।
ভিক্ষুণীগণ।— তিনি দিয়ে গেছেন কোল অনাথ আতুর খঞ্জ কুষ্ঠ অন্ধরে।

[গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল।

অনাদি। [পথিপার্শ্বে অপরাজিতাকে দেখিয়া তাঁহার আর যাওয়া হইল না, তিনি বলিলেন] একি! কে তোমরা পথিপার্শ্বে?

অপরা। পথিক।

অনাদি। কোথা হ'তে আস্‌ছো?

অপরা। স্থির নাই।

অনাদি। কোথা যাবে?

অপরা। বাঙ্গলার রাজা আদিশূরের কাছে।

অনাদি। প্রয়োজন?

অপরা। বলা নিষ্প্রয়োজন, সম্মুখে বাঙ্গলার রাজধানী কর্ণ-সুবর্ণ না?

অনাদি। হাঁ; তা তুমি এখানে ব'সে কেন? সন্ধ্যা হ'য়ে গেল যে!

অপরা। মনে কর্‌ছি, এই খানেই আজ রাতটা কাটাবো।

অনাদি। সে কি! নগরে না গিয়ে এ বনে?

অপরা। নগর হ'তেও বন আমার ভাল লাগে,—বুঝেছ?

অনাদি। ও,—যাক্; আশ্রমে যেতে তোমার কোন বাধা আছে? এই বনের অপর প্রান্তেই আমাদের আশ্রম।

অপরা। আশ্রম?

অনাদি। হাঁ, ঋষিগণের পবিত্র আশ্রম—ভগবান বুদ্ধদেবের উপাসনা-কুটীর—কলিযুগে মুক্তির মাটী। ও কি! ভাব্‌ছো কি? ভয় নাই; সেখানে অতিথিসেবা হয়—নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়া হয়—শ্রীভগবানের নাম শোনান হয়,—অত্যাচারের লেশ মাত্র নাই।

অপরা। সে ভয় আমি করি না সাধু! অত্যাচার আমার অঙ্গের আভরণ—বিশৃঙ্খলার রাজ্যে আমার বাস—কান্না আমার সখী। সে জন্য ভাবি নাই; ভাব্‌ছি, আমার এই কামনাময় জীবনের উত্তপ্ত নিশ্বাসে পাছে তোমাদের ত্যাগ-মন্দিরেরও বায়ু কলুষিত হ'য়ে দাঁড়ায়।

অনাদি। কোন ভয় নাই ভগ্নি! সে বায়ু বুদ্ধদেবের কৃপায় চির-বিশুদ্ধ। পাথরের উপর দিয়ে সমুদ্রের উচ্ছ্বাস চ'লে গেলেও তার ভিতরে জল প্রবেশ করে না।

অপরা। তবে চল; আমার বালক ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর।

[সায়নের হাত ধরিয়া অনাদির পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বল্লভ মিশ্রের বহির্ব্বাটী।

কীর্ত্তণ দাঁড়াইয়াছিল।

কীর্ত্তন। বৌদ্ধধর্ম্ম—মন্দ কি! সর্ব্বজীবে সহানুভূতি, অনাথ আতুর অন্ধ কুষ্ঠের সেবা, আর্ত্তের রক্ষা,—সুন্দর ধর্ম্ম! ধন্য এ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক,—সার্থক জীবন এর সেবক-সেবিকাদের।

বল্লভ মিশ্র উপস্থিত হইল।

বল্লভ। বলি ব্যাপারখানা কি রে?

কীর্ত্তণ। আমি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেছি পিতা!

বল্লভ। বেশ করেছ; তা কর্‌বে বৈ কি, মানুস হয়েছ যখন! কেন বাবা, কেষ্ট, বিষ্ণু, কালী, শিব, অগ্নি, সূর্য্য,এসব আর ভাল লাগ্‌লো না?

কীর্ত্তণ। ও সব বৈদিকগণের কল্পিত এক একটা আত্মপ্রবোধ মাত্র; বুদ্ধদেব প্রত্যক্ষ অবতার।

বল্লভ। বুঝেছি বাবা, তোমার ঘাড়ে ভূত চেপেছে।

কীর্ত্তণ। ভূত নয় পিতা ভবিষ্যৎ,—আমি ভবিষ্যতের চিন্তায় বড় ব্যাকুল।

বল্লভ। তারপর,—যারা তোমায় খাওয়ালে—পরালে—এত বড় কর্‌লে—ভবিষ্যৎটা চেনালে, সেই বুড়ো মা বাপের ভবিষ্যৎটা কিছু ভাব্‌লে?

কীর্ত্তণ। তাঁদের ভবিষ্যৎ বুদ্ধদেব।

বল্লভ। বেরো বেটা আমার বাড়ী হ'তে। পাজী বেটা—কুলাঙ্গার

বেটা! বুদ্ধদেব আমায় খাওয়াবে? বুদ্ধদেব আমার চৌদ্দ পুরুষকে পিণ্ডি দেবে? আ—তোর বুদ্ধদেব! বেরো বেটা আমার সম্মুখ হ'তে,—নইলে এখনই জিব্ টেনে উপ্ড়ে ফেল্‌বো।

কীর্ত্তণ। অত ব্যস্ত হ'তে হবে না পিতা! আমি যাবার জন্যই সেজেছি। বেশ বুঝেছি, সংসার স্বার্থময়। পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, আত্মীয়, স্বজন সবাই আপনাকে নিয়েই উন্মত্ত, সবাই আপনার আপনার কাজ গুছিয়ে নিতে চায়, আপনার আপনার ভবিষ্যৎ ভাবে,—কেউ কারো মুখের দিকে চায় না। আমি পিতা, একটা কথা ব'লে যাই; আমি কুলাঙ্গার—আমি অকৃতজ্ঞ—আমি তোমাদের কুসন্তান,—যত পার, আমার মাথায় অভিশাপ বর্ষণ কর, কিন্তু বুদ্ধদেবকে ক্ষুদ্র ভেবো না—তাঁর নামে কলঙ্ক দিও না—স্বপ্নেও তাঁকে ঘৃণা ক'রো না; তিনি বিশেষণের অতীত—সৃষ্টির বহির্ভূত—ঈশ্বর হ'তেও উচ্চে।

[প্রস্থান করিল।

বল্লভ। আরে যা—যা—যা, সৃষ্টির ভূমিকা হ'তে আরম্ভ ক'রে আজ পর্য্যন্ত অমন ঢের বুদ্ধদেবের আমদানি রপ্তানি হ'য়ে গেল দেখ্‌লুম।

কাত্যায়নী প্রবেশ করিল।

কাত্যায়নী। বলি ছেলেটাকে তাড়িয়ে দিলে বুঝি?

বল্লভ। এই নাও! তুমি ঘুমুচ্ছিলে বুঝি? আমি তাড়ালুম কি ক'রে?

কাত্যায়নী। তাড়ালে না? আমি ঘর হ'তে সব শুন্‌তে পাচ্ছি,—এক বেরো তো হাজার বেরো। হতচ্ছাড়া মিন্‌সে! ছেলেপিলের সঙ্গে দিন রাত্রি ও রকম কর্‌লে ঘরকন্না কর্‌বে কাকে নিয়ে?

বল্লভ। আমি কুকুর বেড়াল নিয়ে ঘর কর্‌তে রাজি, তবু অমন ছেলের মুখ দেখ্‌তে চাই না।

কাত্যায়নী। তোমার মতিচ্ছন্ন! এখন কীর্ত্তণ গেল কোথায় বল?

বল্লভ। চুলোয়! তোমায় কীর্ত্তণ খঞ্জনি বাজিয়ে নগর-কীর্ত্তণ কর্তে গেল দেখগে,—সুখে খেতে বেটার ভূতে ধর্‌লো।

কাত্যায়নী। [সভয়ে বলিল] এঁ্যা—ওমা! ভূতে ধর্‌লো কি?

বল্লভ। হাঁ, বুঝ্‌তে পারনি? তার ঘাড়ে বুদ্ধদেব চেপেছে; সে সেই হা-ঘরেদের দল পুরু কর্‌তে গেছে।

কাত্যায়নী। [ভক্তি-গদগদকণ্ঠে বলিল] আ-হা-হা, বাছার আমার এতটুকু বেলা থেকে ধর্ম্মে মতি!

বল্লভ। আ-হা-হা, তুমিও যে ভাবে গদগদ হ'য়ে উঠ্‌লে দেখ্‌ছি,—তোমারও প্রেম এলো না কি? এই মরেছে! তোমার ছেলে ধর্ম্মের ফিরি কর্‌তে যায়নি গিন্নি! যে জন্য গেছে, আমি বুঝেছি।

কাত্যায়নী। কি বুঝেছ?

বল্লভ। ঐ বেটাদের দলে বেজায় মেয়ে মানুষের ভিড় দেখে।

কাত্যায়নী। তুমি ছাই বুঝেছ; ছিঃ!

বল্লভ। সংসারটায় বুঝে বুঝে আমি চুল পাকিয়ে ফেল্লুম গিন্নি! আমার কাছে উড়ে যাওয়া শক্ত।

কাত্যায়নী। তা—আজ পর্য্যন্ত তুমিও কোন্ ছেলের বিয়েই দিলে?

বল্লভ। আরে, কি ক'রে দিই বল? তোমার ছেলে যা সোনার কার্ত্তিক, দেশের কুমারীরা শিবপূজা সাঙ্গ ক'রে, একেবারে আটখানা হ'য়ে, বরমালা তুলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে আর কি! বহু কষ্টে একটা সম্বন্ধ যোগাড় করলুম্, খরচ পত্তর সব হ'য়ে গেল, বিয়ের দিন শুন্‌লুম মেয়েটা জলে ডুবে মরেছে। আমিও জীয়ন্তে ম'লুম! কি করি, ভাজা কোমর সোজা ক'রে আবার ছাতা লাঠি নিয়ে বেরুলুম; কাজও কলালুম—পাত্র

নিয়ে ছাল্‌নাতলায় উপস্থিতও হ'লুম, কিন্তু সেবার বিয়ের সময় আর ক'নের পাত্তাই পাওয়া গেল না। দিন কতক পরে শুন্‌লুম, আমার ভাবী বধূমাতাটী ঐ হা-ঘরেদের দলে ভিঁড়েছেন। তবেই আমার দোষটা দাও কেন? আমি কি নিজে বিয়ে কর্‌বো, বল্‌তে পার?

কাত্যায়নী। যাও—যাও, আর তোমার পাগের বড়াই কর্‌তে হবে না। এখন একটা কথা বলি শোন; ছেলে উপযুক্ত—বুঝেছ! এখন ওর মতেই মত দিতে হবে,—ও যে দিকে যায়, ওর পিছু পিছু যেতে হবে। ও যদি ঐ ধর্ম্মই ভাল বলে, তোমারই বা আপত্তিটা কি? তিন কাল গিয়ে এক কাল ঠেকেছ বৈ তো নয়! আর ভালই যদি না হবে, তবে দেশের সবাই ঐ দিকে যাচ্ছে কেন? ভাল হোক্—মন্দ হোক্, সবাই যা করে. কর্‌তে হয়। আরও যখন আমাদের ছেলে গেছে, তখন আর ভাবনা চিন্তে মিছে,—আমাদিগেও ঐ ধর্ম্ম নিতে হবে, বুঝেছ? ব'লে রাখ্‌লুম।

[প্রস্থান করিল।

বল্লভ। মাটী কর্‌লে—মাটী কর্‌লে! বেটার হা-ঘরের দল সোনার দেশটায় মাটী কর্‌লে! বেটাদের জ্বালায় সুখে খাবার অবসর নাই—ছেলেপিলেকে একটু চোখ রাঙাবার উপায় নাই—মাগ নিয়ে ঘর কর্‌বার যো নাই! আনাচে কানাচে ঘুর্‌ছে, চুলোর ছাই গান কর্‌ছে, আর ভেল্কি লাগিয়ে নিয়ে চ'লে যাচ্ছে। দেশশুদ্ধ একটা ম্লেচ্ছ কাণ্ড হ'য়ে উঠ্‌লো! কেবল আমাদের মত দুটো চারটে বুড়ো এখনও বাদ আছে। না থেকে আর করে কি! তারা তো আর খঞ্জনি বাজাতে পারে না, আর কুলও মজাতে পারে না। হ'লো কি! এ হ'লো কি! বলি এ হ'লো কি!

[ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিল।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পল্লী।

গ্রাম্য যুবকগণ আনন্দ করিতেছিল।

গীত।

আমরা সব বৌদ্ধ হবো।
যেদিকে তোর আছে ঢেঁকি, মঠে ঢুকে মজায় রবো॥
বুড়ো বাবার গুণ তো জানি,
বিয়ের নামে অষ্টরম্ভা, কাজের বেলায় চোকরাঙানি,
পড়ুক তাদের চোকে ছানি, পট্‌পটানি আর না সবো।
ভট্টাচার্য্যিদের টিকি নাড়া উঠ্‌লো রে এবার,
পুঁথি নিয়ে থাক্‌গে ধুয়ে পট্‌ছি না তার আর,—
বুজরুকি সব ঠাকুরতলা,
নাকে খৎ দে কানমলা,
কর্ম্মকাণ্ডে ঠেকিয়ে কলা বুদ্ধ গয়ায় কান বেঁধাবো॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কর্ণ-সুবর্ণ অন্তঃপুর—লক্ষ্মীর কক্ষ।

লক্ষ্মী উপবিষ্টা, তাহার অঞ্চলাগ্র ধরিয়া ভানু দাঁড়াইয়াছিল।

ভানু। কৈ দিদি! তুমি তো শ্বশুরবাড়ী গেলে না?

লক্ষ্মী। আমি যমের বাড়ী যাবো ভাই!

ভানু। যমের বাড়ী! সে আবার কোথায়? কবে আস্‌বে?

লক্ষ্মী। আর আস্‌বো না।

ভানু। না, তা হ'লে তোমার যমের বাড়ী যাওয়া হবে না,—তোমায় শ্বশুরবাড়ী যেতেই হবে।

লক্ষ্মী। কেন, তোরা কি আমায় আর খেতে দিতে পার্‌বি না?

ভানু। দূর—তাই কি! এই বল্‌ছিলাম—সবাই শ্বশুরবাড়ী যায়, তুমি যাও না কেন দিদি?

লক্ষ্মী। কি ক'রে যাই বল্? আমার হাতে যে এখন অনেক কাজ ভাই! বাবা খেতে বস্‌লে আমি কাছে ব'সে একটু বাতাস না কর্‌লে তাঁর খাওয়া হয় না। মায়ের দিন রাত ভাবনা, রাজা হ'লেই কাটাকাটি কর্‌তে হয়—কি হ'তে কি হবে! তাঁকে দুটো না বোঝালে তাঁর আহার নিদ্রা একেবারে বন্ধ। তা ছাড়া প্রজাদের নানা আবদার,—কারো স্বামী পীড়িত, চিকিৎসা হ'চ্ছে না—দেখ; কেউ ছেলেকে কাপড় দিতে পারে নাই, এই কান্না। কোন বিধবার দিন চলে না, মাসহারা চাই—দাও। আমার কি কোথাও যাবার উপায় আছে! তুই বড় হ', বৌ বাড়ীতে আসুক্, তার সংসার দেখে নিক্, তারপর আমি যাবো।

ভানু। তবে না হয়, তাই যেও; আমি এখন চল্‌লুম, আজ সেই গানখানা ভাল ক'রে শিখে নিতে হবে।

লক্ষী। হাঁ—হাঁ, কাল যে গানখানা বাবার কাছে গাচ্ছিলি, আমায় একবার শোনাবি মা?

ভানু। শুন্‌বে? তা এখনই শোন! এখনও ভাল শিখ্‌তে পারিনি কিন্তু!

গীত।

আমার সোনার বাঙ্গলা দেশ।
সোনায় গড়া সযতনে নখ হ'তে এর মাথার কেশ।
সোনার রবি সকাল বেলায় ঢ'লে পড়ে সোনার গায়,
সোনার পাখা প্রজাপতি সমীরণে নাচে ধায়,—
সোনা ছড়ায় মেঘের জলে,
এর সবুজ ক্ষেতে সোনা ফলে,
সবটুকু এর সোনামাখা, এ সোনার কথার নাইকো শেষ।

নেপথ্য হইতে অমরাবতী ডাকিল।

অমরা। ভানু!

ভানু। যাই মা! [লক্ষীর প্রতি] মা ডাক্‌ছে দিদি! আর একদিন তোমায় ভাল ক'রে শোনাবো এখন।

[প্রস্থান করিল।

লক্ষী। আ-হা-হা, সোনার বাঙ্গলাই বটে! এর প্রত্যেক ধূলিকণা যেন স্বর্গের শান্তি বুকে নিয়ে ব'সে আছে। এ মাটী ছেড়ে যেতে আমার আদৌ ইচ্ছা নাই। [একটু চিন্তা করিয়া] কিন্তু নারী আমি,—বিবাহ হয়েছে—[পুনরায় চিন্তা করিল] তাই বা কি ক'রে? একে তো বিবাহ

বলে না,—পিতা তাঁর রাজ্য-পিপাসার পায়ে আমার বলি দিয়েছেন! তা নইলে একজন বংশগত শত্রুকে রণস্থল হ'তে ছল ক'রে নিয়ে এসে তার হাতে আমায় সমর্পণ করার কি দরকার ছিল! তাঁর আশা, চির-বিদ্বেষী থানেশ্বরের সঙ্গে আত্মীয়তা ক'রে ভারতের একাধিপত্যলাভ; কিন্তু তা হ'লো না, এ মিল টিক্‌লো না। বিবাহের পর হ'তে আজ পর্য্যন্ত মলুম কি রইলুম, স্বামী আমার একটা খোঁজ পর্য্যন্ত নিলেন না। নিশ্চয় আমি পরিত্যক্তা। যাই হোক্, সহ্য কর্‌তে হবে। পিতার বাসনা-পূজার পুষ্পাঞ্জলিই যখন হয়েছি, তখন আর ব্রহ্মপদে বাসনা নাই, পিতার কন্যা হ'য়েই থাক্‌বো।

গীত।

আমি স্বদেশের রাজকুমারী।
আমি, আঁকিব না প্রাণে কভু কারো স্মৃতি, থাকিব গো আমি আমারি॥
আমি, প্রভাত-সূর্য্যে জাগিয়া উঠিব, বিহগের স্বরে ধরিব গান,
জন্মভূমির অগাধ আদরে কণ্ঠ ডুবায়ে করিব স্নান,—
বাতাসের সনে পাতাবো সই,
আকাশে রচিব কুসুম-শয্যা, কি দুঃখ, আমার অভাব কৈ?
দেখো, রেখো গো বঙ্গ এই ভাবে মোরে, হ'য়ে রবো আমি তোমারি॥

গীতকণ্ঠে সখিগণ প্রবেশ করিল।

গীত।

সখিগণ।—

রবে না বড়াই সখি রবে না বড়াই।
হৃদয় ফুটিবে যবে বাঁধন টুটিয়া যাবে,
ছটিবি লো হা-হুতাশে কোথায় দাঁড়াই॥

মলয় পবন এসে অঙ্গ দোলায়ে যাবে,
পাখীতে প্রেমের কথা বুঝাইবে হাব-ভাবে,
দেখিবি সোণার দেশে সকলি অভাব হবে,
বাধিবে বুকের মাঝে বিষম লড়াই।
চাঁদিমা তখন সই লাগিবে না ভাল আর,
নদীর শীতল জলে বহিবে গরলধার
ফুরাবে সরল হাসি হবে সব ভার ভার
ভাবিবি লো বাঁচা চেয়ে সুখের মরাই।

শশব্যস্তে পরিচারিকা প্রবেশ করিল।

পরিচারিকা। [নিম্নস্বরে বলিল] ওগো তোরা কর্‌ছিস কি? জামাই এসেছে যে!

সখিগণ। [সোৎসুকে বলিল] এঁ্যা! কৈ? কোথায়?

পরিচারিকা। বাগানবাড়ীতে; গোল করিস্ না, গোপনে এসেছে,—ঝাঁকে হ'তে দেখ্‌গে যা।

সখিগণ। চ'—চ', দেখিগে চ'; কি ভাগ্যি!

[প্রস্থান করিল।

পরিচারিকা। এই নাও, তোমায় একখানা পত্র দিয়েছে। [লক্ষ্মীর হস্তে একখানি পত্র দিল]

লক্ষ্মী। পত্র! [গ্রহণ করিয়া পাঠ করিল ও পরে বলিল] যা ভেবেছি, তাই। তবে—[কিছু চিন্তার পর] না—তা হবে না। হৃদয়কে বেঁধে ফেলেছি,—আমি পিতার কন্যা। [পত্রের উত্তর লিখিয়া পরিচারিকার হস্তে দিয়া বলিল] যা, এই পত্রখানা তাঁকে দিগে যা।

পরিচারিকা। [স্বগত] এ আবার কোন্ দেশী প্রেম, জানি না

বাপু! দু'জনায় সাম্‌না-সাম্‌নি, তবু চিঠিতে চিঠিতে চোখ-ঠারাঠারি। বড় মানুষেরা এতও কাজ বাড়াতে পারে!

[প্রস্থান করিল।

লক্ষ্মী। এই নারী জাতটাকে পুরুষ বড়ই হীন, বড়ই দুর্ব্বল ভাবে; বস্তুতঃ তারা যতটা মনে করে, ঠিক ততটা নয়।

অমরাবতী প্রবেশ করিলেন।

অমরা। লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী। মা!

অমরা। শক্তি এসেছে না?

লক্ষ্মী। হাঁ।

অমরা। কোথায়?

লক্ষ্মী। উদ্যান-বাড়ীতে।

অমরা। অন্দরে আসে নি?

লক্ষ্মী। না।

অমরা। কেন?

লক্ষ্মী। আস্‌তে নিষেধ ক'রে দিইছি,—আমার সম্মতি নাই।

অমরা। সে কি! সম্মতি নাই কি?

লক্ষ্মী। হাঁ মা; তিনি ছদ্মবেশে এসেছেন, আমার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ কর্‌তে চান—তাই;

অমরা। তাই বা হ'লো?

লক্ষ্মী। তাই কি হয় মা? তাঁর ইচ্ছা—আমাদের এ মিলন আমার পিতা জান্‌বেন না—আমার মাতা জান্‌বেন না,—মাত্র জান্‌বে আমার সখীরা।

অমরা। কেন হবে না? এ রকম কত আমাদের বংশে চার যুগ হ'তে হ'য়ে আস্‌ছে।

লক্ষ্মী। হ'য়ে আস্‌ছে, কিন্তু আমার সেটা হ'লো না মা! এতে কি বোঝাচ্ছে জান?

অমরা। কি আবার বোঝাচ্ছে?

লক্ষ্মী। বোঝাচ্ছে, আমি যেন ঠিক তাঁর রক্ষিতা একটা গণিকা,—নয় কি?

অমরা। ছিঃ—স্বামী যে!

লক্ষ্মী। স্বামী—স্বামীর মত সাক্ষাৎ করুন।

অমরা। ভুল করছিস মা! আমরা মেয়ে মানুষ যে; ও আবদার কি আমাদের চলে? পুরুষে আমাদিগকে যে ভাবে রাখ্‌বে—থাক্‌তে হবে, যা বলাবে—বল্‌তে হবে, যা চায়—কর্‌তে হবে। তিনি যদি এতেই সন্তুষ্ট হন, তোর আপত্তি কি? আমরা মা বাপ, তাতে কি অসুখী হবো?

লক্ষ্মী। তবে তাঁর এই পত্রখানা দেখ,—বুঝ্‌তে পার্‌বে।

অমরা। [লজ্জিতা হইয়া বলিলেন] ছিঃ!

লক্ষ্মী। তবে শোন কি লিখ্‌ছেন—"লক্ষ্মী! তোমার সংবাদ নিতে পারি নাই,—আমি উভয় সঙ্কটে পতিত। তোমায় বিবাহ করায় আমার আত্মীয়বর্গ অপমানিত—অসন্তুষ্ট; যাতে আর তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ না হয়, তাঁরা তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান। তাঁদের আদেশ অমান্য করা যায় না, কিন্তু আবার এদিকে গোপনেই হোক্‌ আর ছলনাতেই হোক্‌, যথাশাস্ত্র তোমায় বিবাহ করেছি; তোমাকে বিনা দোষে পরিত্যাগ—এও আমার ইচ্ছা নয়। অনেক ভেবে আমার এই ছদ্মবেশে আসা। এক-বার তোমায় সাক্ষাৎ চাই,—এ সাক্ষাৎ তোমার পিতা-মাতার অজ্ঞাতসারে। অনেক কথা বল্‌বার আছে।" ভাবটা বুঝ্‌তে পার্‌ছো মা?

অমরা। এর আবার ভাব কি? বেশ তো সরল লেখা, তুই আবার কি উল্টো বুঝলি?

লক্ষ্মী। আমি যা বুঝছি—অতি সোজা। "তোমায় বিবাহ করায় আমার আত্মীয়বর্গ অপমানিত" এর অর্থ হ'চ্ছে এই,—তিনি যেন একটা নীচ কুল হ'তে মেয়ে নিয়েছেন, তাকে গ্রহণ করলে তাঁর জাত যাবে। আমি তাঁকে জাতিভ্রষ্ট করতে চাই না মা,—আর তাঁরও উচিৎ নয়—একটা স্ত্রীলোকের জন্য জাত দেওয়া।

অমরা। এঃ, খেপা মেয়ে কোথাকার! অভিমান করছিস্ কার উপর মা! পরে বলেছে? পরে কত জনে কত বলে; তাদের কথার দাম কি? আমাদের যাকে নিয়ে দরকার, সে তো আমাদের আছে, বাস্—ফুরিয়ে গেল।

লক্ষ্মী। কৈ আর তিনি আমাদের আছেন মা?

অমরা। কি ক'রে নাই? আত্মীয় স্বজনের কথা ঠেলেও তো এই দূর দূরান্তরে ছদ্মবেশেও এসেছেন; তোকে ভালবাসে ব'লেই তো?

লক্ষ্মী। তুমি সংসারের কিছু বোঝ না মা, যাও। একে ঠিক ভালবাসা বলে না মা, এ একটা রূপজ লালসা। ভালবাসায় পাত্রাপাত্র নাই—ভালবাসায় উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ নাই,—ভালবাসায় এমন গুপ্ত সাক্ষাৎ নাই; সে বেগ নদীস্রোতের মত অরুদ্ধ।

অমরা। তবে কি তুই—দেখা করবি না?

লক্ষ্মী। না,—আদিশূরের মেয়ে কারো ঘৃণাভরা দৃষ্টির নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। যিনি স্বপ্নেও আমার পিতাকে হীনবংশীয় ভাববেন—আমার জন্মকে ধিক্কার দেবেন—আমার সঙ্গধসে সমাজে নতমুখে ফিরবেন, তাঁর আঁচল ধ'রে লক্ষ্মী কাঁদতে পারবে না। ঐহিক সুখের আশায় বাঙ্গলার রাজকুমারী তার জন্মদাতা—জন্মভূমিকে কিছুতেই কলঙ্কিত করবে না।

অমরা। খেপামো—খেপামো! আচ্ছা লক্ষ্মী! আমি মা,—তোর মনের কথা খুলে বল্ দেখি?

লক্ষ্মী। বল্লুম তো মা! আমার ইচ্ছা—আমি আগে দেখ্তে চাই যে বাঙ্গলার রাজকন্যা থানেশ্বরের রাজকুমারের কোন অংশে অযোগ্যা নয়।

[কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

অমরা। মিছে কথা—মিছে কথা! বুঝেছি, যা হয়েছে; নিশ্চয় মেয়েটার মনে ধরে নি! বল্লুম, এমন ক'রে বিয়ে দিতে হবে না; তা শুন্লে না; দোষ হতে হবে আমার—আমি মা! এত ভাবনাতেও মানুষ বাঁচে!

[ভাবিতে ভাবিতে স্বীয় কক্ষের দিকে চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

কর্ণসুবর্ণ—মন্ত্রণাগার।

তক্ষশীল ও আদিশূর বসিয়াছিলেন।

তক্ষশীল। তা হ'লে কণোজের রাজা ব্রাহ্মণ দিলে না?

আদিশূর। কৈ আর দিলেন; দূত তো বিফলমনোরথেই ফিরে এলো।

তক্ষশীল। এবার কি কর্ছো?

আদিশূর। কি করতে বলেন?

তক্ষশীল। পার্বে?

আদিশূর। পার্বো।

তক্ষশীল। আমি বলি, অনুনয় ছেড়ে দিয়ে অস্ত্র ধরতে—প্রার্থনার পরিবর্ত্তে রক্তের ঢেউ খেলাতে—কণোজের মূল শুদ্ধ তুলে অগাধ গঙ্গায় ডুবিয়ে দিতে।

আদিশূর। [নীরবে ভাবিতেছিলেন]

তক্ষশীল। ভ্রূ কুঞ্চিত কর্‌লে কেন? ভাব্‌ছো কি?

আদিশূর। ভাব্‌ছি, মালব কণোজের ভ্রাতা, থানেশ্বর তার ভ্রাতুষ্পুত্র,— নিশ্চয় তারা তার সাহায্য কর্‌বে।

তক্ষশীল। থানেশ্বর তোমার জামাতা না?

আদিশূর। তা হ'লেও তারা সকলেই এক রক্তজাত এক হর্ষবর্দ্ধনের বংশের।

তক্ষশীল। তবে এরূপভাবে হাতে গলায় বেঁধে মেয়েটাকে জলে ফেলে দেবার কি দরকার ছিল?

আদিশূর। না গুরুদেব! যদিও থানেশ্বর আমার বংশগত শত্রু, তা হ'লেও আমায় একবাক্যে স্বীকার কর্‌তে হবে, থানেশ্বর সকল বিষয়ে আজও ভারতবর্ষের উচ্চে। থানেশ্বরের রাজবংশে কন্যাদান ভাগ্যের কথা। আমি সাহায্য পাবার প্রত্যাশায় এ আত্মীয়তা করি নাই গুরু! আমি কন্যাদান করেছি শুদ্ধ কন্যাদানেরই জন্য।

তক্ষশীল। ও—তা হ'লে ভাব্‌বার কথা বৈ কি,—জামাতার বিরুদ্ধে অস্ত্র তুল্‌তে হবে যখন!

আদিশূর। সে জন্যও ভাবি না গুরু! এরূপ আত্মীয়-সংঘর্ষ আমরা ক্ষত্রিয়, আমাদের মজ্জাগত। ভাব্‌ছি, কণোজ, থানেশ্বর, মালব তিন প্রধান শক্তির বিপক্ষে আমি একা দাঁড়াবার মত হয়েছি কি না?

তক্ষশীল। হয়েছ—হয়েছ; আমি বল্‌ছি হয়েছ। আমি ব্রাহ্মণ,—আমার অন্তরস্থ ব্রহ্মণ্যদেব বল্‌ছে—হয়েছ; আমি বৈদিক ধর্ম্মের সেবক,—

আমার ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব্ব সবাই সমবেতকণ্ঠে বলছে—হয়েছ। কিসের ভয় ? কণোজের সাহায্য করবে—থানেশ্বর, মালব, আর তুমি এমন একটা পুরা যুগের প্রতিষ্ঠিত মহান বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করতে চলেছ, তোমায় কেউ সাহায্য করবে না ? করবে—করবে,—তুমি দেখতে পাবে না, অলক্ষ্য হ'তে করবে। তোমায় সাহায্য করবে—আশীর্ব্বাদ ছলে বশিষ্ঠ, দ্বৈপায়ন, মনু,—তোমায় সাহায্য করবে রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ,—তোমায় সাহায্য করবে বেদ, বেদান্ত, গীতা, ভাগবত। আর কিছু চাই ?

আদিশূর। কে আছ ?

জনৈক প্রহরী অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল।

আদিশূর। সেনাপতি সামন্তসেন ! [প্রহরী চলিয়া গেল] আপনার মন্ত্রণাবলে আমার পূর্ব্ব পুরুষ শশাঙ্কের হস্তচ্যুত বাঙ্গলার সিংহাসন পুনরধিকার করেছি—আপনার উপদেশে বৈদিক ধর্ম্মের উদ্ধারসাধনে রাজসূয়-যজ্ঞে ব্রতী হয়েছি,—আপনার উত্তেজনায় আজ বিশ্ববক্ষ বিদীর্ণ ক'রে বজ্রের মত ছুট্‌বো,—সঙ্কোচ নাই—দ্বিধা নাই—বিচার নাই। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। এই যে—

সামন্তসেন প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিলেন।

আদিশূর। সেনাপতি ! আমি যুদ্ধ করবো ; সমস্ত ভারতবর্ষ এক দিকে, আমি একা এক দিকে,—আমায় বাঁচাতে পারবে ?

সামন্ত। বাঁচাতে পারবো কি না, তা বলতে পারি না ; তবে এই মাত্র বলতে পারি, আমি যতক্ষণ বাঁচবো, ততক্ষণ মহারাজের জীবনের জন্য দায়ী আমি।

আদিশূর। যথেষ্ট ! সৈন্ত চালনা কর।

সামন্ত। কোন্ দিকে?

আদিশূর। কণোজের দিকে।

তক্ষশীল। ভারতের একাধিপত্যের দিকে—সৃষ্টির যাবদীয় উচ্চতার দিকে—বৈদিক ধর্ম্মপ্লাবী শৃঙ্খল যথেচ্ছাচারের দিকে।

অনাদিসেন প্রবেশ করিলেন।

অনাদি। প্রকৃতিস্থ হও ব্রাহ্মণ! যে দিকে ইচ্ছা সৈন্য চালনা কর,—সাবধান! কোন ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য ক'রো না।

তক্ষশীল। তুমিও সাবধান হও অনাদি! তোমার ধর্ম্ম-উপদেশ যেখানে হয় দিও,—এ রাজনীতি-ক্ষেত্র, এখানে কথাটী ক'য়ো না।

অনাদি। রাজনীতি-ক্ষেত্রে আমি রাজার কুমার—রাজার ভাই, আমি কথা কইবো না, কথা কইবে ভিক্ষাজীবি আশ্রিত ব্রাহ্মণ—তুমি?

তক্ষশীল। [উত্তেজিত হইয়া বলিলেন] হাঁ কথা কইবো ভিক্ষাজীবি আশ্রিত ব্রাহ্মণ আমি। আজও স্বর্গরাজ্যের রাজনীতি এই হীন ব্রাহ্মণ বৃহস্পতির হাতে,—প্রবল দৈত্য সাম্রাজ্য দোহাই দেয় দুর্ব্বল শুক্রাচার্য্যের,—সূর্য্যবংশকে তর্জ্জনীহেলনে চালিয়ে গেছে জরাজীর্ণ স্থবির ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ,—চন্দ্রবংশ ছিল ব্যাসের তৈরী। কাল্‌কের কথা, তেমন পরাক্রমশালী মৌর্য্যবংশ—যার প্রতাপে পাশ্চাত্য জগত পর্য্যন্ত কেঁপে উঠেছিল, সেও ছিল এই দীন জাতি চাণক্যের হাতের খেলনা। অনাদি! রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, সব নীতির জন্মদাতা এই ব্রাহ্মণ! আজ সে অনধিকারী।

আদিশূর। শান্ত হোন্ গুরুদেব! বালকের সঙ্গে বৃথা তর্ক করবেন না। আপনি ক্ষমশীল জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ। অনাদি! যদিও তুমি কুলধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে বৌদ্ধমতে দীক্ষিত, তুমি আজও আমার ভ্রাতৃস্নেহ

হ'তে কণামাত্র বঞ্চিত হও নাই। তোমায় বার বার বল্‌ছি, এস ভাই! উদাসীন হ'য়ে থেকো না,—পূর্ব্বপুরুষ শশাঙ্কের নির্ব্বাসন স্মরণ ক'রে ভারতবর্ষের উপর প্রতিশোধ নাও—আমার পশ্চাৎগামী হও; আমি বৈদিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাকল্পে অগ্রসর।

অনাদি। বাধা দিই না; সকল ধর্ম্মের সারাংশই যখন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার,—যার যাতে বিশ্বাস। তবে আমার বলা, ধর্ম্মের নামে হিংসার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ক'রো না দাদা! প্রেম-স্রোত প্রবাহিত করতে গিয়ে শোণিত-স্রোতে ভারতবর্ষ ভাসিও না দাদা! উচ্চাসার উন্মাদনায় ক্ষিপ্ত হ'য়ে বাঙ্গলার দুর্গপ্রাকারে কলঙ্কের ধ্বজা উড়িও না দাদা! এই আমার মর্ম্মের উক্তি।

[প্রস্থান করিলেন।

তর্কশীল। হিংসা—শোণিত—কলঙ্ক! ভীরু, অকর্ম্মণ্য, অদৃষ্টবাদীর আন্দোলন! হিংসা ব্যতীত উচ্চাশা জাগ্‌তে পারে না—শোণিত ভিন্ন সে পিপাসার নিবৃত্তি নাই—কলঙ্কের ভিত হ'তেই কীর্ত্তির স্তম্ভ খাড়া হয়। দৃঢ় হও বাঙ্গালার রাজা! বিচার বিবেচনা দূরে ফেল বাঙ্গলার রাজা! ভারতের একাধিপত্য নাও বাঙ্গালার রাজা!

সায়নাদিত্যসহ অপরাজিতা প্রবেশ করিলেন।

অপরা। কে বাঙ্গালার রাজা?

সামন্ত। কে তুমি নারী? এ গুপ্ত মন্ত্রণাগৃহে কি প্রকারে এলে?

অপরা। উড়ে এলাম,—আমি বাতাসের সঙ্গে মিশ্‌তে জানি। কে বাঙ্গালার রাজা?

আদিশূর। তোমার কি প্রয়োজন?

অপরা। তুমি কি বাঙ্গালার রাজা আদিশূর?

আদিশূর। হাঁ, আমিই ; বল, কি প্রয়োজন ?

অপরা। প্রয়োজন—প্রয়োজন ? যা—ভুলে গেলুম ; গুছিয়ে আনলুম, সব গোলমাল হ'য়ে গেল ! হাঁ—হয়েছে ; বলি বাঙ্গালার রাজা ! তুমি তো তোমার বাঙ্গালা ফিরে পেলে, অভাগা মালবের দশায় কি হ'লো বল্‌তে পার ?

আদিশূর। [চমকিয়া উঠিলেন] মালবের দশা ? মালবের দশা ?

অপরা। হাঁ—মালবের দশা। ওকি, তোমার মুখখানা সাদা হ'য়ে গেল কেন ? মালবের নামোচ্চারণ কর্‌তে তোমার কণ্ঠ রোধ হ'য়ে আসে কেন ? লজ্জায় মাটী পানে তাকাচ্ছ কেন ? বল মালবের দশা ? যে মালব কনোজযুদ্ধে বাঙ্গলার রাজা শশাঙ্কের সাহায্য কর্‌তে গিয়ে চিরদিনের মত ডুবে গেছে, কি কর্‌লে তার উপায় ? তুমি তো তোমার পিতৃ-সিংহাসন পেয়ে পুলকে আত্মহারা হয়েছ, কিন্তু কৈ সে মালব ? কোথায় সে উজ্জয়িনীর আদিত্যবংশ ? কি দিলে বাঙ্গালার রাজা, মালবের সে প্রাণপাত সাহায্যের প্রতিদান ?

আদিশূর। [নীরবে মস্তক নত করিলেন]

অপরা। বাঙ্গলার সিংহাসনে আজ বাঙ্গলার বংশধর আদিশূর তুমি, আর উজ্জয়িনীর আদিত্যবংশের আসনে হর্ষবর্দ্ধনের পুত্র জগত ! ও-হো-হো ! [ক্ষোভে, ক্রোধে, ঘৃণায় অধীর হইলেন]

আদিশূর। কে তুমি ? কে তুমি মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যরশ্মি ? কে তুমি শৈবাল-আবৃতা পদ্মিনী ? কে তুমি আলুথালুবেশে ঈশ্বরী ?

অপরা। কে আমি ? কে আমি ? মনে পড়্‌ছে না ? হা অদৃষ্ট !

আদিশূর। আকার প্রকারে মনে হ'চ্ছে, কোন উচ্চ বংশোদ্ভবা,—সর্ব্বস্ব হারিয়ে আজ এ দশা !

অপরা। ধরেছ—ধরেছ, কতকটা ধরেছ! তবে আর একটু মনে কর—তোমার স্মৃতির মিট্‌মিটে আলোকটায় আর একটু জোর দিয়ে দাও—আর একবার সতৃষ্ণনয়নে আমার মুখপানে চাও। পারলে না—পারলে না? তবে শোন, কে আমি? আমি শশাঙ্কের কুলকন্যা, তোমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী অপরাজিতা—ভূতপূর্ব্ব মালবের রাণী।

আদিশূর। [আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন] দিদি! দিদি!

অপরা। চুপ কর ভাই! আমি তোমার করুণ কণ্ঠ শুন্‌তে আসি নাই—আদর অভ্যর্থনা পেতে আসি নাই—অনাথিনী ভিখারিণী হ'লেও ভ্রাতৃ-অন্নে প্রাণ বাঁচাতে আসি নাই।

আদিশূর। দিদি! তুমি বেঁচে আছ?

অপরা। আছি ভাই! বজ্রপাতে ভাঙ্গি নাই—প্রলয়োচ্ছ্বাসে ভাসি নাই—যমদণ্ড উপেক্ষা ক'রে আজও গর্ব্বভরে বেঁচে আছি,—মাত্র তোমার সঙ্গে একবার দেখা কর্‌বার জন্য, আর তোমার হাতে আমার এই বান্ধব-হীন নিরাশ্রয় শিশুর ভার দেবার জন্য। ধর ভাই! উজ্জয়িনীর আদিত্য-বংশের এই আশা-ভরসা বহু কষ্টে রক্ষা করেছি। [সায়নাদিত্যকে আদিশূরের হাতে দিলেন]

আদিশূর। আমি যে বাঙ্গলা পুনরাধিকার করেছি, তুমি কোথায় সংবাদ পেলে দিদি?

অপরা। ক'জন পথিক তোমার নাম গান কর্‌তে কর্‌তে যাচ্ছিল—"বঙ্গের রাজা আদিশূর"। আর যায় কোথা! সেই শুনেই আমি উর্দ্ধশ্বাসে বাঙ্গলার দিকে ছুটে আস্‌ছি। আদি! আদি! ভাই! তুমি যখন আবার বাঙ্গলায়, তখন আমার মালব দাও—আমার শিশুকে একদিনের জন্য উজ্জয়িনীর সিংহাসনে বসাও—এক মুহূর্ত্তের জন্যও আদিত্যবংশের স্বাধীনতার ধ্বজা তারস্তের মাথায় তুলে দাও। নতুবা ভাই হ'লেও মার্জ্জনা পাবে

না—স্নেহ-মমতা আস্‌বে না—সজলচক্ষে চাইলেও বিন্দুমাত্র সহানুভূতির ভরসা নাই,—আমি তোমায় অভিসম্পাত কর্‌বো।

আদিশূর। না দিদি! অভিসম্পাত কর্‌তে হবে না; আশীর্ব্বাদ কর, তোমার ঐ গর্ব্বিত ওজস্বিনী ভাষায় আমার প্রতি ধমনী স্ফীত হ'য়ে উঠুক,—আমার চক্ষে উল্কা ছুটুক—জগতের যত প্রভুত্ব, অহঙ্কার, সব আমার তরবারির নীচে লুটুক। মুখ তোল দিদি! আজই আমি মালবের বিরুদ্ধে অভিযান কর্‌বো; আমার বাঙ্গলা যাক্‌, আমার জীবন যাক্‌, তোমার মালব তোমায় দেবো।

অপরা। তুমি দীর্ঘজীবি হও। আর আমার বল্‌বার কিছুই নাই; আমি নিশ্চিন্ত,—আমার শিশুর ভার তোমার। আমি একবার মালবে চল্‌লাম; ঝড় ওঠবার পূর্ব্বে প্রকৃতির নীরবতার মত—মুমূর্ষুর ম্লান অধরে মধুর হাস্যের মত—বজ্রপাতের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বিদ্যুৎবিকাশের মত তার সৌভাগ্য-গগনে ধূমকেতু হ'য়ে চল্‌লাম। তুমি নিশ্চেষ্ট থেকো না ভাই! প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'রো; বিধবা ভগ্নী ব'লে নয়, মালবের রাণী ব'লে স্মরণ রেখো। [উদ্দেশে বলিলেন] রাজা হর্ষ! আজ তুমি কোথায়? তুমি মর নাই,—ম'রে বুঝি বেঁচে গেছ! [প্রস্থানোদ্যতা হইলেন]

ভানু প্রবেশ করিল।

ভানু। আপনি আমার পিসীমা?

অপরা। এটী বুঝি রাজকুমার আদি?

আদিশূর। হাঁ।

অপরা। হাঁ বাবা, আমি তোমার পিসীমা।

ভানু। মা আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন, নিয়ে যাবার জন্য আমাকে পাঠালেন।

অপরা। বড়ই হতভাগিনী আমি, তোমার মায়ের অনুরোধ রক্ষা করতে পারলুম না বাবা! তুমি আমার পিতৃকুলের বুকজুড়ান জিনিস, তোমায় একবার বুকে নেবার অবসর পর্য্যন্ত আমার নাই। তোমার মাকে বলগে, তিনি রাজরাণী, আমি পথের ভিখারিণী,—আর বেশী বলতে হবে না। রাজরাণী হবার আশা আমার গেছে; একটা ভরসা আছে, যদি কখনও রাজমাতা হ'তে পারি, দেখা করবো, নতুবা এ জীবনে আর নয়।

[প্রস্থান করিলেন, ভানুও হতাশ হইয়া চলিয়া গেল।

আদিশূর। গুরুদেব! তা হ'লে রাজসূয় এখন রাখতে হয়েছে।

তক্ষশীল। ভাব—ভাব আদি! যাতে সব দিক বজায় থাকে।

আদিশূর। অসম্ভব!

তক্ষশীল। অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে, তবে তুমি আদিশূর—তবে আমি তক্ষশীল তোমার গুরু।

আদিশূর। আমার অতদূর চিন্তা-শক্তি নাই গুরু! আপনি ভেবে দেখুন।

তক্ষশীল। বহুক্ষণ তা ভেবেছি। তুমি কথা কচ্ছিলে, সেই সময় আমি আমার ব্রহ্মণ্যদেবের সঙ্গে যুক্তি আঁটছিলাম। এক মুহূর্ত্ত আমি আলস্যে কাটাই না আদি! তা না হ'লে কখনই তোমায় সুদূর দাক্ষিণাত্য হ'তে এসে এই বাঙ্গালার সিংহাসনে বসাতে পারতুম না। যাক্ সে কথা, এখন এক কাজ কর। অর্দ্ধেক সৈন্য নিয়ে তুমি স্বয়ং কণোজের প্রান্তে গিয়ে শিবির স্থাপন কর; আক্রমণ না ক'রে মাত্র যুদ্ধঘোষণা কর। নিশ্চয়ই সে সংবাদে মালব, থানেশ্বর তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে কণোজের সাহায্য করতে আসবে।

আদি। তা আসবে।

তক্ষশীল। আর অর্দ্ধেক সৈন্য নিয়ে সামন্ত সন্তর্পণে মালবের পথে যাক্।

সামন্ত। চৌর্য্যবৃত্তি ?

তক্ষশীল। চুপ! যত কলঙ্ক আমি সর্ব্বাঙ্গে ছাপ মেরে নেবো—যত পাপ আমি মাথা পেতে বইবো—যা দণ্ড, আমি বুক দিয়ে সহ্য কর্‌বো। সামন্ত! শাঠ্য, চৌর্য্য, প্রতারণা, ও সব সেকেলে ঢং ছেড়ে দাও; বড় হও—শুদ্ধ বড় হও। তারপর কি বল্‌ছিলাম—হাঁ, অর্দ্ধেক সৈন্য নিয়ে সামন্ত গোপনে মালব আক্রমণে যাক্; অধিকার কর্‌তে কষ্ট পেতে হবে না।

আদিশূর। তারপর আমার উপায় ?

তক্ষশীল। একটা সময় নির্দ্দিষ্ট ক'রে দাও, ঠিক সেই সময়ের মধ্যে সামন্ত মালব অধিকার করবে। তারপর কিন্তু তোমায় আক্রমণ করতে হবে, যেন সংবাদ পেয়ে কেউ আর মালবমুখে যেতে না পারে; তা হ'লেই সামন্তও ঠিক সময়ে উপস্থিত হ'য়ে তোমারও সাহায্য কর্‌তে পারবে।

আদিশূর। যদি যথাসময়ে উপস্থিত হ'তে না পারে ?

তক্ষশীল। মর্‌বে! মর্‌তে পার্‌বে না? ও যদি, কিন্তু, তবুর বোঝা নিয়ে বড় হ'তে যেও না আদি! পার্‌বে না। ভবিষ্যতের গর্ভ বড়ই অন্ধকার! কর্ম্ম কর্‌বে তো একাগ্রতা নিয়ে ক'রে যাও, সন্দেহ রেখো না। অগ্রসর হবে তো লক্ষ্য রাখ সম্মুখের দিকে, পিছু দিকে চেয়ো না। জীবন নিয়ে খেল্‌বে তো জীবনটায় একমুঠো ধূলোর মত ভাব, মরণের ভয় ক'রো না; তবে হবে কর্ম্মী—তবে উঠ্‌বে শীর্ষে—তবে পাবে ভারতবর্ষ—রাখ্‌তে পার্‌বে হিন্দুর মান।

আদিশূর। তবে আর বিচার কিসের সামন্ত? এ আমাদের গুরু-আজ্ঞা! যাও তুমি—অগ্রসর হও। আগামী চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত তোমায়

মালব অধিকারের সময় দিলাম। পূর্ণিমাপ্রাতে আমি তিন শক্তিকেই কণোজপ্রান্তে অবরোধ করবো। যাও, দাঁড়িও না; খুব ধীরে—খুব সন্তর্পণে—খুব সাবধানে। গুরবে নমঃ।

[প্রস্থান করিলেন।

সামন্ত। [স্বগত] গুরু-আজ্ঞা যাই হোক্, এ আমার প্রভু-আজ্ঞা। নরককুণ্ডে বল্‌লে পড়্‌তে হবে—বিষ হাতে দিলে খেতে হবে—সৃষ্টির উল্টো পিঠে বল্‌লে যেতে হবে।

[প্রস্থান করিলেন।

তক্ষশীল। আবার আমি বৈদিক যুগের প্রতিষ্ঠা করবো—আবার আমি হিন্দু ধর্ম্মকে তুলবো—আবার আমি ভারতকে সেই ভারত করবো।

[মন্ত্রণাগার ত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

থানেশ্বর—রাজপ্রাসাদ।

শক্তিবর্দ্ধন ভাবিতেছিলেন।

শক্তি। একবার চোখের দেখা চেয়েছিলাম, দেখা করলে না। পত্র লিখ্‌লাম চক্ষের জল দিয়ে, উত্তরে পেলাম একটা অগ্নিদাহ। গেলাম বুক ভরা ভালবাসা নিয়ে, ফির্‌লাম নারীর উপেক্ষিত হ'য়ে। সকল কর্ত্তব্যে জলাঞ্জলি দিয়ে ছদ্মবেশে ছুট্‌লাম স্বামীর কর্ত্তব্য পালন কর্‌তে, সে নিলে না,—আমায় তাড়িয়ে দিলে—ঠিক কুকুরের মত চাবুক মেরে। আচ্ছা বাঙ্গলার রাজকন্যা! দেখা যাবে; তুমি যদি বাঙ্গলার রাজকন্যা, আমিও থানেশ্বরের রাজকুমার।

শান্তিবর্দ্ধন প্রবেশ করিলেন।

শান্তি। আমায় ডেকেছিলে দাদা?

শক্তি। হাঁ ভাই! শুনেছো, বাঙ্গলার রাজা কণোজ আক্রমণ করতে আসছেন?

শান্তি। শুনেছি।

শক্তি। আমায় কণোজের সাহায্যে যেতে হবে আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে।

শান্তি। তা হ'লে এবারকার যুদ্ধটা বড়ই ঘোরতর দেখ্‌ছি।

শক্তি। বড়ই ঘোরতর শান্তি! তাই তোমায় ডেকেছি সাম্রাজ্যটা

বুঝিয়ে দেবার জন্য,—বোধ হয় তোমার মাথাতেই পড়্‌লো। এ যুদ্ধে হয় আদিশূর থাক্‌বেন, নয় শক্তিবর্দ্ধন থাক্‌বে।

শান্তি। এতটা আক্রোশ যখন, তখন তাঁর কন্যাকে বিবাহ করার কি দরকার ছিল দাদা?

শক্তি। বিবাহ করেছিলাম, কিন্তু আমি সে বন্ধন ছিঁড়ে দিয়েছি ভাই!

শান্তি। বিবাহবন্ধন কি জীবনে ছেঁড়া যায় দাদা?

শক্তি। আরে একে কি বিবাহ বলে ভাই? আদিশূর তাঁর পূর্ব্ব পুরুষ শশাঙ্কের নষ্টগৌরব উদ্ধার করতে আক্রমণ করলেন বাঙ্গলা,—গেলাম তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর্‌তে—তাঁর বাঙ্গলা-পিপাসায় শান্তি দিতে, কিন্তু হ'য়ে গেল কি না তাঁর কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ—একটা চমৎকার ঘনিষ্ঠতা! বা—বা—বা!

শান্তি। কি ক'রে হ'লো দাদা? বিবাহ ব'লে কথা!

শক্তি। শুন্‌বে? একদিন সন্ধ্যার সময় যুদ্ধ অবসানে ক্লান্তশরীরে আমি একটা প্রান্তরে বেড়াচ্ছিলাম, আমার সঙ্গে দু-জন সৈনিক ছিল; খানিক দূরে গিয়ে সৈনিক দু'টো নানাপ্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত কৌতুক দেখা'তে আরম্ভ করলে। আমি অন্যমনস্কে মুগ্ধ হ'য়ে তাদের কৌতুক দেখি, আর তাদের সঙ্গে চল্‌তে থাকি। কিছুক্ষণের পর যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোর হ'য়ে উঠ্‌লো, তখন আমার চমক ভাঙ্গলো; কিন্তু তখন গিয়ে পড়েছি যেখানে, দেখ্‌লাম সেট আদিশূরের শিবির,—চিন্‌লাম, সৈনিক দুটো আমার নয়—তারা তাঁরই গুপ্ত চর, বুঝ্‌লাম—আমি বন্দী। মনে করেছিলুম, আমায় অন্য কিছু করবেন না,—তা করাও ভাল ছিল, কিন্তু তিনি তা না ক'রে, বাঙ্গলা অধিকার করলেন, আর জোর ক'রে আমার সঙ্গে তাঁর একটা অরক্ষণীয়া কন্যার বিবাহ দিয়ে দিলেন। একে

কি বিবাহ বলে শাস্তি? এ তো প্রতারণা—জুলুম, এ মিল টেকে না—টিক্‌তে পারে না।

শান্তি। না টিকুক্, পার—আদিশূরের এ প্রবঞ্চনার প্রতিদান দাও—তাঁর অত্যাচারের দণ্ড কর—তাঁর বংশ ধ্বংস ক'রে এ অপমানের প্রতিশোধ নাও, কিন্তু বিবাহবন্ধন ছিঁড়্‌ছো কি প্রকারে দাদা? তাঁর কন্যা কি কর্‌লেন? তিনি পরিত্যক্তা কিসে? ইচ্ছাতেই হোক্—অনিচ্ছাতেই হোক্, তুমি তো যথাশাস্ত্র তাঁকে বিবাহ করেছ; তার তো আর উপায়ান্তর নাই। দোষ হ'য়ে থাকে, হয়েছে তাঁর পিতার,—তবে তাঁর প্রতি এ নির্ম্মম ব্যবহারটা কি অপরাধে দাদা? কাকাদের মতলবে বুঝি?

শক্তি। না ভাই! যদিও তাঁদের অভিপ্রায় তাই, তা হ'লেও তোমায় বল্‌তে কি, তাঁদের আদেশ উপেক্ষা ক'রেও ছদ্মবেশে আমি তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়েছিলাম, কিন্তু কি বল্‌বো শান্তি! বিফলমনোরথে ফির্‌লাম; দেখ্‌লাম, বাঙ্গলার বালুকণাটী পর্য্যন্ত আত্মগৌরবে অন্ধ।

শান্তি। হবেই তো; তুমি আত্মীয়-স্বজনের ভয়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে গেলে কি না ছদ্মবেশে! কখনও সাক্ষাৎ হয়? তিনি বাঙ্গলার কুলকন্যা—থানেশ্বরের কুলবধূ; তোমায় প্রকৃত জান্‌লেও, তিনি কখনও একজন ছদ্মবেশীকে স্বামী ব'লে অন্তঃপুরে স্থান দিতে পারেন? লোকে বল্‌বে কি? তাঁর পিতা তাঁর বিবাহ দিয়েছেন থানেশ্বরের রাজার সঙ্গে,—বহুরূপী ভিখারীর সঙ্গে নয়; এতে তাঁর অপরাধ দেখি না, বরং বুদ্ধিমত্তারই পরিচয়। তিনি থানেশ্বরের যোগ্যা রাণী,—তুমি রাগে অন্ধ হ'য়ে তাঁকে চিন্‌তে পার্‌ছো না। দাদা! ছোট ভায়ের একটা কথা রাখ, আমায় ছেলেমানুষ ভেবো না—যার তার যুক্তিতে নেচো না,—আমাদের বউ আমাদের ঘরে আন, তারপর যা কর্‌তে হয় ক'রো।

শক্তি। শান্তি! শান্তি! ভাই! আর আমায় টলাস্ নি, আমি বহু

তর্ক করেছি—বহু বিচার করেছি—অনেক হীনতা স্বীকার করেছি,—শেষ সিদ্ধান্ত করেছি, বাঙ্গলার মাটী শুদ্ধ নিয়ে বঙ্গোপসাগরের জলে ফেলে দেওয়াই ঠিক! আর তার কথা ক'স্ না ভাই! তার মুখদর্শনে ইচ্ছা নাই।

সনাতন প্রবেশ করিলেন।

সনাতন। না শক্তি! বিবাহ করেছ, তাঁকে গ্রহণ কর্‌তে হবে বৈ কি বাবা!

শক্তি। [নীরবে ভাবিতে লাগিলেন]

শান্তি। কি ঠাকুর! সাপ হ'য়ে খেয়ে আবার ওঝা হ'য়ে ঝাড়তে এসেছ দেখ্‌ছি যে!

সনাতন। এ তোমার বয়সোচিত অনুমান কুমার!

শান্তি। অনুমান নয়,—এ প্রত্যক্ষ। তোমারই তো ক'জন জুটে নানা প্রকারে দাদাকে কেমনতর ক'রে দিলে। বাঙ্গলার রাজা রাজসূয় যজ্ঞ কর্‌ছে, তাতে তোমাদের এত মাথাব্যথা কেন? যার না খুসী করুক্ না!

সনাতন। ভারতবর্ষে আর হিংসাময় বৈদিক যুগের প্রতিষ্ঠা হবে না—বৌদ্ধগণ আর নির্ম্মম পশুহত্যা প্রতিকারবিহীন সজলনেত্রে দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে না—বুদ্ধদেবের যে কীর্ত্তি-স্তম্ভ সমগ্র ভূমণ্ডলে মাথা তুলে উঠেছে, সে আর শত ঝঞ্ঝা, সহস্র বজ্রাঘাতেও নাম্‌বে না।

শান্তি। তুমি ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতা আর কি!

সনাতন। আমি না হই, যাঁর প্রবর্ত্তিত এ ধর্ম্ম—যাঁর দেওয়া এ উপদেশ—যাঁর দেখানো এ আলোক, তিনি বিধাতা হ'তেও উচ্চে। তুমি বালক, তোমায় আর কি বোঝাবো!

শান্তি। তোমাদের ও জাতমারা কারবার আমি বুঝ্‌তেও চাই না।

সনাতন। বুঝেছি, হর্ষের পবিত্র কাহিনী একমাত্র তোমা হ'তে উপন্যাসে পরিণত হবে।

শান্তি। আমিও বুঝেছি, একা তুমিই এই রাজবংশ ক'টার মাথা খাবে।

সনাতন। শক্তি! চুপ ক'রে যে? কোন দিকে দৃষ্টি নাই—অমন একমনে ভাব্‌ছো কি?

শক্তি। ভাব্‌ছি গুরু! বংশে যা নাই, তাই বুঝি ঘটে,—আমার গুরু-আজ্ঞার অমর্য্যাদা কর্‌তে হয়!

সনাতন। গুরু-আজ্ঞা কখনও শিষ্যের অমঙ্গলের জন্য নয় শক্তি! শিষ্যের প্রতি পাদক্ষেপে গুরুর লক্ষ্য; শিষ্যের চিন্তায় গুরুর জীবন বিক্রীত। কথা শোন শক্তি! এতে তোমার মঙ্গল—বৌদ্ধধর্ম্মের মঙ্গল—সমস্ত ভারতবর্ষের মঙ্গল। আদিশূরের কন্যাকে আজ গ্রহণ কর্‌লে, ভবিষ্যতে তাকেও বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত কর্‌বার সুযোগ পাওয়া যাবে—ভারতে অনর্থক রণবাদ্য বাজ্‌বে না।

জগত্বন্ধন প্রবেশ করিলেন।

জগৎ। বেজে উঠেছে গুরু! এখন আর ও আয়োজন সাজ্‌বে না। শক্তি! দাঁড়িয়ে যে? সংবাদ পাও নাই? আদিশূর কণোজপ্রান্তে শিবির স্থাপন কর্‌ছে, আমি ছুটে আস্‌ছি—মালবের সমস্ত শক্তি নিয়ে, তুমি তোমার সমস্ত বাহিনী চালনা কর। আজ সেই বাঙ্গলা যুদ্ধের প্রতিশোধ —আজ আদিশূরের তপ্ত রক্তে বুদ্ধদেবের তর্পণ—আজ অহিংসাময় বৌদ্ধ জীবনের একটা পবিত্র মহোৎসব! চল—চল।

শান্তি। এ যুদ্ধটায় তোমরাই যাও কাকা! দাদাকে আর—

জগত। চুপ!

শান্তি। [স্বগত] ওঃ, ধমকে মাটীর মধ্যে সেঁধিয়ে গেলাম আর কি!

শক্তি। গুরুদেব! আর দাঁড়াবার সময় নাই—আর তর্ক-যুক্তির উপায় নাই—আর উপদেশ গ্রহণের হৃদয় নাই; আগুণ জ্ব'লে উঠেছে, নেবাতে চল্‌লাম। যদি বেঁচে থাকি, আদেশ পালন কর্‌বার সুযোগ খুঁজ্‌বো। শান্তি! ভয় কি ভাই? তুমি হর্ষবর্দ্ধনের পৌত্র—বলবর্দ্ধনের পুত্র—শক্তিবর্দ্ধনের ভ্রাতা,—ধর এই থানেশ্বরের রাজমুকুট! [নিজ মুকুট শান্তির মাথায় পরাইয়া দিলেন] যদি যুদ্ধে আমার মৃত্যু হয়, ব'সে থেকো না ভাই! আমার ভ্রাতৃস্নেহ স্মরণ ক'রো, আদিশূরের রক্ত এনে রাজ-প্রাসাদে আমার নাম লিখে রেখো,—আর—আর তার গর্ব্বিতা কন্যার চুলের মুঠি ধ'রে এই পার্ব্বত্য প্রদেশে টেনে এনে থানেশ্বরের বিজয়-ধ্বজা হাতে দি'য়ে দুর্গচুড়ায় দাঁড় করিয়ে দিও।

শক্তি ও জগত। জয় জগত্তারণ বুদ্ধদেবের জয়!

[উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

সনাতন। জয়ী হও বৎসগণ! বুদ্ধদেবের সেবক আমি, তোমাদের আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি। [শান্তিকে বলিলেন] কুমার! একটু সংযমী হও।

[প্রস্থান করিলেন।

শান্তি। হ'চ্ছি বাবা হ'চ্ছি! তুমি বাস্তু ঘুঘু, তোমার একটা ফাঁদ না তৈরী ক'রে আমি কিছু হ'তে পাচ্ছি না। দাঁড়াও বাবা! কালই কালী-পূজায় ঢোল বাজাচ্ছি—কাহন কাহন বলিদানের বন্দোবস্ত কর্‌ছি—তোমার সরবে পড়া দেওয়া বাজিকরের দলের শ্রাদ্ধ আওটাচ্ছি। শোভন!

শোভন প্রবেশ করিল।

শোভন। ঘোষণা ক'রে দে—আজ হ'তে বৈদিক নিয়মে পূজা পার্ব্বণ

চল্‌বে ; যে মাথা নাড়্‌বে, তার মাথা যাবে। দেখি, কোন্ বেটা আমায় রোখে ?

[প্রস্থান করিল।

শোভন।—[নৃত্যসহ]

গীত।

হা—হা—হা—হা—কেয়া মজা।
পাঁঠা পাঁঠীর চৌদ্দ পুরুষ, উঠ্‌লো এবার বুদ্ধভজা ॥
বেটাদের বাইরে কত ঢং,
মদ খাবে না, মাস ছোঁবে না, ভেতরে ঢং ঢং,
মাগীগুলো ধর্ম্মের নামে দেখিয়ে উড়োয় রঙ্গিন ধ্বজা।
এবার যাদু সামাল সামাল,
কিকিয়ে পেটে মঠটা ঘেঁটে ধর্ম্ম চুরীর ধর্‌বো বামাল,
আগুন দেবো তমালবনে বেরিয়ে যাবে প্রেমে মজা ॥

[প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

থানেশ্বর—সনাতনের কুটীরপার্শ্ব।

কীর্ত্তন ও মুরলী দাঁড়াইয়াছিল।

কীর্ত্তন। তোমার নাম মুরলী?

। হাঁ।

কীর্ত্তন। তুমি বিশ্বম্ভর উপাধ্যায়ের কন্যা?

মুরলী। আমার পিতাকে জানেন?

কীর্ত্তন। জানি; তুমিই বিবাহরাত্রে লুকিয়ে প'ড়ে এই বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছ?

মুরলী। আপনি এত সংবাদ কোথা হ'তে পেলেন?

কীর্ত্তন। সে কথা পরে বলছি; এখন জিজ্ঞাসা করি, এরূপভাবে চ'লে এলে কেন মুরলী?

মুরলী। বুঝ্‌তেই তো পার্‌ছেন—বুদ্ধদেবের শরণ নিয়েছি, সংসারের জীর্ণ শিথিল বাঁধাবাঁধিতে আমার বেশ মন উঠ্‌লো না।

কীর্ত্তন। কেন মুরলী! জগতটাই যে এই বাঁধাবাঁধির তন্ত্র। মেঘের কোলে বিদ্যুৎ, তরুর বুকে লতা, মলয়ান্দোলিতা ধরিত্রী; সূর্য্যের সোহাগ মেখে প্রফুল্লিত পদ্ম, ভ্রমরের মুখচুম্বন-প্রয়াসিনী মল্লিকা, জ্যোৎস্না-পরিস্নাতা যামিনী, তবে মুরলী! তুমি কি জগৎছাড়া?

মুরলী। তা—হবে বুঝি!

কীর্ত্তন। বড়ই উদাস উত্তর! না মুরলী! এত উদাস তো তুমি নও; আমি তোমার আকুল অপাঙ্গ লক্ষ্য করেছি—বিরলে কম্পিতবক্ষে

দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌তে দেখেছি—তোমার ঐ রক্তপদ্ম-প্রস্ফুটিত নিটোল গণ্ডস্থল চোখের জলে কলঙ্কিত হ'তে দেখেছি। গোপন ক'রো না মুরলী! আমি বেশ বুঝেছি, তুমি যেন কি খুঁজ্‌ছো—পাচ্ছ না।

মুরলী। [চমকিয়া উঠিল] এঁ্যা! কৈ—কি খুঁজ্‌ছি?

কীর্ত্তন। কি খুঁজ্‌ছো, তাও কতকটা ধারণা করেছি।

মুরলী। হয় তো সেটা আপনার ভুল ধারণা!

কীর্ত্তন। না মুরলী! ভুল নয়; এই ধারণার উপর আমার একটা সাধনা নির্ভর কর্‌ছে; আমি ব'লে যাই, তুমি মিলিয়ে নাও। তুমি খুঁজ্‌ছো—তোমার ঐ দরবিগলিত রক্তাভ নেত্র তৃপ্ত কর্‌বার একটু কজ্জল; তুমি খুঁজ্‌ছো—তোমার ঐ বিরহক্লিষ্ট কালিমাময় অধরপ্রান্ত রঞ্জিত কর্‌বার একটু হাসি: তুমি খুঁজ্‌ছো—তোমার ঐ ব্রীড়া-সলজ্জ ফুটনোন্মুখ যৌবনকুঞ্জে প্রতিষ্ঠা কর্‌বার একটা প্রেমময় মূর্ত্তি।

মুরলী। একি! এ আপনি কি বল্‌ছেন? কিরূপ প্রকৃতি আপনার? পবিত্র বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী আপনি, বৌদ্ধ-আশ্রমবাসী আপনি, আসক্তিশূন্য যোগী আপনি, একটা নারীর গতিবিধি লক্ষ্য করা কি আপনার কর্ত্তব্য?

কীর্ত্তন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বিনী তুমি, বৌদ্ধ-কুটীরবাসিনী তুমি, লালসা-পরিত্যক্তা নবীন তপস্বিনী তুমি—তোমার প্রাণে যদি এ পিপাসা জাগ্‌তে পারে, তোমার গতিবিধি লক্ষ্য করাও আমার অকর্ত্তব্য হয়নি তো মুরলী!

মুরলী। তা হ'লেও আমি নারী, আপনি পুরুষ।

কীর্ত্তন। পুরুষ হ'লেও আমি কে জান?

মুরলী। কে আপনি?

কীর্ত্তন। যার সঙ্গে তোমার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হ'য়েছিল, যার উন্মুক্ত আলিঙ্গনে ফাঁকি দিয়ে তুমি এই বৌদ্ধ-কুটীরে,—যার আশা-ভরসা, ইহকাল পরকাল সব পদাঘাতে ছড়িয়ে দিয়ে তুমি আজ উদাসিনী—পাষাণী, আমি

সেই—তোমার অন্বেষণ-পরায়ণ বারেকের দর্শনপ্রার্থী বল্লভ মিশ্রের পুত্র।

কীর্ত্তন। মুরলী! তুমিও যেখানে, আমিও সেইখানে।

[মুরলী লজ্জায় সরিয়া গেল ; অদূরে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের গীতধ্বনি শ্রুত হইল, কীর্ত্তনও একটু অপ্রতিভ হইয়া সরিয়া গিয়া তাহাদের আগমন-পথ চাহিয়া দাঁড়াইল, তাহার আর কিছু বলা হইল না।]

ক্ষণপরে গীতকণ্ঠে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ তথায় উপস্থিত হইল ; তাহাদের পশ্চাতে অনাদিসেন ছিলেন।

গীত।

ভিক্ষুগণ।— কে জাগালে এ নব জাগরণে, কে দিল দূরে সে অন্ধকার।
ভিক্ষুণীগণ।—ঈশ্বর তিনি মানব আকারে, তিনি এ বিশ্বে চমৎকার॥
ভিক্ষুগণ।— কে দিল করেতে জ্ঞানের কৃপাণ, শিখালে জীবন-যুদ্ধ,
ভিক্ষুণীগণ।—শোন রে জগৎ তিনি তোমাদের পরমারাধ্য বুদ্ধ,
ভিক্ষুগণ।— মজ রে মানব তাঁহারই প্রেমে,
ভিক্ষুণীগণ।—মিশাইয়ে দাও হীরকে হেমে,
ভিক্ষুগণ।— যতেক লালসা চির অপূর্ণ হিংসা আত্ম-অহঙ্কার,
ভিক্ষুণীগণ।—ঢেলে দাও তাঁর শ্রীপাদপদ্মে সহিত গলিত অশ্রুধার।

অনাদি। এই যে কীর্ত্তন! তুমি যে মুরলীকে সঙ্গে নিয়ে আগেই এসেছ দেখছি ; [ঘটনাটা বুঝিলেন—মৃদুহাস্যে বলিলেন] বেশ! বেশ! এইখানেই গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার কথা না?

কীর্ত্তন। [নতবদনে বলিল] হাঁ প্রভু!

অনাদি। গাও ভক্তগণ! আবার গাও।

গীত।

ভিক্ষুগণ।— যেতে হবে ঘোর নির্জ্জন পথে কাহারে করিলে সঙ্গ,
ভিক্ষুণীগণ।—ঐ যে অদূরে আবাহন-গীতি আধারে আঁলো-তরঙ্গ,
ভিক্ষুগণ।— চল তবে জীব আর কি ভয়,
ভিক্ষুণীগণ।—তিনি যে পরম করুণাময়,
ভিক্ষুগণ।— মুক্তি তাঁহার অযাচিত দান কি দিবে তাঁহার পুরস্কার,
ভিক্ষুণীগণ।—কর্‌হে স্বরগ হইতে মোদের হৃদয়-রাজ্য অধিকার॥

শান্তিবর্দ্ধন উপস্থিত হইলেন।

শান্তি। কে তোমরা?

অনাদি। আমরা ভিক্ষু-ভিক্ষুণী।

শান্তি। এখানে কি?

অনাদি। গুরুদর্শনে।

শান্তি। কে গুরু?

অনাদি। সনাতন প্রভু।

শান্তি। ও—সেই ধর্ম্মখোরের দল বটে!

অনাদি। আপনি তো থানেশ্বরের রাজকুমার?

শান্তি। আর রাজকুমার নই,—স্বয়ং রাজা।

অনাদি। ভাল কথা,—আপনার মুখে এমন হীন ভাষা?

শান্তি। তোমাদেব দেখে শুনে।

অনাদি। কেন? আমাদের কি দেখ্‌লেন?

শান্তি। আবার দেখ্‌বার কি আছে বল? অন্দরে ঢুকে লোকের সর্ব্বনাশ কর্‌ছো, রাজা রাজড়াকে কৌপিন ধরিয়ে তার সর্ব্বস্বটা লুটে

খাচ্ছ, মেয়েমানুষের পাল নিয়ে ধর্ম্মের জাহাজ ভাসিয়েছ! এই তো তোমাদের কীর্ত্তি; না আর কিছু আছে?

অনাদি। আছে বৈ কি রাজা! হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ ক'রে সংসারমুগ্ধ মানবকে মুক্তির পথ প্রদর্শন, সর্ব্বভূতে সমান জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে রাজগণকে প্রকৃত রাজধর্ম্মে দীক্ষা, সূর্য্যরশ্মির মত উদার হ'য়ে অস্পর্শীয় আচণ্ডালকে কোল, এগুলো বাদ দিচ্ছেন কেন? এগুলো যে ঐ সকল কীর্ত্তিরই মুখ্য উদ্দেশ্য।

শান্তি। জানি বাবা জানি, সাধু না সাজ্‌লে আর খোলা সিন্দুক মেলে কৈ? থাক্‌, তর্ক কর্‌তে চাই না; একটা কথা—এ পানেশ্বরের গণ্ডীর মধ্যে তোমরা আর এসো না।

অনাদি। কেন রাজা? ধর্ম্মপ্রাণ ভগবদ্ভক্তের পুণ্যময় পানেশ্বরের এমন ভুরবুদ্ধি কবে হ'তে হ'লো?

শান্তি। যবে হ'তে বুদ্ধের আসল কথা ভুলে গিয়ে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে তোমাদের মত কতকগুলো হুজুগে যার তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব কর্‌তে বসেছে—সাধুতার আবরণে সমাজে একটা বিশৃঙ্খল ব্যভিচার এনেছে—মুক্তির নামে বিবর্জ্জিতা নারী নিয়ে কুৎসিৎ অভিনয় দেখাচ্ছে। যাও, পানেশ্বরের বুদ্ধির বিচার তোমায় কর্‌তে হবে না, যা বল্‌লাম কর।

অনাদি। যদি না করি?

শান্তি। শোভন!

নেপথ্যে শোভন। মহারাজ!

শান্তি। নে আও চাবুক।

চাবুক লইয়া শোভন উপস্থিত হইল।

অনাদি। রাজা! আমাদের বেত্রাঘাত কর্‌বেন?

শান্তি। শুধু বেত্রাঘাত! পশুর রক্ত এনে তোমাদের পোষাক রঙ্গিয়ে দেবো, আর মাগীগুলোকে কয়েদ ক'রে এক একটা জল্লাদ ধ'রে নিয়ে এসে এক একটা ক'রে বিলিয়ে দেবো।

অনাদি। না রাজা! অতটা পরিশ্রম আর আপনাকে করতে হবে না; হর্ষের বংশে আর ও কীর্ত্তির দরকার নাই। আমরা আপনার রাজ্যের সীমা ছেড়ে যাচ্ছি, আর বৌদ্ধসম্প্রদায় আপনার গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করবে না, আর বুদ্ধের নামগানে আপনার কর্ণকুহর কলুসিত হবে না, আর সন্ন্যাসী-নিশ্বাসে থানেশ্বরের পার্ব্বত্য বায়ু দূষিত হ'তে পাবে না। হোক্ থানেশ্বর উন্নত, করুন বুদ্ধদেব আপনার মঙ্গল।

[স্বীয় সম্প্রদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

শান্তি। বেটা চোরের সর্দ্দার কোথাকার; গুরুদর্শন করতে এসেছে! কার কোন্ সর্ব্বনাশ করবে, তার মতলব আঁটতে এসেছে,—আমার কাছে ধাপ্পা!

[ক্রোধভরে চলিয়া গেলেন।

শোভন।—[নৃত্যসহ]

গীত।

যেমনি গুরু তার তেমনি মুষল, হয়েছে ঠিক উসল খাড়া।
কুশলে আর থাকবে কি চাঁদ, চল্‌লো এবার নড়াচাড়া।
ম'লো বেটার বাস্ত ঘুঘু ছড়িয়ে কাঁথা-কম্বল ঠ্যাং,
উঠ্‌লো তাদের আবাস পাঞ্জন চড়কতলার ড্যাংড্যাং ড্যাং,
চল্‌বে না আর ফেঙ্কিবাজি,
রাখ্ তুলে তোর প্রেমের পাঁজি,
ছড়িয়ে গেছে পাজি মাঝি, তোর ফুটো নায়ে চড়িয়ে মাঝা।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কণোজ—আদিশূরের শিবিরসান্নিধ্য প্রান্তর।

তক্ষশীল পদচারণা করিতেছিলেন।

তক্ষশীল। হাঃ-হাঃ-হাঃ, হাতীর দল বনটাকে একচেটে ক'রে বড় মজাতেই ছিল আর কি! কেউ কিছু বল্‌বার ছিল না। ঠিক হয়েছে,—একটা বুনো বাঘ ধ'রে এনে তাদের পালে ছেড়ে দিয়েছি, মরুক্ এইবার রক্তারক্তি ক'রে। বড়ই প্রবল প্রতাপ হয়েছিল বৌদ্ধ রাজাদের, তেমনি তৈরী করেছি আদিশূর; দুটো দলই আজ সাম্‌নাসাম্‌নি,—হোক্ লড়াই, দেখি কে জেতে? এই তো চতুর্দ্দশী সন্ধ্যা, এতক্ষণ সামন্ত মালব অধিকার ক'রে ফিরেছে। কাল পূর্ণিমা প্রভাত: আদিশূরও থাবা পেতে ঠিক হ'য়ে আছে—সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁপাবে। ব্রহ্মণ্যদেব! তুমি আছ তো? আছ—আছ, কিন্তু বড় ক্ষীণ—অসাড়—অলস হ'য়ে প'ড়েছ; তা নইলে আর তোমার শ্রদ্ধালালিত বৈদিক ধর্ম্মের উদ্ধারসাধনে ব্রাহ্মণকে এত আয়োজন করতে হয়!

অনাদিসেন উপস্থিত হইলেন।

অনাদি। ব্রাহ্মণ!

তক্ষশীল। [অন্যমনস্ক ছিলেন, চকিতভাবে বলিলেন] কে? [পরে অনাদিকে দেখিয়া ঈষৎ বিরক্তিভাবে বলিলেন] ও!

অনাদি। আমায় ক্ষমা কর।

তক্ষশীল। কিসের?

অনাদি। উত্তপ্ত মস্তিকে সেদিন তোমায় বড় একটা রূঢ় কথা ব'লে ফেলেছিলাম, যেদিন এই যুদ্ধের মন্ত্রণা কর্‌ছিলে।

তক্ষশীল। তা—বেশ করেছিলে, তার জন্য আর কি? ব্রাহ্মণের চামড়া আজকাল গণ্ডারের রাং,— সব স'য়ে যায়।

অনাদি। তার জন্য আমি অনুতপ্ত, ত্রুটী স্বীকার কর্‌ছি; তুমি ক্ষমাবান্‌, আমায় মার্জ্জনা কর।

তক্ষশীল। আচ্ছা—তাই হ'লো; তারপর?

অনাদি। তারপর? তারপর কি আর বল্‌বো ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণের মত প্রশান্ত হও—ভারতের মুখপানে চাও—এ নরমেধ-যজ্ঞ সঙ্কল্পেই শেষ কর।

তক্ষশীল। এই—খোলসা বল, যা বল্‌বার; অত ভূমিকা কেন? দেখ অনাদি! তোমায় ক্ষমা কর্‌লেও একদিন কর্‌তে পারি, কিন্তু এ যুদ্ধ বন্ধ হবে না।

অনাদি। কেন হবে না ব্রাহ্মণ? তুমি ইচ্ছা কর্‌লেই সব হ'তে পারে।

তক্ষশীল। আমি ও সবের কিছুতেই নাই অনাদি! থেকেই বা কি কর্‌বো? আমি ব্রাহ্মণ—ভিক্ষাজীবি, তবে আছেন আমার ব্রহ্মণ্যদেব। [অন্তরের প্রতি দৃষ্টি ক'রয়া বলিলেন] কি বল্‌ছো দেবতা! অনাদি চাচ্ছে যুদ্ধ বন্ধ কর,—হবে না, না? হবে না, হবে না, যাও।

অনাদি। দাদাকে একটু শান্ত কর্‌লেই হয়।

তক্ষশীল। পার করগে, তুমিও তো দাদার ভাই!

অনাদি। ভাই হ'লেও আর আমার হাত নাই ব্রাহ্মণ! তিনি এখন বদ্ধ পাগল।

তক্ষশীল। আর সে পাগলাগুঁড়িটা খাইয়েছি বুঝি আমি? যাও, বিরক্ত ক'রো না; আমি একটা ভাব্‌ছিলুম, গুলিয়ে গেল।

অনাদি। ভাব্‌ছিলে তো রক্তস্রোতের শান্তিময় দৃশ্যটা? ভাব ছিলে তো কত পতিব্রতা সতীর কত অসহায়া বৃদ্ধা জননীর বুক ভাঙ্‌বার ব্রহ্মাস্ত্র? ভাব্‌ছিলে তো ভারতের সর্ব্বনাশ? সে চিন্তা তোমার নষ্ট হবে না ব্রাহ্মণ! আর তার জন্য অত ভাব্‌বারও কিছু নাই; ঘর সাজানো যত কষ্টের, তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া তা হ'তে খুব সোজা। যাক্, এখন একটা কথা—কি পেলে তুমি সন্তুষ্ট হও? কিসের আশায় এই ভারতব্যাপী নরমেধ আরম্ভ করেছ? তুমি কি চাও?

তক্ষশীল। শুন্‌বে?

অনাদি। শুনি!

তক্ষশীল। আমি চাই বৈদিক ধর্ম্মের কালস্বরূপ তোমাদের সব ক'টাকে এক হাড়ে গতিয়ে এক চোটে কাট্‌তে! বুঝ্‌লে?

অনাদি। [স্তম্ভিত হইলেন, পরে বলিলেন] ওঃ—তুমি ব্রাহ্মণ? [আপন মনে চলিলেন] এই কুলে জন্মেছিল বশিষ্ঠ—এরা পাঠ করে বেদ—এদের হৃদয়ে বাস ব্রহ্মণ্যদেবের!

তক্ষশীল। কি বল্‌ছিলে, থম্‌কে গেলে কেন অনাদি?

অনাদি। বল্‌ছিলাম, তুমি যদি এ আশা ক'রে কর্ম্মক্ষেত্রে নেমে থাক, তা হ'লে ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান হ'য়ে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে; যে দিকে চাইবে, দেখ্‌বে সব শূন্য—সব অন্ধকার। এ আশা পূরণের জন্য যে আদিশূরকে ধরেছ, সেও টিক্‌বে না,—সমস্ত বৌদ্ধের মিলিত দীর্ঘশ্বাসে কোন্ দিকে উড়ে যাবে।

তক্ষশীল। ব'য়ে গেল; আদিশূরের যাওয়া থাকা নিয়ে কিছু আসে যায় না অনাদি! আমি যদি থাকি, দেখ্‌বে—কাঠের আদিশূর দাঁড় করিয়ে কার্য্য ফলিয়ে নেবো।

অনাদি। [স্বগত] গুরু বটে! ওঃ! [দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন]

তক্ষশীল। নিশ্বাস ফেল—নিশ্বাস ফেল, কে কোন্ দিকে উড়ে যায় দেখি! অভিসম্পাত কর—অভিসম্পাত কর, কোন্‌খানে কেমন অগ্নিতরঙ্গ বয় দেখি! বুদ্ধকে ডাক,—বুদ্ধকে ডাক, কটা বজ্রের আবিষ্কার করে দেখি!

[গম্ভীরভাবে চলিয়া গেলেন।

অনাদিসেন। [নির্ব্বাক-বিস্ময়ে তক্ষশীলের বহির্গমন-পথ প্রতি চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন]

সনাতন উপস্থিত হইলেন।

সনাতন। ব্রাহ্মণকে শান্ত করতে পারলে না অনাদি?

অনাদি। না গুরু! পারলাম না, হেরে গেলাম; একটা কথা শুনে একেবারে চুপ হ'য়ে গেলাম। গুরু! আমার গুরু শব্দে ঘৃণা হয়েছে গুরু! শ্বাপদের গুরু যেমন শকুনি—একটা কিছু ঘটাতে পারলেই নিজের রক্তপানটা তো হবে, শিষ্যের দশায় যাই হোক্ না; এও যে দেখ্‌ছি তাই!

সনাতন। না অনাদি! সকল গুরুকেই সে রকম ভেবো না বাবা! এখনও জগতে এমন গুরু আছে, যারা গুরু হ'য়েও লঘু থাক্‌তে চায়, আপনার পানে চায় না, জগতের মঙ্গল নিয়ে ব্যস্ত, শিষ্যের পায়ে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হবার পূর্ব্বে নিজের মাথায় বজ্র নিতে পারে। যাক্, সে আলোচনার এ সময় নয়; যুদ্ধ উপস্থিত, উভয় পক্ষ সুসজ্জ। আমি এদের বেশ ক'রে ব'লে দিইছি, শক্তি খরচ কর্‌বে ঠিক আত্মরক্ষার মত, যেন তার বেশী না হয়। তুমি যাও অনাদি! তোমার সম্প্রদায়কে নিয়ে যাও, তাদের কাছে থাক্‌বে—তাদের উত্তেজনা দেবে—প্রতি মুহূর্ত্তে তাদের বুদ্ধের নামগান শোনাবে। যেন বীরত্বগর্ব্বে অন্যায় আত্মহারা না হয়, অনর্থক রক্তপাত না করে, যেন বুদ্ধের উপদেশবাণী প্রতি অস্ত্রগ্রহণে স্মরণ থাকে—যাও।

অনাদি। যাচ্ছি, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম আর রাখ্‌তে পার্‌বে না গুরু! থানেশ্বরের ব্যবহার দেখে আমার বুক ভেঙ্গে গেছে।

সনাতন। শান্তিবর্দ্ধনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল বুঝি? অপমানিত হয়েছ? তোমাদের মান অপমান সমান, তাতে বুকভাঙ্গার কি আছে অনাদি! অমন শত শত শান্তিবর্দ্ধনকে পশ্চাতে নিয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম আজও মাথা তুলে আছে তো! তবে আর চিন্তা কি? শত্রুর সঙ্গে দ্বন্দ্ব ক'রে তবে মানুষ বড় হয়—অন্ধকারকে কেটে ওঠে, তাই চন্দ্রে এত মাধুর্য্য—মাণিক থাক্‌বে চিরদিনই ক্রূর সর্পের মাথায় চ'ড়ে; আর তাই যদি বৌদ্ধধর্ম্ম না-ই থাকে, তোমারই বা কি, আর আমারই বা কি? বুদ্ধদেবের ইচ্ছা! এস, আমরা যতক্ষণ থাকি, আমাদের সেবকধর্ম্ম পালন করি।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কণোজ—আদিশূরের শিবির।

সৈন্যগণ গাহিতেছিল।

গীত।

প্রাণ দেবো যত বঙ্গবীর বৈদিক যুগের উদ্ধারে।
ভ্রমি পথে পথে জগৎ হইতে দূরে দিতে কাল সন্ধারে।
আজি, নিশা অবসানে প্রভাতের সুরে বাজিবে সমর-ডঙ্কা,
বঙ্গের বীর সন্তান মোরা শমনে না করি শঙ্কা,
বসাবো মোদের জন্মভূমিরে, বিধাতার উচ্চ সৃষ্টির শিরে,
শুষ্কবদনে থাকিবে সে কি রে, প্রকৃতির এ কি স্পর্দ্ধা রে।

সিংহের মত শিকার ধরিতে ব'সে আছি এক পক্ষ,
লক্ষ হানিব বৌদ্ধরাজ্যে চিরিব শত্রুবক্ষ,
করিব রক্ত হর্ষে পান, তুলিব ভারতবর্ষে তান,
জয় জয় দেবী বঙ্গজননী মূর্ত্তিধারিণী শ্রদ্ধা রে ॥

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কণোজ—বীরসিংহের শিবির।

সৈন্যগণসহ বীরসিংহ, জগতবর্দ্ধন ও শক্তিবর্দ্ধন।

জগত। গুপ্তচর কোন সংবাদ দেয় নি?

বীরসিংহ। না, সে এ পর্য্যন্ত এর কোন কারণই অনুসন্ধান কর্‌তে পারে নি।

শক্তি। না পার্‌লেও এর মধ্যে যে একটা গূঢ় অভিসন্ধি আছে, এ নিশ্চয়।

বীরসিংহ। আমারও ধারণা তাই, নইলে যুদ্ধে এসে শুদ্ধ শিবির স্থাপন ক'রে আজ পক্ষাবধি ব'সে থাকে কেন?

জগত। তা হ'লে কি বুঝ্‌ছেন? তাঁকে আর সময় দেওয়া ঠিক নয়! আমার ইচ্ছা—এই প্রভাতে আমরাই অগ্রে আক্রমণ করি।

শক্তি। শত্রুকে বাড়্‌তে দেওয়া কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়, আপনি ইতস্ততঃ কর্‌বেন না; হত্যাকাণ্ড যখন অনিবার্য্য, তখন তার আর অগ্র-পশ্চাৎ কি? অনুমতি দিন। ছোট কাকা মালবী সৈন্য নিয়ে বিপক্ষ

ব্যূহের দক্ষিণ দিক অবরোধ কর্‌তে যান, আমি বামে বাহিনী চালাই, আপনি সম্মুখে থাকুন।

বীরসিংহ। না শক্তি! পবিত্র বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী আমরা—অহিংসা পরম ধর্ম্ম আমাদের; তবে আমরা রাজা—রক্ষক,—স্বদেশ রক্ষায় অস্ত্র না ধর্‌লে উপায় নাই।

জগত। আজ যেন বিপক্ষ সৈন্য বিচলিত ব'লে বোধ হ'চ্ছে না?

সকলে। [বিপক্ষ শিবিরের প্রতি উৎসুক-নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন]

জনৈক গুপ্তচর আসিয়া অভিবাদন করিল।

বীরসিংহ। রহস্য ভেদ কর্‌তে পার্‌লে?

চর। না, তবে বিপক্ষের সকলকেই দেখ্‌লাম; কিন্তু আদিশূরের প্রধান সেনাপতি সামন্তসেনকে সৈন্যব্যূহে দেখ্‌লাম না।

সকলে। [চমকিয়া উঠিলেন]

জগত। সে কি! সামন্ত নাই কি? সে যে রাজার দক্ষিণ হস্ত,—কোথায় সে?

চর। তা এখনও ঠিক কর্‌তে পারি নাই।

শক্তি। নিশ্চয় তাকে কোথাও কোন মতলবে পাঠান হয়েছে।

বীরসিংহ। তাই তো! আচ্ছা; যাও তুমি, আরও কোন সংবাদ পাও কি না দেখ। [চর চলিয়া গেল] সামন্ত নাই! উদ্দেশ্য বোঝ্‌বার একটা সূত্র বটে! কোথা গেল সে?

মালবের দূত প্রবেশ করিল।

জগত। কি সংবাদ দূত?

দূত। বড় দুঃসংবাদ মহারাজ! আদিশূরের সেনাপতি সামন্তসেন মালব অধিকার করেছে।

সকলে। [অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিল, তাঁহাদের মুখ লাল হইয়া উঠিল]

জগত। [অস্থিরভাবে বলিলেন] মালব অধিকার করেছে ? মালব !

দূত। হাঁ মহারাজ !

জগত। দুর্গরক্ষক উপস্থিত ছিল না ?

দূত। ছিল ; কিন্তু কি করবে ? রাত্রিযোগে অতর্কিতভাবে দুর্গে প্রবেশ ক'রে এক ধার হ'তে হত্যা করেছে,—একটী প্রাণী সংবাদ দেবার মত নাই।

জগত। রাজ-পরিবার ?

দূত। কেউ বেঁচে নাই মহারাজ !

জগতবর্দ্ধন। [কণ্ঠরোধ হইল]

বীরসিংহ। নগরবাসীরা জাগে নাই ?

দূত। নগরবাসীদের মধ্যে যারা একটু মাথা তুলে উঠেছিল, তাদের কারও কাঁধে মাথা নাই। মালবে রক্তের নদী ছুটেছে, তার পথ ঘাট মৃত শরীরে অগম্য হ'য়ে উঠেছে।

বীরসিংহ ও শক্তি। [উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল] দস্যু ! দস্যু !

জগত। [তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন] আদিশূর ! [আর বলিতে পারিলেন না, পরে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কম্পিতস্বরে বীরসিংহকে বলিলেন] কি করা যায় দাদা ?

বীরসিংহ। করবে আবার কি ? তুমি যাও, শক্তি তোমার সঙ্গে যাক্,—সামন্তকে ধর, মালব কেড়ে নাও, আমি আদির সম্মুখীন থাকি। শীঘ্র ফিরে এসো,—এ হত্যাকাণ্ডের শোধ এইখানেই নিতে হবে।

সহসা আদিশূর সসৈন্যে শিবিরদ্বারে উপস্থিত হইলেন।

আদিশূর। আর মালবের পথে কাকেও পাঠিও না রাজা !

যমের বাড়ীর পথ দেখ; আমি তোমাদের তিন শক্তিকেই আক্রমণ করলাম।

বীরসিংহ। রাজা! সে কথার উত্তর অস্ত্রে হবে; এখন জিজ্ঞাসা করি, এ সব তোমার কি?

আদিশূর। কি সব?

বীরসিংহ। নিশিযোগে চোরের মত মালব আক্রমণ—দস্যুর ন্যায় নির্দ্দয় হত্যাকাণ্ড—আগ্নেয় পর্ব্বতের মত অকস্মাৎ উদ্গীরণ?

আদিশূর। ও সব আমি করি নাই রাজা! করেছে—মালবের প্রকৃত অধিকারী আদিত্য-বংশধর কুমার সায়নাদিত্য তার পৈতৃক রাজ্য-উদ্ধারে—পিতার গুপ্তহত্যার প্রতিশোধে। তবে আমি তার কিঞ্চিৎ সাহায্য করেছি বটে!

বীরসিংহ। এইবার তোমার সাহায্য কে করবে ভাবছো?

আদিশূর। কিছু দরকার নাই; করেছি—কি করতে পার কর, আমি তো আগেই এসেছি।

জগত। [উত্তেজিত হইয়া বলিলেন] কি করবো? দস্যু! গুপ্ত-ঘাতক! কি করবো, তোমায় তা ভাষায় বল্‌তে পারছি না। তোমার এ উদ্ধত্যের প্রায়শ্চিত্ত কোথাও লেখা নাই, কোন ঋষির কল্পনাতেও আসে নাই। তোমার সমস্ত রক্ত পান করলে সে পিপাসা মিটবে না—তোমার রক্তবীজের বংশ ধ্বংস করলে সে জ্বালা যাবে না—তোমার চতুর্দ্দশ পুরুষকে টেনে এনে নরককুণ্ডে ডুবিয়ে ধরলেও তার শোধ হবে না। ওঃ, তুমি এই নন্দন-কাননের দাবানল!

আদিশূর। তবে এই অনলের গ্রাস হ'তে আত্মরক্ষা কর কিম্বা আহুতি দাও।

বীরসিংহ। সৈন্যগণ! তোমরা অহিংসাময় পরম ধর্ম্মের রক্ষক।

আর মার্জ্জনা নাই ; জয়নাদে গর্জ্জন কর। জগত! জগত চমকিত ক'রে বিদ্যুজ্জ্বালকে অস্ত্র ধর। শক্তি! সিংহ-শক্তিতে অগ্রসর হও। আজ সকল মর্ম্মদাহের প্রতিশোধ।

কণোজ-সৈন্যগণ। জয় কণোজরাজ বীরসিংহের জয়!

আদিশূর। [নিজ সৈন্যগণকে বলিলেন] ভাই সব! তোমরা বীর—হিন্দুকুলতিলক। তোমাদের ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা যুধিষ্ঠির, পার্থ, বাসুদেব। তাঁদের মর্য্যাদা রাখ—তাঁদের ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার কর—সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে ভূমিকম্প আন। আজ তোমাদের রাজসূয়-যজ্ঞের সঙ্কল্প।

বঙ্গ-সৈন্যগণ। জয় বঙ্গাধিপ আদিশূরের জয়!

[উভয় পক্ষ যুদ্ধ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

উন্মাদে আত্মহারা হইয়া তক্ষশীল উপস্থিত হইলেন।

তক্ষশীল। বাহবা! বাহবা! বাঘ ঠিক বাঘের মতই ঝাঁপিয়েছে। ঝাঁপাবে বৈ কি! তার বুকের বল আর আমার ইঙ্গিতের উত্তেজনা আগুনের উপর ঝড়! এই সময় সামন্ত এসে পড়ে! একেবারে ত্র্যহ-স্পর্শ! যাক্, তার আস্‌বার এমন কিছু সময় যায় নাই। ঐ বুঝি আদিশূর উল্কার মত রণক্ষেত্রে ছুটছে! যে দিকে যাচ্ছে, দাউ-দাউ ক'রে আগুনের মত জ্ব'লে উঠ্‌ছে!. সূর্য্যাস্তে ভীষ্মশরে পাণ্ডবসৈন্যের মত বিপক্ষরা গাছপড়া হ'য়ে পড়্‌ছে। [সামন্তকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন] তাই তো, তার আসা দরকার হয়েছে যে! এখনও কর্‌ছে কি? সাবধান বীরসিংহ! সাবধান জগতবর্দ্ধন! এগিও না! আদি! আদি! ওদের মাথা দুটো আগে নাও তো! হাঁ—হাঁ, ছোট—ছোট! বা—বা! ঐ সামন্ত সৈন্য নিয়ে আস্‌ছে না? জয় তারা! না—ওটা তো মেঘ। এ দিকে কি? ঐ আস্‌ছে! না—ওগুলো তো গাছপালা। এঃ! জ্বালালে দেখ্‌ছি—

সামন্ত সব মাটী কর্‌লে দেখ্‌ছি ! বাহবা আদি ! বাহবা আদি ! একা তিন শক্তির সঙ্গে সমানে যুদ্ধ কর্‌ছো ! বিরাম নাই—আলস্য নাই—ললাটের স্বেদ মোছ্‌বার অবসর নাই। বা-বা-বা ! তোমার বীরত্ব উল্লেখযোগ্য। রামের কীর্ত্তি নিয়ে বাল্মিকী রামায়ণ রেখে গেছে, কুরু-পাণ্ডব নিয়ে ব্যাস মহাভারত তৈরী ক'রে গেছে,—বেঁচে থাকো আদিশূর ! তোমাকে নিয়ে আমাকেও একটা কিছু কর্‌তে হবে দেখ্‌ছি।

ব্যাকুলভাবে অনাদিসেন উপস্থিত হইলেন।

অনাদি। সে তো পরের কথা ব্রাহ্মণ ! এখন দাদাকে বাঁচাবার জন্য একটা কিছু কর্‌তে হয়েছে, তা দেখ্‌ছ ?

তক্ষশীল। অনাদি ! তুমি তো ভারী পিছু নিয়েছ দেখ্‌ছি হে ! তোমার জ্বালায় কি পা ফেল্‌বার যো নাই ?

অনাদি। পা ফেল্‌ছো কোথায়, বুঝ্‌তে পার্‌ছো না ব্রাহ্মণ ! সর্প-বিবরে—অগ্নিকুণ্ডে—কালের কবলে ! দোহাই ব্রাহ্মণ ! যা করেছ—করেছ, এখনও একটু শান্ত হও। আমি তোমার পায়ে ধর্‌ছি,—বাঙ্গলার রাজবংশ রক্ষা কর—রাজার জীবনটার পানে লক্ষ্য রাখ—আমার দাদাকে বাঁচাও।

তক্ষশীল। যাও—যাও, আর আত্মীয়তা দেখাতে হবে না।

অনাদি। এ আত্মীয়তার আস্বাদ তুমি পাও নাই ব্রাহ্মণ ! যতই হোক্, আদিশূর আমার কে—জান ? আমারি দাদা—আমার হৃদয়ের সর্ব্বস্ব—লক্ষ্মণের রাম। বাঁচাও—বাঁচাও ব্রাহ্মণ ! তোমায় দাস হ'য়ে থাক্‌বো—তোমার ইঙ্গিতে নিজের নরককুণ্ড নিজে কাট্‌বো—তোমার পায়ের তলায় সমস্ত বৌদ্ধ এনে ধ'রে দেবো।

তক্ষশীল। পাগলামি ক'রো না অনাদি! তুমি যেমন ভাই লক্ষ্মণ, আমিও তেমনি গুরু বশিষ্ঠ,—তার জীবনে আমার খুব লক্ষ্য আছে।

অনাদি। না ব্রাহ্মণ! তুমি বশিষ্ঠ—তুমি জ্ঞানী—তুমি যাই হও, তবু যুদ্ধবিষয়ের শুভাশুভ, আমি ক্ষত্রিয়সন্তান—আমি তোমা অপেক্ষা ঢের বেশী বুঝি। ভারতের তিন প্রবল শক্তির বিপক্ষে দাদা একা দাঁড়িয়েছে, তার পার্শ্বরক্ষা কর্‌বার কেউ নাই। সামন্ত বহুদূরে, তার ভরসা মিছে। আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌ছি, এ যুদ্ধে দাদার পরাজয় হবে—বন্দী হবে—জীবনান্ত হবে।

তক্ষশীল। হয় হবে। তা ব'লে সূর্য্য স্বেচ্ছায় মেঘের মধ্যে ঢুক্‌বে না—সিংহ লাফ দিয়ে আর পিছু হাঁট্‌বে না—তক্ষশীল যুদ্ধ থামাবে না।

অনাদি। দয়া কর ব্রাহ্মণ!

তক্ষশীল। দয়া নাই।

অনাদি। ব্রাহ্মণ দয়ার সাগর!

তক্ষশীল। সে সাগর শুকিয়ে গেছে।

অনাদি। আমি তোমার শরণাগত।

তক্ষশীল। সুশীতল হ'তে দাবানলে এসো না অনাদি! ফল হবে না—আরও জ্বল্‌বে। শরণ নিতে হয়—বুদ্ধের নাও, কাঁদ্‌তে হয়—নির্জ্জনে যাও, বাঁচাতে হয়—বীরসিংহকে বাঁচাও।

[প্রস্থান করিলেন।

অনাদি। [কাতরদৃষ্টিতে উর্দ্ধপানে চাহিয়া বলিলেন] বুদ্ধদেব! বুদ্ধদেব! আমার দাদাকে বাঁচাও—তাঁর সুমতি ফিরে দাও—তাঁকে এ ব্রাহ্মণরূপী রাহুর কবল হ'তে মুক্ত কর।

[প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

উজ্জয়িনী—রাজসভা।

সিংহাসনে সায়নাদিত্য, পার্শ্বে অপরাজিতা দাঁড়াইয়াছিলেন ; প্রজাগণ সমবেতকণ্ঠে জয়ঘোষণা করিতেছিলেন।

প্রজাগণ। জয় মহারাজ সায়নাদিত্যের জয় !

অপরা। ব'সো প্রজাগণ ! আপন আপন আসনে।

প্রজাগণ। [আসন গ্রহন করিলেন]

মঙ্গল কলসকক্ষে মঙ্গলাচারিণীগণ ভক্তিগদ্‌গদকণ্ঠে ভগবৎস্তোত্র গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল।

মঙ্গলাচারিণীগণ।—

গীত।

আজি, ধৌত করিব সখা নয়ন-কলস ঢালি রাতুল চরণ তব ভগবান।
আজি, নীরবে নিভৃতে বসি ভুঞ্জিব সঙ্গ, অঞ্জলি দিব ভরা প্রাণ॥
আঁখির পলকে হেরি অসীম মহিমা তব,
তোমা বৈ কিছু নাই করিবারে অনুভব,
তোমরাই দেওয়া আশা তুমি কর পূর্ণ, তোমারই এ উৎসব-গান,
তোমাতেই বিভীষিকা, তোমাতেই বরাভয়, তোমাতে উদয় অবসান,—
ঢেলেছ যদি হে সখা আশীষ-করুণাধারা,
ক'রো না'আঁধারে দূর কান্তারে দিশেহারা,
উজ্জ্বল থাক চির মানবের ধ্রুবতারা, মুছে দাও মঙ্গলে মলিন বয়ান॥

অপরা। যাও মা সকল! রাজপ্রাসাদের প্রত্যেক দ্বারে তোমাদের ঐ মঙ্গল কলস রেখে এইবার তোমরা পূজাপাত্র ল'য়ে উজ্জয়িনীর মন্দিরে মন্দিরে যাও—সকল দেবতার পূজা দাও—কুমারের দীর্ঘ জীবন ভিক্ষা কর।

[মঙ্গলাচারিণীগণ পূর্ব্বোক্ত গীত গাহিতে গাহিতে নৃত্যভঙ্গে চলিয়া গেল।

অপরা। প্রজাগণ! [প্রজাগণ আসন ছাড়িয়া দণ্ডায়মান হইল] আশা ছিল না যে আবার তোমাদের সঙ্গে এরূপ ভাবে সম্মিলিত হ'তে পার্‌বো।

১ম প্রজা। আমাদেরও আশা ছিল না মা! যে আমাদের ভাগ্যে আবার এমন দিন আস্‌বে।

অপরা। তোমরা ইচ্ছা কর্‌লে দিন আন্‌তে পার্‌তে! চেষ্টা কর নাই। যে দিন তোমাদের রাজা মল্লাদিত্য গুপ্ত ঘাতকহস্তে নিহত হয়—যে দিন তোমাদের রাণী এই হতভাগিনী পঞ্চ মাস গর্ভাবস্থায় সীতার মত বিতাড়িতা হয়—যে দিন তোমাদের আদিত্যবংশের আসনে হর্ষবর্দ্ধনের পুত্র জগতবর্দ্ধন উপবিষ্ট হয়, কৈ—কেউ তো সে দিন রাজা-রাণীর জন্য এক বিন্দু অশ্রু ফেল নাই! কেউ তো সে দিন আদিত্যবংশের রক্ষায় আত্মবিসর্জ্জনে উদ্যত হও নাই! কেউ তো সে দিন উজ্জয়িনী-বিজয়ীর চুলের মুঠি ধ'রে সিংহাসনতলে আছাড় মার্‌তে পার নাই! ত্রুটী হয়েছে বল্‌তে হবে। যাক্‌, দোষ ধরি না, আমি তোমাদের মা। যা হ'য়ে গেছে—হ'য়ে গেছে,—এখন সবাই মিলে আমার কুমারকে রক্ষা কর। সৌবীর! ধর অসি-চর্ম্ম; আজ হ'তে তুমি এ রাজ্যের সেনাপতি। বীর! ধর মুকুট; তুমি এ রাজ্যের প্রধান অমাত্য। আর তোমরা—উজ্জয়িনীর বিজ্ঞ বিচক্ষণ সূক্ষ্মদর্শী তোমরা, ধর আপন আপন পরিচ্ছদ; তোমরা আজ হ'তে এই রাজসভার সভাসদ্‌। [পরিচ্ছদাদি দিলেন]

প্রজাগণ। জয় মহারাজ সায়নাদিত্যের জয়!

জনৈক দূত প্রবেশ করিল।

দূত। এই কি মহারাজ সায়নাদিত্যের রাজসভা?

সায়ন। কে তুমি? কোথা হতে আস্‌ছো?

দূত। আমি বঙ্গের রাজা আদিশূরের দূত। আস্‌ছি কণোজের রণস্থল হ'তে—সেনাপতি সামন্তসেনের উদ্দেশে!

সায়ন। সেনাপতি কণোজে পৌছায় নাই?

দূত। কৈ!

সায়ন। বল কি? সে যে যথা সময়েই রওনা হয়েছে!

দূত। তাঁর আশাতেই মহারাজ পূর্ণিমা প্রভাতে কণোজ, থানেশ্বর, মালব তিন শক্তিকেই আক্রমণ করেছেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁর কোন উদ্দেশই নাই। মহারাজ বড়ই বিপন্ন,—এতক্ষণ আছেন কি না!

সায়ন। নিশ্চয় তাঁর পথ ভুল হয়েছে। তাই তো, কি করা যায় মা?

[অপরাজিতর মুখপানে চাহিলেন]

অপরা। মিছে মুখপানে চাইলে আর কি হবে সায়ন? যা হবার, তাই হবে।

সায়ন। বল কি মা! যা হবার, তাই হবে? বেশ তো উদাস উত্তর! বাঙ্গলার রাজা কণোজে বিপন্ন, তোমার আপাদ-মস্তক সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে একটা ধূম নির্গত হ'লো না? কথাটা বল্‌লে কি ক'রে মা? তিনি যে তোমার ভাই?

অপরা। ভাই হ'তেও আমার মালব, সৃষ্টির সকল স্নেহ হ'তে উচ্চে আমার প্রজাবাৎসল্য, ভগবানের পাদপদ্ম হ'তেও আদরের আমার শ্বশুরের ভগ্ন প্রাঙ্গণ।

সায়ন। থাকো তুমি তোমার মালব নিয়ে—থাকো তুমি তোমার

প্রজাবাৎসল্যে বিভোর হ'য়ে—থাকো তুমি তোমার শ্বশুরের এই ভগ্ন প্রাঙ্গণ বুকে ক'রে! আমায় অনুমতি দাও মা! আমি তাঁর সাহায্যে যাই।
[আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন]

অপরা। বালক তুমি সায়ন! তোমার সাহায্য কে করে, তার ঠিক্ নাই—তুমি যাবে পরের সাহায্যে! মালব সবে মাত্র এই অধিকৃত, এর চতুর্দ্দিকে এখনও বিশৃঙ্খল। বহু কষ্টে পেয়েছি সায়ন! মুখ দিয়ে অনেক রক্ত উঠে গেছে, তুমি জান না! এ অবস্থায় যদি তুমি উন্মত্ত হও, তা হ'লে কখনই তাকে রাখ্‌তে পার্‌বে না; আবার মালব যাবে।

সায়ন। যায় যাবে। কার বলে মালব পেলে মা? কার দয়ায় ভিখারিণী রাজমাতা হ'লে মা? কার দায়ে আদিশূর আজ কণোজ-প্রান্তে বিপন্ন মা? না মা! যতই হও, তুমি মেয়ে মানুষ; তোমার প্রাণ এতটুকু। বালক হ'লেও আমি মালবের রাজা—উজ্জয়িনীর ধর্ম্মাবতার—আদিত্যবংশের গৌরব! আমি কখনও এ স্বার্থ মেখে নিজকে কলঙ্কিত হ'তে দেবো না। চল বাঙ্গলার দূত! কোথায় তোমার বাঙ্গলার রাজা? কোথায় কণোজের রণস্থল? [গমনোদ্যত হইলেন]

অপরা। সায়ন! [তীব্র ভ্রূকুটী করিলেন]

সায়ন। ভ্রূকুটী ক'রো না মা! জীবনে যা করি নাই, তাই আজ কর্‌তে হ'লো,—তোমার বিনা অনুমতিতেই চল্‌লাম। এ রাজ সংক্রান্ত কর্ম্ম, এখানে মাতৃ-আদেশ চলে না—পিতৃ-ভক্তি টেকে না—জগতের যত অনুনয়, প্রণয়, স্নেহ, ভক্তি, দীপ্ত কটাক্ষ, কেউ স্থান পায় না। চল্‌লাম মা! যদি ফিরে আসি, এ অপরাধের দণ্ড নেবো—তোমার শ্বশুরের রাজ্য তোমার হাতে ফিরে দেবো—আমি তোমার যে শিশু, আজন্ম সেই শিশু সেজেই থাকবো।

[দূতসহ প্রস্থান করিলেন।

অপরা। কথা শুনলে না! কথা শুনলে না! আবার একটা অনর্থ ঘটালে দেখ্‌ছি! বীর! তুমি প্রধান অমাত্য; ইচ্ছামত রাজ্যের সুশৃঙ্খলার বন্দোবস্ত কর,—কারো অনুমতির অপেক্ষা নাই। সৌবীর! তুমি সেনাপতি—রাজ্যের স্তম্ভ; সমস্ত প্রজার হাতে অস্ত্র দাও, তাদের প্রকৃত রাজভক্ত তৈরী কর, মালব রক্ষায় প্রাণ ঢাল্‌তে শেখাও। দেখো—যেন জগতবর্দ্ধন আর এমুখো হ'তে না পায়। সভাসদ্‌গণ! তোমরা সকলেই রাজ-প্রতিনিধি, রাজার অনুপস্থিতিতে সব ভার তোমাদের মাথায়—যেন আমার প্রজারা কাঁদে না। ছেলেটা চ'লে গেল, আমি আর এখানে টিক্‌তে পার্‌ছি না!

[প্রস্থান করিলেন।

প্রজাগণ। মাতৃ-আদেশ শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল।

একপার্শ্বে বীরসিংহ, জগতবর্দ্ধন ও শক্তিবর্দ্ধন দাঁড়াইয়া ছিলেন, অন্য পার্শ্বে রক্তাক্ত-কলেবরে বন্দীভাবে আদিশূর; তাঁহার উভয় পার্শ্বে দুই জন প্রহরী ছিল।

বীরসিংহ। রাজা! ওঃ—তোমায় রাজা ব'লে সম্বোধন করাও পাপ! ধর্ম্মে তোমার ভয় নাই, মনুষ্য জীবনে তোমার দায়িত্ব নাই, জগতের হাহাকারে তোমার বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই।

জগত। এইবার তোমায় বল্‌তে হবে পিশাচ! কোন্ অন্ধকারে দৃষ্টি হারিয়ে অকস্মাৎ এ নরক-চিতা জ্বাল্‌লে? কিসের আশায় উন্মাদ হ'য়ে রাত্রিযোগে নিরীহ ঘুমন্ত মালবে রক্তের স্রোত বহালে? কোন্ শক্তির পাশবিক উত্তেজনায় এই চির-বিনিস্তব্ধ পূত তপোভূমি ভারতবর্ষের শান্তিভঙ্গ কর্‌লে? বল—বল; আর চুপ ক'রে থাক্‌লে অব্যাহতি নাই।

আদিশূর। [গর্ব্বভাবে বলিলেন] আমি বন্দী,—উন্মুক্ত অসির নীচে বুক পেতে দিতে পারি—তুষানলে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারি—এক এক খণ্ড ক'রে আমার দেহের সমস্ত মাংস কেটে কুকুরকে খাওয়াতে পারি, তবু কারো কাছে আমার কার্য্যের কারণ নির্দ্দেশ করতে রাজি নই।

বীরসিংহ। ওকে বীরত্ব বলে না রাজা! মৃত্যু অনিবার্য্য জেনে জীবনে উপেক্ষা প্রদর্শন, ও পশুতেও ক'রে থাকে। করলে কি রাজা! মালব নিতে গিয়ে সাধের বাঙ্গলা দিলে যে!

আদিশূর। দিলাম; বাঙ্গলা নিয়ে তো জন্মাই নাই? বাঙ্গলা তো শুদ্ধ আমার জন্যই স্বতন্ত্র সৃষ্টি নয়? নিয়েছিলাম—দিলাম; উঠেছিলাম—পড়েছি।

জগত। শুধু বাঙ্গলা দেওয়া নয় রাজা! আর একটা কথা জেনে নাও; মালবের এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধে তোমার রাজ পরিবার বল্‌তে কেউ থাক্‌বে না।

আদিশূর। নিজেই যখন যেতে বসেছি, তখন কে থাক্‌বে, কে না থাক্‌বে, তা নিয়ে আদিশূর মাথা ঘামায় না।

বীরসিংহ। তোমার চক্ষের সমক্ষে তোমার স্ত্রী পুত্রকে হত্যা করা হবে জান?

আদিশূর। তুমিও জেনো রাজা! জগতের যত প্রকার করুণ দৃশ্য

আদিশূর স্থিরনেত্রে দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে। একটী পলক পড়্‌বে না—একটী হৃদ্‌কম্প উঠ্‌বে না—এক বিন্দু সহানুভূতি দেখ্‌তে পাবে না।

বীরসিংহ। রাক্ষস! রাক্ষস!

আদিশূর। তা হ'তেও যদি কিছু থাকে—আমি তাই।

জগত। না, তোমায় জীবিত রাখা ঠিক নয়! তোমার ভারে পৃথিবী টল টল কর্‌ছে— তোমার নিশ্বাসে বাতাস বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে—তোমার চাউনিতে গাছের পাতা পর্য্যন্ত ঝল্‌সে যাচ্ছে। [অসি নিষ্কাসন] তোমার কোন প্রার্থনা আছে?

আদিশূর। কিছু না; তবে একটা কথা আমার বল্‌বার আছে শক্তিকে।

জগত। ব'লে নাও, আর হবে না।

আদিশূর। শক্তি! আমার সময় সংক্ষেপ, বেশী কথা বল্‌তেও চাই না। আমার পুত্রকে হত্যা কর্‌তে হয়—ক'রো, আমার স্ত্রীকে বনবাস দিতে হয়—দিও, আমার বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষ আন্‌তে হয়—এনো, আমার লক্ষ্মীকে তুমি গ্রহণ ক'রো; সে আমার মা-মরা ছেলে—বড় অভিমানিনী; [তাঁহার চক্ষে এক বিন্দু অশ্রু টল টল করিতে দেখা গেল; পরে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন] বাস্‌—হ'য়েছে; এস জগতবর্দ্ধন! তোমার অস্ত্রের ধার পরখ করি।

জগত। এস, আমিও তোমার রক্তে একটা তীর্থ তৈরী করি। [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত হইলেন]

সহসা সনাতন উপস্থিত হইলেন।

সনাতন। [বাধা দিয়া বলিলেন] শান্ত হও জগত! ভারতে তীর্থের অভাব নাই, আর ও কীর্ত্তি রাখ্‌তে হবে না।

জগত। গুরুদেব! প্রতিশোধ!

সনাতন। ভুলে যাও, প্রতিশোধ শব্দটা অভিধান হ'তে তুলে দাও; যে যত বেশী ঘৃণিত, বেশী কুৎসিৎ, তাকে তত আদর ক'রে গলা জড়িয়ে ধর। [জগতবৰ্দ্ধন শান্ত হইলেন, পরে আদিশূরকে বলিলেন] রাজা! অনুতাপ কর! তোমার একটা হঠকারিতায় আজ কত জননীর কোল শূন্য হ'লো, কত কুলবতীর সিন্দুর উঠে গেল, কত বালকবালিকা অবলম্বনশূন্য হ'য়ে পথে বস্‌লো। কেন প্রবৃত্তির বশে ফির্‌ছো রাজা! কেন প্রভুত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব কর্‌ছো রাজা! কেন শৃগাল কুক্কুরের মত মড়া নিয়ে কাড়াকাড়ি কর্‌ছো রাজা! আপনার যা, তাতেই সন্তুষ্ট হ'তে শেখ; ভাই ব'লে ভারতের সবাইকে আলিঙ্গন দাও। তুমি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হও রাজা!

তক্ষশীল উল্কার মত আসিয়া পড়িলেন।

তক্ষশীল। তুমি সতর্ক হ'য়ে কথা কও বৌদ্ধগুরু!

সনাতন। কে! রাজগুরু? কি বল্‌ছো? আমার আশা নাই—কামনা নাই, আমার জীবন নাই—মরণ নাই, আমার মান নাই—অপমান নাই,—আমি অত সতর্ক হ'তে গেলাম কেন?

তক্ষশীল। সব আছে বৌদ্ধগুরু! যায় নাই কিছুই, যায়ও না কিছুই, শুদ্ধ চাপা দিয়ে রাখা; যাবে যদি, তা হ'লে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিস্তারে তোমার এত প্রবল আগ্রহ কেন?

সনাতন। সে শুদ্ধ জগতের মঙ্গলের জন্য, গুরুদক্ষিণার লোভে নয়।

তক্ষশীল। পুরাযুগের তখন কি কেউ জগতের মঙ্গল চাইতো না? বাল্মীকি, বশিষ্ঠ এরা কি কেবল গুরুদক্ষিণাই নিয়ে গেছে? বেদটা কি মাত্র ব্রাহ্মণের জীবিকা-অর্জ্জনের জন্যই সৃষ্টি?

সনাতন। তা নয় ব্রাহ্মণ! তবে কি জান, দেশ-কাল-পাত্রভেদে

ব্যবস্থাবিধান, এ পূর্ব্বাপর হ'য়ে আস্‌ছে তখন যেমন ছিল বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, ব্যাসের বৈদিক মত, তেমনি তখন মানুষও ছিল ভীষ্ম, লক্ষ্মণ, যুধিষ্ঠির,—আজীবন কুমার-ব্রত অবলম্বন ক'রে থাক্‌তে পার্‌তো—চৌদ্দ বৎসর অনাহারে অনিদ্রায় কাটাতে পার্‌তো—সত্যপালনে সভামধ্যে স্ত্রীকে উলঙ্গ দেখ্‌তে পার্‌তো। এখন মানুষ হয়েছে দুর্ব্বল, মানুষের মন হ'য়েছে দুর্ব্বল, মানুষের পরমায়ু হ'য়েছে দুর্ব্বল। তখনকার তখন আর এখনকার এখন ঢের প্রভেদ। বুঝেছ ব্রাহ্মণ! বৈদিক মতে এখন আর জগতের শুভ হবে না, শতঙ্গ মাতঙ্গের বোঝা নিতে পার্‌বে না, পেষা যাবে,—এ কলি।

তক্ষশীল। কলি! কলি! হাঃ-হাঃ-হাঃ! [ব্যঙ্গসূচক মৃদু হাসিলেন] কলি কা'কে বল্‌ছো বৌদ্ধগুরু? সত্যেও হিরণ্যকশিপু, রত্নাকর ছিল, আবার কলিতেও তোমাদের উপাস্য বুদ্ধদেব জন্মেছে তো? তবে কিসের কলি? কলি শুদ্ধ মানুষের মনের ভিতর, কলি শুদ্ধ তার প্রবৃত্তির উপর। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের পর কলির প্রভুত্ব নয়,—আমি বলি, মানুষের অধঃ-পতনের সময়ই কলির ক্রীড়া। কলি ব'লে কি মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোন একটা কম হয়েছে, ধারণা-শক্তির কিছু হ্রাস হ'য়েছে, না—পরমাত্মারূপী পরমেশ্বর কলির জীব ব'লে ঘৃণা ক'রে আত্মা ছেড়ে পালিয়েছে? তবে কিসের ঘৃণ্য কলি? কিসের দুর্ব্বল মানুষ? কেন সহ্য হবে না বৈদিক ধর্ম্ম?

সনাতন। যদিও সব আছে—যায় নাই কিছুই, তবু একটা বিশেষ অভাব টের পাচ্ছ কি?

তক্ষশীল। অভাব বশিষ্ঠের মত একজন চালকের, এই তো?

সনাতন। আছে কি? শত পুত্রশোক সহ্য ক'রে শত্রুকে অবলীলা-ক্রমে ক্ষমা করতে পারে, তেমনটী পাবে কোথায়?

তক্ষশীল। মাটী ফুঁড়ে উঠ্‌বে।

সনাতন। সে মাটী জ্ব'লে গেছে।

তক্ষশীল। জ্বলে নাই এখনও, তবে তোমরা ক'জন জুটে জ্বালাবার চেষ্টায় আছ।

সনাতন। আমরা? অহিংসা যাদের ধর্ম্ম, আর্ত্তশুশ্রূষা যাদের কর্ম্ম, আশ্রিতের জন্য আত্মোৎসর্গ যাদের একমাত্র ব্রত, সেই বৌদ্ধ ভারতকে ছারখারে দিতে বসেছে? এ ধারণা শুদ্ধ নরমেধ-যজ্ঞের হোতা নিষ্ঠুর বৈদিকের।

তক্ষশীল। বৈদিক নিষ্ঠুর নরঘাতী? বৈদিক দয়া-মায়া রাখে না? বৈদিক আর্ত্তকে আশ্রয় দিতে জানে না? ওহে, শিবি-চরিত্র পড়েছ? একটা শ্যেন পাখীর জন্য ওজন ক'রে নিজের দেহের মাংস কেটে দিয়েছিল; তখন তো তোমার বুদ্ধদেব জন্মায় নাই, অহিংসা শব্দই অভিধানে ছিল না, —এই বৈদিকেরই একাধিপত্য। যাও, তর্ক ক'রো না; ধর্ম্ম জিনিষটা অমনধারা যার তার গায়ে ফেলে দিতে যেও না, অমর্য্যাদা হবে। [আদিশূরকে বলিলেন] রাজা! দৃঢ় হও; ভয় পেয়ো না, জন্মেছ—মর্‌বে।

আদিশূর। [দৃঢ়ভাবে বলিলেন] আমি আপনার শিষ্য গুরু!

বীরসিংহ। [তক্ষশীলকে বলিলেন] তোমারও তো দুঃসাহস কম নয় দেখ্‌ছি—এখানে এসেছ উত্তেজিত কর্‌তে?

তক্ষশীল। এসেছি—কি কর্‌বে?

জগত। গুরু শিষ্যের এক দশা কর্‌বো।

তক্ষশীল। ঐ রকম বন্দী কর্‌বে? কর! আমি তো এসেছি সেই জন্য; কৈ—কে পার, আমায় বন্দী কর,—কার ক্ষমতা, আমায় আটকাও,—কত সাহস, বুক দিয়ে বজ্রের গতি রোধ কর।

সনাতন। [নম্রভাবে বলিলেন] ব্রাহ্মণ!

তক্ষশীল। [সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন] দেখি

তোমাদের কেমন শৃঙ্খল—দেখি তোমাদের কত তেজ—দেখি তোমাদের কেমন বুকের বল!

সনাতন। যাও ব্রাহ্মণ!

তক্ষশীল। [তথাপি কর্ণপাত করিলেন না] আর আমিও দেখাই—ব্রাহ্মণের সুপ্ত শক্তিটা আজও এই ভীষণ দুর্দ্দিনে ডাক্‌বামাত্র জেগে ওঠে কি না? তার নেত্রকোণে কালানল-শিখা ধ্বক্-ধ্বক্ ক'রে জ্ব'লে উঠে ব্রহ্মাণ্ডটা ছারখারে দিতে পারে কি না? তার এই যজ্ঞোপবীতটা মুহূর্ত্তে ফণা বিস্তার ক'রে, দীর্ঘ নিশ্বাসে গর্জ্জে উঠে বৌদ্ধ-সাম্রাজ্যের শিরে দংশন করে কি না?

[জগতবর্দ্ধন উত্তেজিত হইয়া সনাতনের মুখপানে চাহিলেন, সনাতন ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন।]

সনাতন। মিনতি রাখ ব্রাহ্মণ!

তক্ষশীল। পার্‌লে না? স্তব্ধ হ'লে যে? ভাব্‌ছো কি? মুহুর্মুহুঃ গুরুর মুখপানে তাকাচ্ছ কি? ছিঃ, দণ্ড দাও—বন্দী কর—হত্যা কর, আমি তো প্রস্তুত! সাবধান হও তোমরা বৌদ্ধ রাজগণ! সাবধান হও তুমি বৌদ্ধগুরু! আর সাবধান থাক তুমি আমাদের রাজা! প্রতি পাদ-ক্ষেপে স্মরণ রেখো—"পরিত্রাণায় সাধুনাম্, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্,
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

[ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

আদিশূর। জয় গুরু!

সনাতন। যাও বীর! যাও জগত! বাঙ্গলার রাজা আজ তোমাদের অতিথি। তিনি বড় ক্লান্ত; বিশ্রাম-ভবনে নিয়ে যাও।

[প্রস্থান।

বীরসিংহ। চল রাজা!

আদিশূর। চল—যেথা ইচ্ছা নিয়ে চল। নরকে যেতেও আমি প্রস্তুত।

জগত। চল।

[শক্তিবর্দ্ধন ব্যতীত সকলে চলিয়া গেলেন।

শক্তি। বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, আমি কি কর্‌ছি? চিন্‌তে পার্‌ছি না, এ গঙ্গা কি কর্ম্মনাশা? অনুভব হ'চ্ছে না, এ জ্বালা কি শান্তি? যাই হোক্, আমায় এই পথেই চল্‌তে হবে। চলা তো আত্মার তৃপ্তি অনুসন্ধানে! আমি চলেছি আত্মার উপর প্রতিশোধ বিধানে; আমার এই পথই পরিষ্কার। [প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

রণস্থলের অপর পার্শ্ব।

সৈন্যগণসহ সামন্তসেন হতাশভাবে উপস্থিত হইলেন।

সামন্ত। নীরব রণস্থল! জনপ্রাণী নাই! যারা আছে, তারা সব শব। শিলাবৃষ্টিক্লিষ্ট রজনীগতে প্রভাত-প্রকৃতির মত প্রাঙ্গণটা হাস্‌ছে। যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেছে; বুঝ্‌তে পার্‌ছি—আশা ভরসা ফুরিয়েছে,—বাঙ্গলার বল্‌তে বোধ হয় আর কেউ নাই!

তক্ষশীল উপস্থিত হইলেন।

তক্ষশীল। মাত্র আমি আছি। [শ্লেষসূচকস্বরে বলিলেন] আস্‌তে পার্‌লে সামন্ত?

সামন্ত। কি করবো গুরু! আমি পথ হারিয়েছিলাম ; মালবের এক জন পথপ্রদর্শক ছল ক'রে আমায় মরুভূমে ফেলে দিয়েছিল, আমি তাকে চিন্‌তে পার্‌লাম না, তার কূট অভিসন্ধি ভেদ ক'রে উঠ্‌তে পার্‌লাম না। মনে হ'লো, মালবের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধে ধর্ম্ম যেন স্বয়ং এসে আমার চোখ দুটো বেঁধে দিয়ে গেল—আমার হাত ধ'রে বসিয়ে দিয়ে গেল—আমায় কাঠের পুতুল ক'রে দিয়ে গেল।

তক্ষশীল। আ—তোর ধর্ম্ম! তোমার মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে সামন্ত!

সামন্ত। গেছে গুরু! রাত্রিকালে নররক্তে অবৈধ স্নান ক'রে; যাক্—সে কথা, এখন রাজাও কি নাই?

তক্ষশীল। না থাকাই!

সামন্ত। তবে কি বন্দী?

তক্ষশীল। সেই মতই।

সামন্ত। [উল্লাসে বলিয়া উঠিলেন] জয় ভগবান!

তক্ষশীল। ওকি! চীৎকার ক'রে উঠ্‌লে কেন?

সামন্ত। আমি যুদ্ধ করবো গুরু!

তক্ষশীল। আর যুদ্ধ করবে কি নিয়ে?

সামন্ত। তরবারি নিয়ে।

তক্ষশীল। রাজার হাতে কি তরবারি ছিল না?

সামন্ত। [অসি নিষ্কাশন করিয়া বলিলেন] এ তরবারি ছিল না গুরু! রাজা যুদ্ধ করেছে রাজ্যের লোভে, আমি যুদ্ধ করবো প্রভুর উদ্ধারে। রাজা যুদ্ধ করেছে কামনা নিয়ে, আমি যুদ্ধ করবো প্রভু ভক্তি নিয়ে—সকল কামনা বিসর্জ্জন দিয়ে। রাজা যুদ্ধ করেছে ঈশ্বরের উপর প্রভুত্ব করতে, আমি যুদ্ধ করবো কর্ত্তব্যের একটা ছবি দেখাতে।

তাঁর তরবারিতে আমার তরবারিতে অনেক প্রভেদ, তাঁর হাতের জোর চেয়ে আমার হাতের জোর ঢের বেশী।

তক্ষশীল। কর্ত্তব্যবান প্রভুভক্ত তুমি সামন্ত! তোমার বীরত্ব জানি, কিন্তু আর কোন ফল হবে না।

সামন্ত। না হোক্; যুদ্ধ করতে পেয়েছি, এই যথেষ্ট। যে ভাবেই থাক্, রাজা বেঁচে আছে—এ সংবাদের মূল্য নাই। [সৈন্যগণকে বলিলেন] সৈন্যগণ! পথশ্রমে বড় পরিশ্রান্ত আছ—না? বিশ্রাম করবে একেবারে মৃত্যুর কোলে। নাও, এখন কণোজের দ্বারে দাড়িয়ে সেই রকম একটা সিংহনাদ কর, যেন কণোজ-প্রাসাদ তার প্রতিধ্বনিতে কেঁপে ওঠে—যেন তার অধিপতি সিংহাসন হ'তে ট'লে শুষ্কমুখে মাটীর উপর ব'সে পড়ে—আমাদের রাজা যে অবস্থাতেই থাক্, যেন এই শব্দে তাঁর বুকখানা উল্লাসে দ্বিগুণ স্ফীত হ'যে যায়। বল—জয় বঙ্গাধিপ আদিশূরের জয়!

সৈন্যগণ। জয় বঙ্গাধিপ আদিশূরের জয়!

তক্ষশীল। থাম সামন্ত! নির্ব্বোধের মত কাজ করছো কেন? যাতে মৃত্যু নিশ্চিত, তেমন ক্ষেত্রে ঝাঁপ দেয়? বল্‌বে, রাজা গেছে—আমাদের জীবন নিয়ে কি ফল? তবু তুমি বেঁচে থাক্‌লে যদি কখনও রাজার উদ্ধার হ'তো, তুমি গেলে আশা-ভরসা একেবারেই নির্ম্মূল হ'য়ে যাবে। কি করতে হবে, আমায় ভাব্‌তে দাও। এক তোমার অভাবে রাজা বন্দী, তাঁর পার্শ্বরক্ষা করবার মত একজন কেউ থাক্‌লে এমন দুর্ঘটনা ঘট্‌তো না। তবেই তুমি আবার বিনা সাহায্যে একা অগ্রসর হও কি সাহসে?

সৈন্যসহ সায়নাদিত্য উপস্থিত হইলেন।

সায়ন। কোন ভয় নাই। সেনাপতি! তুমি অগ্রসর হও, আমি তোমার পার্শ্বরক্ষা করবো।

[সায়নকে দেখিয়া তক্ষশীলের সর্ব্বাঙ্গ জলিয়া উঠিল।]

তক্ষশীল। এঃ—তুমি আবার এ সময় মালব ছেড়ে কি করতে এলে মূর্খ?

সায়ন। শত্রুরা মালব পুনরধিকার ক'রে ফেলবে, এই জন্য ভাবছেন তো? আমি মালব চাই না গুরু! যাঁর দেওয়া মালব, যাঁর দেওয়া এত খানি দান, তাঁর জীবনের বিনিময়ে আমি রাজ্য ক্রয় করবো না গুরু! এ কলঙ্কের মঞ্চে আমি সিংহাসন পাততে পারবো না গুরু!

তক্ষশীল। খুব বলা হয়েছে। যাক্—সামন্ত! আমার একটা কথা শুনবে?

সামন্ত। বলুন!

তক্ষশীল। আমার ধারণা, শত্রুপক্ষ এইবার বিজয়গর্ব্বে মালবে প্রবেশ করবে। যা হাতের, তাও যাবে। তুমি সায়নকে নিয়ে মালবমুখে যাও। যা গেছে, তা তো গেছে, সে সম্বন্ধে বিবেচনা পরে; উপস্থিত যা আছে, তা রক্ষা কর।

সামন্ত। রাজাকে ছেড়ে মালবরক্ষা?

তক্ষশীল। পোড়া ঘরের কাঠ সামন্ত, পোড়া ঘরের কাঠ—যা পাওয়া যায়; বুঝছো না কেন?

সামন্ত। খুব বুঝেছি—রত্ন দিয়ে কাচ রক্ষা।

তক্ষশীল। ছাই বুঝেছ!

যো ধ্রুবানি পরিত্যজ্য অধ্রুবানি নিসেবতে।
ধ্রুবানি তস্য নশ্যন্তি চাধ্রুবম নষ্টমেবহি॥

এটা মান তো? তবে কথা ক'য়ো না; যা বলি কর, দাঁড়িও না—মালবে যাও।

শোভন সমভিব্যাহারে অপরাজিতা আসিলেন।

অপরা। মালব যেতে হবে না। বিজয়ী সৈন্য মালবমুখে যায় নাই, তারা গেছে বাঙ্গলার দিকে।

সকলে। [সাশ্চর্য্যে] বাঙ্গলার দিকে?

অপরা। হাঁ—বাঙ্গলার দিকে। মালবের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধে তারা আগে আদিশূরের বাঙ্গলা দখল করবে, তার রাজপরিবার বল্‌তে যারা আছে, তাদের সকলকে হত্যা করবে, শিপ্রার মত পদ্মার জল নর-রক্তে লাল করবে,—তারপর মালব।

তক্ষশীল। [গম্ভীরভাবে একটু ভাবিলেন, পরে বলিলেন] কথাটা কানে নিয়েছে, প্রাণে লেগেছে; ঠিক্, আমি তো ঠাওরাতে পারি নি! ব্রহ্মণ্যদেব! আমার ভুল হয়েছিল—তোমার সঙ্গে যুক্তি না করা; আমায় মার্জ্জনা ক'রো। তুমি এ সংবাদ কোথায় পেলে অপরা?

অপরা। থানেশ্বরের রাজকুমার শান্তিবর্দ্ধন আমায় এ সংবাদ দিয়েছে; এই তার দূত।

তক্ষশীল। বা—বা—বা! ব্রহ্মণ্যদেব! দেখ্‌ছি, তুমি ঠিক আছ! কে কে গেছে, বল্‌তে পার দূত?

দূত। গেছে জগতবর্দ্ধন আর শক্তিবর্দ্ধন।

তক্ষশীল। ছুটো গণ্ডাতে! যা হোক্, তা হ'লে এখানেও আমাদের আপনার বল্‌তে আছে দেখ্‌ছি। সামন্ত! এবার কি বুঝ্‌ছো! মালব যেতে ইতস্ততঃ কর্‌ছিলে, এবার বাঙ্গলা—

সামন্ত। যেতে হয়েছে গুরু! বাঙ্গলা আমার [illegible] স্থান, তাকে রক্ষা করতে হবে, বাঙ্গলায় আমাদের রাজার রাণী, কুমার,—তাদের বাঁচাতে হবে। বাঙ্গলায় আমাদের পুণ্যতোয়া

তার জল পবিত্র রাখ্‌তে হবে। রাজা যায় যাক্, এদের যাওয়া সহ্য হবে না। রাম অভাবে ভরত তাঁর পাদুকা রেখেছিল।

তক্ষশীল। তবে ধেয়ে যাও বায়ুর মত, যেন বৌদ্ধসৈন্যের আগে পৌছাতে পার। লক্ষ্য রেখা কর্ত্তব্যের দিকে, যেন আর পথ ভুল না হয়। তরবারি তোলো বিদ্যুতের মত; আদিশূর যাক্, যেন তার কীর্ত্তি-কাহিনী অক্ষয় থাকে।

[প্রস্থান করিলেন।

সামন্ত। তবে চল মালবের রাজা! আমার পার্শ্বরক্ষা কর্‌বে। আজ তোমার যুদ্ধসাধ মেটাবো—আজ তোমার বীরত্ব দেখ্‌বো—উজ্জয়িনীর আদিত্যবংশ ইতিহাসের যোগ্য কি না, আজ তার পরীক্ষা নেবো।

সায়ন। চল সেনাপতি! তোমার কৃপায় আজ আমার বীর-জীবনের মধুময় প্রভাত।

[উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

অপরা। আমাকেও পিছু পিছু যেতে হ'লো দেখ্‌ছি—ছেলেটার জন্য। শুধু কি তাই! অনেক দিন আমি যুদ্ধ দেখি নাই, অনেক দিন যুদ্ধের বাজনা শুনি নাই, অনেক দিন হ'লো ক্ষত্রিয়ভাবে প্রাণখানা পরিপূর্ণ রাখ্‌তে পারি নাই। সেই যা হ'য়ে গেছে হর্ষের আমলে। সাধ হয়—আশা জাগে,—যুদ্ধের কথা উঠ্‌তে গেলেই আবার হর্ষবর্দ্ধনকে মনে পড়ে। ইচ্ছা হয়—সেই না হয় গেছে, এখনও তো তার বংশ আছে—একটা কিছু করি। দেখি, কি কর্‌তে পারি।

[প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কর্ণ-সুবর্ণ—রাজ-অন্তঃপুর।

অমরাবতী ভাবিতেছিলেন।

অমরা। সংবাদ আর কৈ দিলে? যেতে দেবো না, কোন মতে, তা কি কারো কথা নেবে। নিজে যা বুঝ্‌বে ব্রহ্ম! তাই যদি গেল, এত ক'রে ব'লে দিলাম রোজ একটা ক'রে সংবাদ দিতে, তা ঐ মুখেই হ'লো। গেছে কি ভুলে গেছে! ধন্য পুরুষ জাত! তাদের জন্য আমাদের যে কি হয়, তা কি একবারও ভাবে না গা। এই দেখ না, আজ কত দিন হ'লো গেছে, একটা সংবাদ পর্য্যন্ত নাই। ওঃ—আমার বুক ফেটে যাচ্ছে! মৃত্যু-যাতনা বোধ হয় এর চেয়ে ঢের কম! আমি কি করি! এমন লোক নিয়ে সংসার চলে, না এত ভাবনাতেও কেউ টিক্‌তে পারে! ঝক্‌মারি রাজার রাণী হওয়া। [আসনে উপবেশন করিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্না হইলেন]

একজন পরিচারিকা প্রবেশ করিল; তাহার পশ্চাতে নর্ত্তকীগণ আসিতেছিল।

পরিচারিকা। একটু গান শুন্‌বে কি? এরা আস্‌ছে।

অমরা। যা বাছা যা, অন্য কাজ থাকে তো করগে যা,—জালাসনে আমায়; আমার এখন ও সবের সময় পড়েনি। আমার হাড় জ্ব'লে যাচ্ছে, কিছু ভাল লাগ্‌ছে না।

১ম নর্ত্তকী। [নিম্নস্বরে] ওমা! রাণী হ'লেই বুঝি মুখ

করতে হয়! আমাদের যেমন পোড়া নেকন! [জনান্তিকে নর্ত্তকীগণকে বলিল] চ' লো—চ'। [পরিচারিকাসহ প্রস্থান করিল

দ্বিতীয় পরিচারিকা প্রবেশ করিল।

পরিচারিকা। নাইবে না গা?

অমরা। নাইবো না তো কি? রোজ এই সময় নাই—তুই জানিস্ না! আবার জিজ্ঞেস কর্‌তে এসেছিস্?

পরিচারিকা। ওমা! তা অমন কর্‌ছো কেন? জিজ্ঞেসাই না হয় করেছি—ঘাট হয়েছে! তা—তেল আন্‌বো কি?

অমরা। এই দেখ দেখি, ব'লে অমন কর্‌ছো কেন? এতে অমন না ক'রে কেউ থাক্‌তে পারে? তেল আন্‌বি কি? এই দারুণ গ্রীষ্ম, এতে কখনও তেল মাখা যায়!

পরিচারিকা। গ্রীষ্ম কি গো? এ যে মাঘ মাস!

অমরা। তোর মাথা! কে বল্‌লে তোকে মাঘ মাস? দেখ্ দেখি—আমার গা দিয়ে কল কল ক'রে ঘাম বেরুচ্ছে!

পরিচারিকা। তা হ'লে বোধ হয় তোমার জ্বর-টর হয়!

অমরা। তোর সাত গুষ্টির জ্বর হোক্। যত বড় মুখ, তত বড় কথা,—ইতর ছোটলোক কোথাকার? বেরো—বেরো বল্‌ছি আমার সুমুখ হ'তে, নইলে মাথা মুড়িয়ে তাড়িয়ে দেবো।

পরিচারিকা। ওমা! কি ঘেন্না! বিনিদোষে এত তম্বিরে? না হয় আমরা ঝি-চাকরাণী বটি! এই যাই দাদাঠাকুরের কাছে,—পাঁজীটা দেখাইগে; যদি এটা মাঘ মাস হয়, তা হ'লে কোন্ হাড়ীর ঝি আর এ বাড়ীতে থাকে! যার গতর আছে, তার আবার ভাতের ভাবনা?

[প্রস্থান করিল।

অমরা। আজ কাল ঝি-চাকরাণীগুলো যেন মনিব ঠাক্‌রুণ, মাথায় উঠে পড়েছে! দিন রাত্তির কিচি কিচি ঝগড়া—গণ্ডগোল, এর কথা ওকে—ওর কথা তাকে; আমায় পর্য্যন্ত সমান উত্তর! না— আমায় একটু শাসন কর্‌তে হবে; আসুক একবার রাজা বাড়ীতে— ব'সে ব'সে মাইনে খাওয়াটা সব বের কর্‌ছি।

পুরবালকগণসহ ভানু প্রবেশ করিল।

ভানু। মা! মা! একখানা গান শুন্‌বে? নূতন শিখেছি।

অমরা। যা—যা, পড়া গেল—শোনা গেল, কেবল গান আর গান, জ্বালাতন!

ভানু। না—মা! শুন্‌লে তোমায় ভাল বল্‌তেই হবে,—শোন না?

অমরা। যা খুসী কর্‌, আর পারি না বাপু!

গীত।

ভানু।— চল যুদ্ধে বঙ্গবীর।
বালকগণ।—হয় গৌরব রবে না হয় মৃত্যু, দেখ না তুলিয়া শির॥
ভানু।— জন্তুর মত কতদিন প'ড়ে,
বালকগণ।—বহিবে সে বেগ বুকে চেপে ধ'রে,
ভানু।— কতদিন আর কপোল-হুঙ্কারে রহিবে স্তব্ধ বধির।
বালকগণ।—বল কত কাল আর সমাজ-প্লাবনে নীরবে ফেলিবে নীর॥
ভানু।— দেখ রে তোদের বঙ্গজননী,
বালকগণ।—হায় যেন কত অপরাধিনী,
ভানু।— সোনার ভারতে সবে রাজরাণী, তার পরিধানে চীর।
বালকগণ।—বুকের রুধিরে মুছাও মলিনতা মঙ্গলময়ী জননীর॥

ভানু। কেমন? ভাল লাগ্‌লো না? এ গানটা কখন হয়েছিল জান? বাবা যখন কণোজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যান, তখন গুরু-ঠাকুর এই গানটা তৈরী ক'রে সবাইকে গাইয়েছিল।

অমরা। বেশ করেছিল; যা—তোর বাবার দুটো হাত ছিল, চারটে হয়েছে।

ভানু। মা! আমি যুদ্ধ কর্‌বো।

অমরা। [শিহরিয়া উঠিলেন] এঁ্যা! যুদ্ধ কর্‌বি কি?

ভানু। না মা! সে যুদ্ধ নয়, তুমি ভয় পেয়ো না। এই দেখ, আমি পাড়ার ছেলেদের ডেকে এনেছি; কেউ বা রাজা হবে—কেউ সেনাপতি হবে—কতকগুলো অশ্বারোহী হবে—কতকগুলো বা পদাতিক হবে। মিছি মিছি যুদ্ধ—বুঝেছ?

অমরা। তা—বেশ, যা! বাবার ধারা ধরেছিস্ দেখ্‌ছি!

ভানু। আমার সেই পোষাকটা বের ক'রে দাও না মা! সেই আর বছর পূজার সময় যেটা হয়েছিল! আমায় রাজা হতে হবে কি না!

অমরা। ঐ পোষাকেই হবে—না।

ভানু। না—হবে না, তুমি দাও।

অমরা। দেখ্‌ ভানু! বকাস্‌নে আমায়, আমার দেহ ভাল নাই।

ভানু। তুমি আমায় দিয়ে, চুপ ক'রে ব'সে ব'সে দেহ সারগে না কেন!

অমরা। তবে রে—ছেলেকে নাই! [ভানুর গণ্ডে চপেটাঘাত করিলেন]

[ভানু কাঁদিতে কাঁদিতে বালকগণসহ চলিয়া গেল।

অমরা। কাঁদুক্‌গে—মরুক্‌গে! ছেলেকে আদর দিতে আছে! না—

সবাই আমার পিছু লেগেছে! দু-দণ্ড যে আপনার মনে বস্‌বো, তার যোটী নাই। পেটের ছেলে—সে পর্য্যন্ত শত্রু। এমন সংসারে কখনও বাস করা যায়! না—আমায় বিষ খেয়ে মরতে হবে দেখ্‌ছি।

আর একজন পরিচারিকা প্রবেশ করিল।

পরিচারিকা। পুরুত-ঠাকুর যে এখনও আসেনি মা!

অমরা। পুরুত-ঠাকুর এসে কার পিণ্ডি চট্‌কাবে? কাকে স্বর্গ দেবে?

পরিচারিকা। সে আবার কি! পুরুত-ঠাকুর এসে শিবপূজা না ক'রে গেলে তুমি যে জল খাও না!

অমরা। খুব খাবো। সে সব আমি ছেড়ে দিয়েছি; ও সব ঠাকুর আমার আর ভাল লাগে না। খবরদার! তুই আর পুরুত ঠাকুরকে অন্দরে ঢুকতে দিস্ না; ঠাকুর-দেবতা, নোড়া-নুড়ী বাড়ীতে যা আছে, সব টেনে ফেলে দিগে। যা—দাঁড়িয়ে রইলি যে?

পরিচারিকা। [স্বগত] ওমা! হুকুম দেখ একবার! মাথা একদম বিগ্‌ড়ে গেছে দেখ্‌ছি! রাজা যেদিন থেকে গেছে, ঠিক সেই দিন হ'তে এই রকম হয়েছে, বাড়ীতে কাক চিল বস্‌বার যো নাই। ওমা! যাবো কোথা? কি ঘেন্না! এই তো সবে এক হপ্তাও হয়নি, এর মধ্যেই এত খেপা-খেপি! ছেলের মা, এত কেন? আমাদেরও তো ভাতার ছিল বাপু—না হয় রাজাই নয়!

[প্রস্থান করিল।

অমরা। ব'য়ে গেল, ঠাকুরে জল না পেলে তো মহা ক্ষতি! আমার জন্ম-জন্মান্তরের ইষ্টদেবতা কোথায় আছে, তার ঠিক নাই, এক বিন্দু জল পাচ্ছে কি না, আছে কি না, তাই বা কে জানে, ওদের চিন্তে প'ড়ে গেল

কি না ঠাকুর আর ঠাকুর! চুলোয় যাক্‌গে ঠাকুর। [ক্ষণেক চিন্তা করিলেন] তবে মর্ম্মান্তিক বড় এই—আমি যার অভাবে স্বর্গের শান্তিতে নরক-জ্বালা অনুভব করি—চতুর্দ্দিক শূন্য দেখি—জীবনটা মরণের ভ্রূকুটী ভাবি, সে হয় তো স্বপ্নেও আমায় ভাবে না! না ভাবুক্—ভাল থাক্‌লেই ভাল; এখন একটা সংবাদ পাই কি ক'রে? [গবাক্ষপানে চাহিলেন] ওঃ—আজকের রোদটাও কি ঝাঁ ঝাঁ ক'রে উঠ্‌ছে।

লক্ষ্মী প্রবেশ করিল।

লক্ষ্মী। মা! তুমি ভানুকে মেরেছ?

অমরা। এই দেখ! সে এর মধ্যে বুঝি তোমার কাছে গেছে? সে বড় দুষ্টু হয়েছে বাছা! কথা বল্‌লে শোনে না।

লক্ষ্মী। সে না হয় দুষ্টু হয়েছে, বাড়ীর দাসীগুলো—তারাও কি তাই? তাদের কাকেও তিরস্কার করেছ, কাকেও ঠাকুর ফেলে দিতে বলেছ; তুমি কি হ'লে মা?

অমরা। কি আবার হ'লাম? এই নাও, আমি তো জানিই, যত দোষ হবে আমার!

লক্ষ্মী। দোষ তোমার নয় মা! যত দোষ তোমার দুর্ব্বল হৃদয়ের। স্বামী যুদ্ধে যায় না কার?

অমরা। তা গেলেই বা, আমার কি? আমি কি তা বল্‌ছি? যুদ্ধে যাওয়ারই বা কি দরকার বল দেখি? যুদ্ধে না গেলে কি দিন না, না ভাত হজম হয় না? মানুষ হ'য়ে মানুষের সঙ্গে কাটাকাটি—কেন? নিজেরও তো অমঙ্গল হ'তে পারে! সব যুদ্ধই তো এমন কিছু হবার কথা নাই? তাই বা কি হয়েছে ভগবান জানে—আজ পর্য্যন্ত সং নাই! আমার কান্না পাচ্ছে; নিজের যা, তাই সবার ভোগ হয়

আবার পরের নিয়ে টানাটানি। না বাছা! তুমি যাই বল, এ আমার ভাল বোঝাচ্ছে না।

লক্ষ্মী। রাগ ক'রো না মা! তোমার রাজরাণী হওয়া কোন মতে উচিৎ হয় নি। রাণীর কর্ত্তব্য কি জান? রাজ্যের কল্যাণে, বিপ্লব দমনে, গৌরব অর্জ্জনে তার বুকের রক্ত, সিঁথীর সিন্দুর, হাতের নোয়া রণস্থলে ঢালা—জগৎ-জননীর মত বিশ্বের জন্য আবেগভরে কোল পাতা—আর প্রয়োজন হ'লে পাষণ্ডদলনে উগ্রচণ্ডার মত খড়্গাহস্তে নাচা; বুঝ্‌লে?

অমরা। বুঝেছি; আমিও যেমন—তাই তোমার কাছে গেছি পেটের কথা খুল্‌তে; তুমি তো সেই বাপেরই মেয়ে!

লক্ষ্মী। তুমি সামান্য লোকের মেয়ে, আমার বাপের মর্য্যাদা তুমি কেমন ক'রে জান্‌বে মা?

অমরা। ওমা! আমি সামান্য লোকের মেয়ে—আমি ইতরের মেয়ে আমি ছোট লোকের মেয়ে! [অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন]

লক্ষ্মী। কেঁদো না মা! বুঝে দেখ, রাজা-রাজড়ার মেয়ের মত কথা-কি তোমার ঠিক হ'চ্ছে মা?

অমরা। দেখ লক্ষ্মী! তুমি জান না, আমিও রাজার মেয়ে, আমার ও গুর্জ্জরের রাজা ছিল, তবে এমন সাত পাঁচ জান্‌তো না—এই যা, তোমাদের দেখাতাম—কি বল্‌বো ম'রে গেছে।

লক্ষ্মী। আপদ গেছে; যাক্—তুমি একটু ঠাণ্ডা হও। তোমার বাবা তা ছিল—ফুরিয়ে গেল।

অমরা। তুমি আমার বাবাকে দেখ নাই—

লক্ষ্মী। আমার দুর্ভাগ্য, তেমন জিনিষটা চোখে পড়্‌লো না; একটা তীর্থ বাকী থেকে গেল।

অমরা। আমার বাবা—

লক্ষ্মী। আবার আমার বাবা? দোহাই মা তোমার!

পরিচারিকা শশব্যস্তে প্রবেশ করিল।

লক্ষ্মী। একি! অমন ক'রে এলি কেন?

পরিচারিকা। কতকগুলো বিদেশী সৈন্য এই দিকে হা-হা ক'রে ছুটে আস্‌ছে।

অমরা। [ভয়ে অভিভূতা হইয়া বলিলেন] এ্যাঁ—এ্যাঁ! সৈন্য? বিদেশী সৈন্য? ওমা—ওমা! [পতনোন্মুখী হইলেন, লক্ষ্মী তাঁহাকে ধরিল]

লক্ষ্মী। কি বিপদ! তুই বুঝি আর বল্‌বার জায়গা পেলি না?

অমরা। ঐ বুঝি আস্‌ছে, বৈশাখী ঝড়ের মত উড়ে আস্‌ছে—এলো ব'লে! উঃ, কি বদ চেহারা! কি কর্কশ ওদের গলার আওয়াজ! কি ভয়ানক ওদের অস্ত্র! ঐ কার পায়ের দুম-দুম শব্দ! যা—বাড়ীতে ঢুকেছে বুঝি! কি হবে মা, কি হবে?

সামন্তসেন প্রবেশ করিলেন।

সামন্ত। ভয় নাই মা! আমরাও এসেছি।

অমরা। এসেছ বাবা! আঃ—বাঁচলুম, তবু রক্ষে পাই! সাধে কি বলি, এ সব কাজে দাঁড়াতে হবে না? তা কি কিছুতে শুন্‌বে? দেখ বাবা, কারা বাড়ী ঢুক্‌ছে।

সামন্ত। আর যম প্রবেশ কর্‌তে পার্‌বে না মা! আপনি নি[শ্চিন্ত] হোন্।

অমরা। বেঁচে থাক বাবা বেঁচে থাক্।

লক্ষ্মী। দাসী! দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিস্ কি? মাকে এখান হ'তে যা—টেনে নিয়ে যা।

পরিচারিকা। চলো গো চল।

অমরা। যাই—যাই! দেখ বাবা! তোমায় একটা কথা ব'লে যাই। যদি গতিক ভাল না বোঝ—কোন মতে আট্‌কাতে না পার, যারা বাড়ী ঢুক্‌বে তাদের ব'লো—আমার লক্ষ্মীকে যেন কেউ কিছু না বলে, আমার তানুর গায়ে যেন কাঁটার অঁাচড় না লাগে,—আমার যত গহনা আছে, সব তাদের দেবো।

[পরিচারিকা তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া গেল।

লক্ষ্মী। কিছুই বোঝে না—শুধু হাউ হাউ করে! দুর্গ অধিকার করলে ওঁর গয়না যে থাক্‌বে কোথা, তা জানে না। তারপর ব্যাপার কি সেনাপতি?

সামন্ত। ব্যাপার বড় গুরুতর রাজকুমারী! বল্‌তে সঙ্কোচ হ'চ্ছে

লক্ষ্মী। কিছু না! আমি মায়ের মেয়ে নই,—লক্ষ্মী আদিশূরের কন্যা।

সামন্ত। মহারাজ বন্দী।

লক্ষ্মী। বল কি! বাবা বন্দী—যুদ্ধে? তুমিও ছিলে তো?

সামন্ত। না, রাজকুমারী! পথভ্রম হওয়ায় আমি ঠিক সময়ে গিয়ে পৌঁছাতে পারি নাই।

লক্ষ্মী। বটে! তারপর?

সামন্ত। তারপর কণোজে পা দেবা মাত্রেই শুন্‌লাম যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেছে—রাজা বন্দী হয়েছে; অধিকন্তু দু'দল সৈন্য বাঙ্গলা অধিকারে পেঁছে। তাই আমি অন্য চেষ্টা না ক'রে উপস্থিত এই দিকে ছুটে আস্‌ছি।

লক্ষ্মী। তা—বেশ করেছ; দু'দল সৈন্য কার কার অধীনে এসেছে?

সামন্ত। একদল মালবের পূর্ব্ব রাজা জগতবর্দ্ধনের অধীনে, আর দল আমাদের রাজজামাতা শক্তিবর্দ্ধনের অধীনে।

লক্ষ্মী। উত্তম; তবে আর দাঁড়িয়ো না। ঐ বিপক্ষের কোলাহল

শুন্‌তে পাওয়া যাচ্ছে! বীরহৃদয় নিয়ে ছুটে যাও—তপ্ত লৌহপিণ্ডের মত শত্রুর মাঝখানে পড়—রাজার এ অপমানের প্রতিশোধ ভিন্ন মনে যেন অন্য চিন্তা না আসে। খুব সাবধান! দেখো, রাজজামাতা ব'লে যেন তরবারিটাও খাতিরের উপর না চলে। যাও—আমিও যাচ্ছি।

সামন্ত। বাহবা বাঙ্গলার রাজকুমারী—বাহবা আদিশূরের বীর-ঔরস—বাহবা সেনবংশের কীর্ত্তিকাহিনী! [প্রস্থান করিলেন।

লক্ষ্মী। প্রাণে বল দাও ভগবান! হৃদয় দৃঢ় কর নারায়ণ! প্রতি ধমনীতে জন্মভূমির স্মৃতি জাগাও পরমেশ্বর! [গমনোদ্যতা হইলেন।

গীতকণ্ঠে সখিগণ প্রবেশ করিল।

সখিগণ।—[নৃত্যসহ]

গীত।

সুখে, দুঃখে সঙ্গিনী আমারা তোমারি।
সমরপ্রাঙ্গণে যাবো সারি সারি॥
রাখিব মোদের দেশ যতবধি রবে শ্বাস,
দেখি কোন বাহু করে জন্মভূমিরে গ্রাস,
কি ছার নরের কথা শমনে না করি ত্রাস,
অসুরনাশিনী মোরা বঙ্গনারী।
বাজাক্ বঙ্গ আজ এ সমর-দুন্দুভি,
গাউক্ বিজয়-গান বঙ্গ চারণ কবি,
ঢাকুক্ বামার শরে আকাশে দ্বাদশ রবি,
খেলুক দামিনী সম করে তরবারি॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বল্লভ মিশ্রের বহির্বাটী।

জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষুর ঘাড়ে ধরিয়া মারিতে মারিতে বল্লভ মিশ্র উপস্থিত হইল।

বল্লভ। ডাক্—ডাক্ তোর কোন্ বাবা আছে, এসে রক্ষে করুক্।

ভিক্ষু। কেন মশায়! আপনি অযথা প্রহার করছেন?

বল্লভ। অযথা? তুই কেন বাড়ীর ভেতর ঢুক্‌লি? আমার মেয়ে মানুষের সংসার! আমার চোখে ধুলো? আমারও যখন বয়েস ছিল, ও রকম সাধু সেজে ঢের বাড়ীতে ঢুকে মহাপ্রভুর নামে রাসলীলার ব্যাখ্যা ক'রে ঢের মেয়ে মানুষকে কুমুনি দিয়েছি। আমার নাম বল্লভ মিশ্র,—বাঘের ঘরে [illegible]গের বাসা?

ভিক্ষু। কি বল্‌ছেন আপনি অশ্রাব্য? আমরা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী,—স্ত্রীলোক আমাদের গুরু।

বল্লভ। শুধু গুরু! "রাধে! তুমি আমার প্রেমের গুরু" এ সেই গুরু! বেটা হা-ঘরে! [প্রহার]

ভিক্ষু। মার্জ্জনা করুন মশায়! আর আপনার এদিকে জীবনে পদার্পণ করবো না।

বল্লভ। সে তো পরের কথা, এখন যা করেছ, তার কি যাচ্ছ?

ভিক্ষু। তার জন্য একজন সন্ন্যাসীকে এরূপ নির্দ্দয়ভাবে মার্‌বেন?

বল্লভ। মার্‌বেন কি,—মেরেছি—মার্‌ছি—মার্‌বো। তাল মান্‌বো না—ফাঁক দেবো না—সম বাছ্‌বো না। নিদ্দম ক'রে মার্‌বো। [প্রহার]

ভিক্ষু। জয় ভগবান্ বুদ্ধদেব!

বল্লভ। ডাক্ তোর বাবাকে! [প্রহার]

ভিক্ষু। [বুদ্ধদেবের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল]

একজন প্রতিবেশী আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রতিবাসী। আরে—আরে চিৎকার কিসের? দিনের বেলায় বাড়ীতে চোর পড়্‌লো না কি?

বল্লভ। খুড়ো এসেছ? এস তো বাবা, এস তো! চোর নয় বাবা, ডাকাত—ডাকাত! মার বেটাকে!

প্রতিবাসী। দেখ্‌ছি তো সন্ন্যাসী,—ব্যাপারখানা কি?

বল্লভ। তুমি একা না পার, পাড়ার সব লোক ডাক—বেটাকে চাঁদা ক'রে মার। আজ আমার বাড়ী—কাল তোমার বাড়ী! বেটাকে বেদম মার। [প্রহার]

প্রতিবাসী। কি আমার বাড়ী—তোমার বাড়ী? খুলেই বল— কি করেছে এ?

বল্লভ। বুঝ্‌তে পার নাই? বেটার কি বাড় খুড়ো! বেটা আমার ভিতর বাড়ীতে ঢুকে, একেবারে রশুই ঘরের দাওয়ায় ঠেলে উঠে পড়েছে গো!

প্রতিবাসী। বটে—বটে? অন্যায় তো! তা রশুই ঘরের দাওয়ায় যে উঠ্‌লো—কি কর্‌তে? ঘটুটে বাটুটে চুরী কর্‌তে, না সক্‌ড়ি কড়া চাটুতে?

বল্লভ। ঐ হা-ঘরে বেটাকেই জিজ্ঞেস কর—আমার গুষ্টির পিণ্ডি দিতে।

প্রতিবাসী। কি বাবাজী! ঘটনাটা কি?

ভিক্ষু। আমি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, ভিক্ষায় এসেছিলাম; মা-ঠাক্‌রু

পরম ভক্তিমতী, আমায় ভিতরে ডাক্‌লেন—সমাদরে আসন দিলেন, এই অপরাধ।

বল্লভ। শুধু আসন দিলেন? আর কিছু হয় নাই?

ভিক্ষু। আর বিশেষ অনুরোধে একটু জলযোগ করালেন।

বল্লভ। শুন্‌ছো—শুন্‌ছো খুড়ো! আমি কোথা নেয়ে আস্‌ছি বাবা—আহ্নিক সেরে একটু জল টল খাবো—না আমার মিষ্টান্ন ক'টী, কলা ছড়াটী, দুধের বাটিটী বেটা সব সাব্‌ড়ে রেখেছে! মার খুড়ো! দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছো কি? বেটার পেট ফাটিয়ে দাও।

উগ্রচণ্ডা-মূর্ত্তিতে কাত্যায়নী উপস্থিত হইল।

কাত্যায়নী। কৈ—দাও দেখি এইবার! যত কিছু বল্‌ছি না—চুপ ক'রে আছি, তত বাড়াবাড়ি! ওমা! সন্নিসির গায়ে হাত! তে রাত্তির কাট্‌বে না—তে রাত্তির কাট্‌বে না। ওঁর দোষ কি? আমি আজ ওঁর সেবা নিয়েছি, আমার কি কর্‌তে পার—কর।

বল্লভ। তোমার আর কি কর্‌বো? তুমি তো আজকাল কুন্তী সতী হ'য়ে পড়্‌ছো গো! অতিথিসেবায় মেতেছ,—কোন্ দিন সেই হরেক রকমের আমদানি করার মন্ত্রটা পাও আর কি! দেখ্‌ছো খুড়ো, দেখ্‌ছো বাবা! আজকাল দেশ থেকে স্বামীসেবাটা উঠে গেল গো! বাবাজী নিয়ে ভজনের ঢেউ উঠ্‌লো। এ হ'লো কি খুড়ো? সীতা-সাবিত্রী প'ড়ে রইলো, সতী হ'লো কে—না অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী! ভাব্‌ছো কি খুড়ো? যত দোষ ঐ বেটার! বেটাকে আপাদ-মস্তক মার আরম্ভ কর।

প্রতিবাসী। বেটা তার কি কর্‌লে বাবা? এর তো দোষ দেখি না; অপরাধ থাকে তো একটু খুড়ী-ঠাকরুণের।

বল্লভ। খুড়ো! তুমি খেপা; ওর অপরাধ কি? হাজার হোক্, ও মেয়ে মানুষ—সদাই বেসামাল! আলোচাল দেখ্‌লেই ভেড়ার স্বধর্ম্ম মুখ চুলচুল করা, তাতে ভেড়ার কি দোষ? দোষ তার, যে তাকে আলোচাল দেখায়। ও বেটারা কেন ভিক্ষে কর্‌তে আসে? মা-ঠাকরুণ তো ওকে আড্ডা হ'তে ডাক্‌তে যায় নি! বেটার ঝুলি কেড়ে নাও খুড়ো! পা ভেঙ্গে দাও।

প্রতিবাসী। বটে বাবা! এমনি তোমার নিক্তিধরা বিচার! চল বাবাজী, বেরিয়ে চল; তোমার কোন ভয় নাই। [বল্লভের প্রতি] তোমায় আমরা একঘরে কর্‌বো মিশ্রি! জাত হ'তে ঠেল্‌বো। এই চল্লুম সবাইকে জড় কর্‌তে। পাজি বজ্জাৎ বুড়ো বামুন কোথাকার, তুমি কেবল কুকুর মারবে, হাঁড়ি ফেল্‌বে না! [ভিক্ষুকে লইয়া চলিয়া গেল।

বল্লভ। যা—বেটা যা, এ আমার পিতলের হাঁড়ি, ধুলে মাজ্‌লেই শুদ্ধ।

কাত্যায়নী। বলি, তোমার কি মতিচ্ছন্ন ধরেছে? যা তা নিয়ে একটা কেলেঙ্কারী—লোকহাসানো! ছেলেটা গেল, তার একটা উদ্দেশ নিলে না; তার উপর পাঁচজন সাধু-সন্নিসীর সেবা ক'রে আমি যে একটু পুণ্যি-ধর্ম্ম কর্‌বো, তাতেও তোমার পোড়া চোখে বিষ ঠেক্‌বে। না—এ রকম কর্‌লে আর সংসারে থাক্‌তে পার্‌বো না, মুড়ো জ্বেলে দিয়ে চ'লে যাবো।

বল্লভ। কোন্ চুলোয় যাবে?

কাত্যায়নী। যে দিকে দু-চোক্ যাবে।

বল্লভ। দু-চোখ তো তোমার ঐ হা-ঘরেদের দলে?

কাত্যায়নী। তাই বা মন্দ কি!

বল্লভ। পশার কর্‌তে পার্‌বে না গিন্নি! বয়েস হয়েছে।

কাত্যায়নী। তোমার মুখে আগুন! যম তোমায় ভুলে আছে?

[প্রস্থান।

বলরাম। ভোলে নাই গিন্নি! বাড়ী ঢুক্‌তে পার্‌ছে না, শুধু তোমার পুণ্যি-ধর্ম্মের ঠেলায়; তোমার আনাচে কানাচে কাছাখোলা বাবাজীদের বেজায় ভিড় দেখে, পাছে এ বাড়ী হ'তে লোক নিয়ে গেলে, তারও অন্দরে ঐ রকম সেবা নেওয়ার ধূম পড়ে, এই ভয়ে। ভিক্ষে করা বন্ধ কর্‌তে হবে—ভিখিরী দেখ্‌লে মেরে ঝুলি কেড়ে নিতে হবে—সাধু সাম্‌নে পড়্‌লেই ধ'রে বেটাদের রাজবাড়ীতে চালান দিতে হবে; তবে সংসার থাক্‌বে, তবে মেয়ে মানুষ নিয়ে ঘর করা চল্‌বে। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পথ।

যষ্ঠিহস্তে নাগরিকগণ গাহিতেছিল।

নাগরিকগণ।—

গীত।

মার্ লাঠি মার্ দেখ ভিখিরী—কাড়্ ঝুলি—কি জ্বালাতন।
বেটাদের গানের ঠেলায়, ভাতার ছেড়ে বৌ ঝি পালায়,
ছেলে পুলে মানে না ভাই, বাপ খুড়োদের আর শাসন।
গোকুলে কে একটা ছোঁড়া বাঁশী বাজাতো,
আল্‌গা পেয়ে মাগীগুলোর কেষ্ট ভজাতো,
সেই বুঝি এলো দেশে, এ ঘোষের পো সব গেলাম ভেসে,
রাসটা এদের বাড়মেসে বাঙ্গলা হ'লো বৃন্দাবন।

কপনি এঁটে ঘর ঢোকে সব ধর্ম্মের জাল ফেলে,
অমনি ওঠে মাগীগুলো কোলের শিল ঠেলে,
মিন্‌সেরা সব বোকাপানা, বোঝে না এ কি কারখানা,
সেই রাধা সেই কেলে সোনা উড়বে কোথা চাঁদবদন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল।

যুধ্যমান সৈন্যগণ উপস্থিত হইল ও যুদ্ধ করিতে করিতে চলিয়া গেল; সায়ন ও শক্তিবর্দ্ধন প্রবেশ করিলেন।

সায়ন। বাঙ্গলা অধিকার কর্‌তে এসেছ, থানেশ্বররাজ?

শক্তি। অধিকার কর্‌তে আসি নাই, তাকে ধ্বংস কর্‌তে এসেছি; তার এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত দাউ-দাউ শব্দে দাবানল জ্বাল্‌তে এসেছি।

সায়ন। ভুল করেছ রাজা! এখনও কি দেখ্‌তে পাচ্ছ না, সে আগুন নেবাবার জন্য বঙ্গোপসাগরে প্রচুর জল আছে?

শক্তি। তোমারই ভুল হ'চ্ছে; তুমি কি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, যে নিমিষে এমন একটা আগুন জ্বাল্‌তে পারে, সে গণ্ডূষে সাগর শুষ্ক কর্‌বারও ক্ষমতা রাখে।

সায়ন। বুঝেছি, তোমার মস্তিষ্ক উত্তপ্ত—পূর্ণ বিকার।

। এ বিকারের ঔষধ কি জান? তোমার রক্ত!

সে ঔষধ পেতে বোধ হয় তোমার আর এক জন্ম লাগ্‌বে।

এক মুহূর্ত্ত না।

[illegible]। অস্ত্র ধর্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে, যাকে শিশিরবিন্দু মনে কর্‌ছো, বাস্ত[illegible]সে তা নয়, শিশিরবিন্দুর আকারে একটা বিরাট জলপ্লাবন।

। জলপ্লাবন হোক্—অগ্নিতরঙ্গ হোক্—সাক্ষাৎ প্রলয়ের দেব[illegible] হোক্, আজ আর কেউ এ মূর্ত্তিমান ব্রহ্মশাপের মুখ হ'তে বা[illegible] রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না। [অস্ত্র ধরিলেন]

[illegible]ন। এই তবে ব্রহ্মশাপ! দেখি, সুদর্শনের কাছে তোমায় নত[illegible] হ'তে হয় কি না। [অস্ত্র ধরিলেন]

[উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

উন্মাদিনীর ন্যায় লক্ষ্মী উপস্থিত হইল।

লক্ষ্মী। একদিকে পিতৃস্বসাপুত্র—ভাই, অন্য দিকে পরম ইষ্ট দেবতা স্বামী! কার জয় চাই? এক দিকে বুকের হাড়, অন্য দিকে সিঁথীর সিন্দুর! কাকে বাঁচাই? এক পক্ষে দেহ, অন্য পক্ষে প্রাণ! ব'লে দাও ভগবান! কার কল্যাণ কামনা করি? ঐ—ঐ বুঝি সায়নাদিত্য—আমার ভাই হতাশনয়নে চারিদিকে দৃষ্টিপাত কর্‌ছে! তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে দর-বিগলিতধারায় রক্তস্রোত ব'য়ে যাচ্ছে—মৃত্যুর জন্য বুক পেতে দাঁড়িয়েছে! ওঃ—দেখ্‌তে পারি না আর, কি ভীষণ দৃশ্য! না—না, ও আবার কি হ'লো! স্বামী আমার সহসা ছিন্নমূল তরুর মত প'ড়ে গেল কেন! আমার হাতের কঙ্কণ ঝন্‌-ঝন্‌ ক'রে উঠ্‌লো যে! তবে কি নাই? না—না, মূর্চ্ছিত! দাদা! দাদা! কাজ নাই আর যুদ্ধে—অস্ত্র রাথ, আমার মুখ পানে চাও; আর যা কর্‌বে কর—আমার প্রাণ বাঁচাও।

[গমনোদ্যতা হইল]

গীতকণ্ঠে সখিগণ উপস্থিত হইল।

সখিগণ।—

গীত।

ধরিতে আসিলি যদি কেন ধরা দিবি বল্।
ঘূর্ণিত সে নয়ন, কি হেতু লো ছল্-ছল্।
কাঁত অধর তোর হ'য়ে গেছে সাদা ছাই,
ললাটে পড়েছে ছায়া, কপোলে সে আভা নাই,
অসি ধ'রে একি সখি রঙ্গ, না পশিতে কেন রণে ভঙ্গ,
বাঁধ লো এলানো কটি, বাজা জয়-ডঙ্কা,
দেখিলে এ দশা তোর কি কহিবে বঙ্গ,—
যৌবন ভারে তোর বুঝি সব টল মল,
বড়ই পিছিল পথ এখনও পা টিপে চল্।

লক্ষ্মী। বিদ্রূপ করিস্ না ভাই! যতই হোক্, আমার স্বামী—আমার সর্ব্বস্ব—আমার ইহকাল পরকাল! আয় ভাই, আমার সাহায্য কর্‌বি তোরা; আমি আজ তাঁর সেবা কর্‌বার সুযোগ পেয়েছি,—পরমেশ্বর আজ আমার নারীজন্ম ধন্য কর্‌বার দিন দিয়েছেন। আজ আমি প্রকৃতই বাঙ্গলার রাজকুমারী!

সখিগণ। জয় বাঙ্গলার রাজকুমারী!

[সখিগণসহ লক্ষ্মী দ্রুত প্রস্থান করিল।

সামন্তসেন ও জগতবর্দ্ধন উপস্থিত হইলেন।

সামন্ত। বড় সাধ ক'রে মালব ছেড়ে বাঙ্গালায় এসেছিলে রাজা! দেখ্‌ছো কি? সে সাধে তোমার ছাই পড়েছে।

জগত। যুদ্ধ কর—যুদ্ধ কর সেনাপতি! অস্ত্র ছেড়ে আবার বাক্-চাতুর্য্য কেন?

সামন্ত। যুদ্ধের গৌরব আর ক'রো না রাজা। জান তো আমি আদিশূরের প্রধান সেনাপতি?

জগত। যে আদিশূর বাঙ্গলা অধিকারের জন্য কন্যাকে উৎসর্গ করেছে, চোরের মত নিশিযোগে মালবে প্রবেশ ক'রে শিপ্রায় রক্তের স্রোত প্রবাহিত করেছে, আজও যে কণোজের কারাগারে বন্দী, সেই রণপণ্ডিত আদিশূরের সেনাপতি তুমি তো?

সামন্ত। শুধু তাই নয়; যে আদিশূরের পদভারে আজ সমস্ত পৃথিবী কম্পবান, যাঁর বীরত্বকাহিনী প্রান্তরে, নগরে, পর্ব্বতকন্দরে প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত, যাঁর ভয়ে তোমাদের আহার-নিদ্রা একেবারে উঠে গেছে, সেই আদিশূরের সেনাপতি আমি।

জগত। তবে রক্ষা কর আদিশূরের সেনাপতি! হর্ষবর্দ্ধনের পুত্রের কবল হ'তে তোমাদের রাজার রাজধানী। রক্ষা কর পরাস্বপহারী। জগতবর্দ্ধনের প্রতিহিংসাপরায়ণ রক্তদৃষ্টি হ'তে তোমাদের জন্মভূমি বাঙ্গলা। রক্ষা কর বীরত্বাভিমানি! আমার এই দীপ্ত অস্ত্রাঘাত হ'তে তোমার ঘৃণিত জীবন। [অস্ত্র ধরিলেন]

সামন্ত। বুঝেছি রাজা! তুমি ক্ষিপ্ত হয়েছ,—হওয়াই সম্ভব। তোমার সকল আশা-ভরসা ঘুচে গেছে—সব আশ্রয় ভেঙ্গে গেছে, তাই সার করেছ মৃত্যু। এস রাজা! বাঙ্গলার পরিবর্ত্তে আজ তোমায় একটা নূতন রাজ্যে পাঠাই। [অস্ত্র ধারণ]

জগত। সাবধান! তুমি আদিশূরের সেনাপতি, আমিও হর্ষবর্দ্ধনের পুত্র।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন

খড়গহস্তে রণরঙ্গিণীমূর্ত্তিতে অপরাজিতার প্রবেশ।

অপরা। একটা কিছু কর্‌তে হয় তো এই সুযোগ! এ হারালে আর হবে না; কর্‌তে হয়েছে। রাজমাতা হ'য়ে তৃপ্তি হ'লো না—ঐশ্বর্য্যের স্তূপে ব'সে আশা মিট্‌লো না—নন্দন-কাননে পারিজাতের শয্যায় গা ঢেলেও শান্তি এলো না। বুঝেছি—হর্ষবর্দ্ধনের বংশের একটা কুটো থাক্‌তে এ জ্বালা যাবে না। এই তো মাহেন্দ্রক্ষণ ব'য়ে যায়! হর্ষ! হর্ষ! কোথায় তুমি? আমার মূর্ত্তিখানা দেখ। সে দিন দেখেছিলে, আজ দেখে নাও—এঁকে নাও—মিলিয়ে নাও,—করুণের পর বীর—শান্তির পর ঝড়—বিদ্যুতের কাষ্ঠ-হাসির পর সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাত।

[উন্মত্তবৎ প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গাতীর।

শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, ছান্দর, বেদগর্ভ গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেছিলেন; তাঁহাদের হাতে গঙ্গোদকপূর্ণ কমণ্ডলু ও সর্ব্বাঙ্গে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ ছিল।

ব্রাহ্মণগণ।—

গীত।

ত্রাহি পতিতারিনী গঙ্গে।
দুরীকুরু দুষ্কৃতি মাতঃ তরঙ্গে।

নিখিল ব্রহ্মতেজ লুপ্ত হ'লো না বেদ,
গেল ঘুচে ব্রাহ্মণ, দেখ মা দেশের দশা,
ধর্ম্মের ভালে আজ ঝর ঝর ঝরে স্বেদ,—
জাহ্নবী জাগো তুমি,
তোমার পুণ্য ধাম হয় মাগো মরুভূমি,
তাণ্ডবে নাচে পাপ বাজে না কি অঙ্গে,—
ধুয়ে ফেল এ কালিমা তরল তরঙ্গে।

শ্রীহর্ষ। ব্রাহ্মণগণ! এখন কি করা কর্ত্তব্য আমাদের? আর তো উদরান্ন সংস্থান হয় না; বৈদিক ক্রিয়া লুপ্তপ্রায়। আর কেউ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, আর কেউ ব্রাহ্মণকে চায় না; চারি যুগের এই উচ্চ জাতিটায় আর ভুলেও একটা প্রণাম পর্য্যন্ত কেউ করে না। দেশের রাজাই যখন বুদ্ধ-উপাসক, তখন আর আমাদের দেখ্‌ছে কে? দাঁড়াবার স্থলই বা কোথায়? আশা ছিল আদিশূরের, তা সেও তো বৌদ্ধ-গৃহে বন্দী। তবে আর কিসের জন্য ইতস্ততঃ করি? কার মুখ চেয়ে আর পত্নী-পুত্রের দারিদ্র্যক্লিষ্ট বিষাদ মুখ দেখি? বৈদিক ধর্ম্ম লোপ করাই বোধ হয় ভগবানের একান্ত অভিপ্রায়! কেন তাঁর ইচ্ছায় বাধা দিই? আর দিলেও পার্‌বো না যখন, তখন আর কেন, এস—আমরাও বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করি।

ব্রাহ্মণগণ। তা ভিন্ন আর উপায় কি!

তক্ষশীল উপস্থিত হইলেন।

তক্ষশীল। উপায় আছে বৈ কি ব্রাহ্মণগণ! খুঁজে পাও নাই; অতি সহজ।

শ্রীহর্ষ। তুমি কে?

। আমি ব্রাহ্মণ ; এর অধিক পরিচয় নিষ্প্রয়োজন ।

শ্রীহর্ষ। যাক্। কি উপায় আছে বল্‌ছিলে ?

তক্ষশীল। মৃত্যু ; খুব সোজা—অথচ এর চেয়ে খুব গৌরবের। ব্রাহ্মণগণ! উদরান্নের জন্য গ্রহণ করবে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ? এক মুঠো পেটের ভাত, যা অতি দীন অন্ধ কুষ্ঠেরও জোটে, তার জন্য ত্যাগ করবে পিতৃ-পিতামহগণের পদচিহ্নিত সোনার পথ ? একটু রাজসম্মান—যে আদর প্রভুর পাদুকা লেহন ক'রে কুকুরেও পেয়ে থাকে, তার জন্য চূর্ণ করবে কপিল কশ্যপের মহিমা-মন্দির ? এ হ'তে মরণ মঙ্গল নয় কি ?

ব্রাহ্মণগণ। [নীরব রহিলেন]

তক্ষশীল। ব্রাহ্মণগণ! তোমরা হ'লে কি ? এ কল্পনাও যে তোমাদের মনে জাগতে পারে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। যাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ষাট হাজার বৎসর ধ'রে অনাহার অনিদ্রায় কঠোর তপস্যা ক'রে গেছে, যাদের অভাবমোচনে প্রকৃতি হাতে হাতে ফল জল যুগিয়ে গেছে, যে জাতি শুদ্ধ রক্তচক্ষে রাজা, প্রজা, সমস্ত পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব ক'রে গেছে, তাদের বংশধরদের হৃদয় এত সঙ্কীর্ণ ? হা ভগবান! করলে কি ?

শ্রীহর্ষ। তবেই বুঝ্‌তে পারছেন তো, সবই ভগবানের চক্র—কালের পরিবর্ত্তনশীল নিয়ম। আমাদের দোষ কি ? বৈদিক ধর্ম্ম নষ্ট করা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য।

তক্ষশীল। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ? ব্রাহ্মণ! চমৎকার আত্মপ্রবোধ তো তোমার! তুমি কি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বোঝবার খড়ি-টড়ি পাততে জান না কি?

শ্রীহর্ষ। খড়ি পাত্‌তে হবে কেন ? স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।

তক্ষশীল। তুমি উল্টো বুঝ্‌ছো ; বৈদিক ধর্ম্ম নষ্ট করা কখনও ঈশ্বরের উদ্দেশ্য নয়, বৈদিক ধর্ম্ম নষ্ট হ'চ্ছে শুদ্ধ দেশে ব্রাহ্মণ না থাকায়।

শ্রীহর্ষ। কি বল্‌ছো তুমি? দেশে ব্রাহ্মণ নাই?

তক্ষশীল। কৈ আর আছে? ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মালেই ব্রাহ্মণ হয় না, স্কন্ধে সূত্র রাখ্‌লে ব্রাহ্মণ হয় না, সর্ব্বাঙ্গে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ মেরে চোখ বুজে আঙ্গুল গণ্‌লে ব্রাহ্মণ হয় না। ব্রাহ্মণ হ'তে হবে বশিষ্ঠের মত—ব্রাহ্মণ হ'তে হবে দুর্ব্বাসার মত—ব্রাহ্মণ হ'তে হবে ব্যাসের মত; তবে জগৎ খোঁজ কর্‌বে, তবে তার প্রণাম পাবে। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণই যদি থাক্‌বে, দেখ দেখি এ জিনিষটা কি?

[একখানি জীর্ণ পুঁথি দেখাইলেন।]

শ্রীহর্ষ। [খুলিয়া দেখিয়া বলিলেন] এ কি! এ যে ব্রাহ্মণের বেদ!

তক্ষশীল। দেখ এর দুরবস্থাটা! উইয়ে এর সর্ব্বাঙ্গ জর-জর করেছে—ইন্দুরে এর পাতাগুলো টেনে নিয়ে যাচ্ছে; এ এখন প'ড়ে আছে যেন একটা বিরাট মহত্ত্বের মূর্চ্ছিত কঙ্কাল। এর পানে চায়, এমন লোক আজ আর ভারতবর্ষে নাই,—এর গায়ের ধূলো ঝেড়ে দেয়, এমন লোক আজ আর ভারতবর্ষে নাই,—এর ক্ষতস্থান পূরণ করে, এমন লোক আজ আর ভারতবর্ষে নাই। তবেই ব্রাহ্মণ! ভারতে আজ আর ব্রাহ্মণ কোথায়? যদি কেউ ব্রাহ্মণ থাক, এস ভাই! এর উদ্ধার কর—একে বাঁচাও; এ আজ বড় দীন।

শ্রীহর্ষ। কেমন ক'রে বাঁচাবো ব্রাহ্মণ! রাজার সাহায্য ব্যতীত কোন কালে কোন্ কার্য্য সম্পন্ন হয়েছে? তখন বেদের আদর ছিল, কেন না তখন দেশের রাজাগণ তার পক্ষপাতী ছিল।

তক্ষশীল। ঐখানটাতেই তুমি মস্ত ভুল কর্‌লে। রাজারা তখন বেদের অত অনুরাগী ছিল কেন, জান? তখন ব্রাহ্মণেরা ইচ্ছামত রাজা তৈরী কর্‌তে পার্‌তো ব'লে। তখন রাজারা ছিল ব্রাহ্মণদের

হাতের ক্রীড়ণক, এখন ব্রাহ্মণেরা হয়েছে তাদের তোষামোদের বিদূষক।

শ্রীহর্ষ। সেকাল আর নাই ব্রাহ্মণ! এই তো আদিশূর মাথা তুলে উঠেছিল, কি হ'লো তার দশা?

তক্ষশীল। কি হ'লো? পরাজিত হয়েছে, এই তো? তার জন্য তোমরাও তো দেশস্থ ব্রাহ্মণ, কে ক' বিন্দু অশ্রু ফেল্‌ছো? সে তোমাদের বেদ উদ্ধারে প্রাণ দিতে চলেছে, তার মঙ্গলের জন্য কে ক' দিন ভগবানের কাছে জানিয়েছ? তোমাদের ইঙ্গিতে চালিত হ'য়ে আজ তার এ অবস্থা, এ ভেবে তোমরা ক'জন ব্রাহ্মণ অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে যজ্ঞোপবীত ধ'রে রাস্তায় দাঁড়িয়েছ? একবার পরাজয় হ'য়েছে ব'লে অমনি তোমরা বুকভাঙ্গা হ'য়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বসেছ! পরাজয় হয় না কার?

শ্রীহর্ষ। এখনও কি তুমি জয়ের আশা কর?

তক্ষশীল। করি,—যদি তোমরা ঠিক ব্রাহ্মণের মত একটু নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়াও।

শ্রীহর্ষ। আমরা কি কর্‌তে পারি? আমাদের ক্ষমতা কতটুকু? আমরা শাস্ত্রজীবি, শস্ত্রব্যবসায়ী নই। যে পরাজিত—বন্দী, তার উপর আর আমাদের হাত কি?

তক্ষশীল। ওহে! ইন্দ্র বৃত্রাসুরের যুদ্ধে এমন অনেক বার পরাজিত হয়েছিল; শেষে তোমাদেরই একজন শাস্ত্রজীবি ব্রাহ্মণ—নাম তার দধীচি, সে কি করেছিল জান? বুকের একখানা হাড় খুলে দিয়ে তার তেমন সংগ্রাম জয় ক'রে দিয়েছিল। তোমাদের হাত নাই? তোমরা ক্ষমতাহীন? কেন? তোমরাও তো সেই রক্তের!

ব্রাহ্মণগণ। কে বলে আমরা ক্ষমতাহীন! আমরা সেই দধীচির বংশধর। আমরা ব্রাহ্মণ!

গীতকণ্ঠে শঙ্খ উপস্থিত হইল।

গীত।

শঙ্খ। [ব্রাহ্মণগণের প্রতি]

পুষ্পবৃষ্টি হোক্ শিরে।
ঐ দেখ বুঝি দধীচি আদি আকাশের কোলে হাসিছে ধীরে॥
দেখগো জগৎ জাগিল রঙ্গে, তোমাদের এই চেতনা সঙ্গে,
উচ্চ হইল হিমগিরি ঐ, সাগর উল্লাসে নাচিছে তাথৈ,
উঠিছে উর্দ্ধে মাভৈঃ মাভৈঃ, বিশ্ব স্তব্ধ, বলে—একি রে।
তবে আর কেন, যাও ছুটে যাও, দীর্ণ যুগের বুক জুড়ে দাও,
দাঁড়াও আবার ব্রাহ্মণ হ'য়ে, হোক্ চরাচর প্রণত সভয়ে,
জানুক্ শক্তি হয়নি লুপ্ত, সুপ্ত ছিল সে শ্রীমন্দিরে॥

[প্রস্থান।

শ্রীহর্ষ। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! কে তুমি? তোমার বাক্য যুক্তিপূর্ণ—অকাট্য। তোমার ভাষা ওজস্বিনী, তোমার মূর্ত্তি অগ্নিময়। তুমি বংশ-মর্য্যাদার দর্পণ ধ'রে পূর্ব্ব স্মৃতি ফিরিয়ে আন্‌লে, তুমি ছিন্ন মলিন বেদ দেখিয়ে সুপ্ত ব্রহ্মশক্তি জাগালে, তুমি ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ কর্‌লে! কে তুমি শক্তিমান মহাপুরুষ?

তক্ষশীল। আমি ব্রাহ্মণ—আমি পুচ্ছবিদলিত সর্প—আমি বৌদ্ধ রাজ্যের ভূমিকম্প।

ব্রাহ্মণগণ। আমরাও তবে তোমার সহচর।

তক্ষশীল। তবে প্রতিজ্ঞা কর সহচরগণ! যা বল্‌বো, কর্‌বে?

ব্রাহ্মণগণ। যা বল্‌বে, কর্‌বো।

তক্ষশীল। সাবধান! তোমাদের সম্মুখে গঙ্গা, হস্তে গঙ্গাজল, সর্ব্বাঙ্গে গঙ্গামৃত্তিকা।

ব্রাহ্মণগণ। যা বল্‌বে, কর্‌বো।

তক্ষশীল। খুব সাবধান! তোমরা ব্রাহ্মণ! ব্রহ্মণ্যদেব এর সাক্ষ্য।

ব্রাহ্মণগণ। যা বল্‌বে, কর্‌বো।

তক্ষশীল। বেশী কিছু বলি না; আজ হ'তে ঐ পাপ উদরপূর্ত্তির চিন্তাটা একেবারে ছেড়ে দিতে হবে।

ব্রাহ্মণগণ। দেবো।

তক্ষশীল। এক এক জনকে এক এক রাজ্যে প্রবেশ ক'রে জীবন দিয়ে জাতীয় জীবন গঠন কর্‌তে হবে।

ব্রাহ্মণগণ। কর্‌বো।

তক্ষশীল। এখনও ব্রাহ্মণ বল্‌তে যারা আছে, শিশু যুবা প্রৌঢ় বৃদ্ধ সবার হাতে এই বেদখানা দিয়ে এর উপর এক এক বিন্দু ক'রে চোখের জল ফেলাতে হবে।

ব্রাহ্মণগণ। আদেশ শিরোধার্য্য।

শান্তিবর্দ্ধন উপস্থিত হইলেন।

শান্তি। তবে অগ্রসর হও ব্রাহ্মণগণ! আবার এই নষ্ট সমাজের শৃঙ্খলাস্থাপনে,—এ উদ্দেশ্য সাধনে আমার যথেষ্ট সহায়তা পাবে।

তক্ষশীল। তুমি কে?

শান্তি। আমি থানেশ্বরের রাজা শান্তিবর্দ্ধন।

তক্ষশীল। ও—তুমিই সে দিন বাঙ্গলা আক্রমণের সংবাদ দিয়েছিলে—না?

শান্তি। হাঁ,—আমিই।

তক্ষশীল। তোমার মঙ্গল হোক্! ব্রাহ্মণগণ! রাজার অভাব ভাব্‌ছিলে, না? দেখ—তর্কে কিছু হয় না; যেই তোমারা বিশ্বাসে ভর ক'রে একপ্রাণ হ'য়ে একযোগে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়েছ, অমনি ভগবানের আসন ট'লে গেছে,—রাজা মাটী ফুঁড়ে উঠেছে।

শান্তি। কোন চিন্তা নাই ব্রাহ্মণগণ! তোমরা জাতীয় কর্ত্তব্যসাধনে একমনে উর্দ্ধমুখে ছুট্‌বে, আমি তোমাদের পদতলের কুশাঙ্কুরটী পর্য্যন্ত সরিয়ে দেবো; তোমরা দৈনন্দিন কার্য্যাবসানে শ্রান্তদেহে শিলাতলে বস্‌বে, আমি মলয় মারুত—নন্দনের সুরভি—হৃদয়ের প্রীতি ঢেলে তোমাদের পরিচর্য্যা কর্‌বো। তোমরা চালনা কর্‌বে মস্তিষ্ক, আমি চালনা কর্‌বো বাহু। আমি আবার দেখ্‌তে চাই—সত্যের সেই শান্তিময় মূর্ত্তি। আমি দেখ্‌তে চাই—সর্ব্ব বিপ্লবদমনকারী মহাঋষি অগস্তের গণ্ডূষে সমুদ্রপান। আমি দেখ্‌তে চাই—আমাদের সেই ভারতবর্ষ।

তক্ষশীল। তুমি আমার শিষ্য! তোমার জয় হোক্—তোমার আশা পূর্ণ হোক্—তুমি কলির যুধিষ্ঠির হও।

শান্তি। তবে বল গুরু! এখন আমায় কি কর্‌তে হবে?

তক্ষশীল। প্রথম কর্ত্তব্য আমাদের রাজা আদিশূরকে মুক্ত করা।

শান্তি। তাই কর্‌বো গুরু! এর জন্য আমি পূর্ব্বপুরুষগণের অভিশাপ মাথা পেতে নেবো,—স্বেচ্ছায় সানন্দে নিজের গলায় নিজে ছুরি বসাবো। তুমি আমায় কলির যুধিষ্ঠির হ'তে আশীর্ব্বাদ করেছ, এর জন্য আমি কলির বিভীষণ হবো।

আদিশূরকে সঙ্গে লইয়া সনাতন উপস্থিত হইলেন।

সনাতন। কিছু হ'তে হবে না তোমায় শান্তি! আমি তোমাদের

কুলগুরু! তোমায় সকল অপকীর্ত্তি হ'তে রক্ষা করবো। এই নাও ব্রাহ্মণ! তোমাদের রাজা।

তক্ষশীল। [সবিস্ময়ে] বৌদ্ধগুরু! একি?

সনাতন। এ বৌদ্ধধর্ম্ম।

তক্ষশীল। বৌদ্ধধর্ম্ম! বৌদ্ধগুরু! তোমার ধর্ম্ম দেখে স্তম্ভিত হবার কথা, কিন্তু আমি তা হই না,—সে উপাদানে আমার চরিত্র গঠিত হয় নাই। আমার উদ্দেশ্য এ হ'তেও শুরু, সে ভিত বালির উপর নয়। তোমার এ দানের প্রতিদান দিতে পারবো না। তুমি যদি কোন কিছু প্রত্যাশা ক'রে এসে থাক, আমরা তোমার ধর্ম্ম দেখতে চাই না, তুমি রাজাকে নিয়ে যেতে পার,—পারি উদ্ধার করবো।

সনাতন। সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই ব্রাহ্মণ! দান প্রতিদান নিয়ে তোমায় গোলে পড়তে হবে না। তুমি যা' ক'রে আসছো, তাই করবে; আমরা আমাদের কর্ত্তব্য করলাম মাত্র।

তক্ষশীল। সাবধান বৌদ্ধগুরু! বুঝে কাজ কর। রাজার অভাবে আমরা বুকভাঙ্গা হ'য়ে পড়েছিলাম, আজ যদি তাকে ফিরে পাই, তা হ'লে আমরা আবার দ্বিগুণ উৎসাহে ঝড় তুলবো—আবার ভারতব্যাপী হাহাকারের বন্যা আনবো—আবার তোমাদের রক্তগঙ্গায় গলা ডুবিয়ে পরম সুখে ইষ্টমন্ত্র জপ করবো।

সনাতন। কোন ক্ষতি নাই—কিছু মাত্র দুঃখ নাই, বৌদ্ধধর্ম্ম আত্ম-পরায়ণ নয়; বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্দেশ্য শুদ্ধ পরকে সুখী করা।

[প্রস্থান।

তক্ষশীল। পরকে সুখী করা! বৌদ্ধধর্ম্ম! তাতে দুঃখ নাই! আচ্ছা! রাজা! কেমন আছ?

আদিশূর। ঠিক আছি গুরু! পূর্ব্বে যা ছিলাম, এখনও তাই।

বরং পরাজয়ে হৃদয়ের বেগ আরও দুর্দ্দমনীয় হ'য়ে উঠেছে ; মার্জ্জনায় গুরু দণ্ড অনুভব কর্‌ছি। এরূপ মুক্তি আদিশূরের অসহ্য বন্ধন। এবার আর যুদ্ধ নয়—এবার আর প্রথা নাই—এবার আর কারো মুখ চাওয়া নাই,—শুদ্ধ হত্যা—শুদ্ধ হত্যা—শুদ্ধ হত্যা!

তক্ষশীল। তুমি রাজকুলের কাঞ্চন। রাজা! উপস্থিত তুমি প্রয়াগ চল ; প্রয়োজন আছে।

আদিশূর। প্রণাম। [প্রস্থান।

তক্ষশীল। ব্রাহ্মণগণ! যাও, প্রতিজ্ঞা পালন কর। এস থানেশ্বর-রাজ! গঙ্গাগর্ভে তোমায় আমি দীক্ষা দেবো। তুমি শিষ্যের উপযুক্ত, তুমি বালক হ'লেও বিজ্ঞ।

[শান্তিবর্দ্ধনসহ প্রস্থান।

ব্রাহ্মণগণ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

রাখ গো মা ভাগীরথি ভগীরথ-কুলমান,
তুমি না তুলিলে তান, কে আর শুনাবে বল
পতিত আর্য্যকুলে অতীতের জয় গান,—
ধর আজ সেই সুর,
ভীম নাচিয়া যাহে কাঁপাইল সুরাসুর,
নাই আর মনু মাগো মাতাবে মৃদঙ্গে,
আছ তুমি, আছে আশা, রাখ কোলে বঙ্গে।
ত্রাহি পতিদায়িনী গঙ্গে।

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

কর্ণ-সুবর্ণ—রাজ-অন্তঃপুর।

শক্তিবর্দ্ধন।

শক্তি। এ আবার কোথা! আমি তো রণস্থলে অচৈতন্য হয়েছিলাম! এ যে রাজপ্রাসাদ! এখানে আমায় কে আন্‌লে? কৈ আমার অস্ত্র? কোথা গেল সায়নাদিত্য? কত দূরে বাঙ্গলা?

গীতকণ্ঠে সখিগণ প্রবেশ করিল।

সখিগণ।—[নৃত্যসহ]

গীত।

বাঁধা পড়েছ বঁধু নিজেরই পাতা জালে।
ছি ছি ছি পুরুষ তুমি ছিলে কি এই কপালে।
ভুলো না আর রণের কথা,
লাজে মরি লুকাই কোথা,
ঘোম্‌টা দাও খাও হে মাথা, মিশে যাও নারীর পালে।

শক্তি। এ আবার কি? কোথায় রণভেরীর হৃদয়মাতান গুরু-গম্ভীর নিনাদ, কোথায় বামাকণ্ঠের তন্দ্রা-বিজড়িত প্রেমসঙ্গীত! কোথায় তরবারি-সঞ্জাত নররক্তের উত্তাল তরঙ্গ, কোথায় কোকিল-কূজিত কুঞ্জবনের শ্যামলতায় উদ্ভাসিত প্রমোদপ্রবাহ! কোথায় মৃত্যুর ভ্রুকুটি, কোথায় নারীর কটাক্ষ! এ আমি কোথায়?

সখিগণ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

পাঠশালা এ সময়ের,
জ্ঞান শুধু দাগা দিতে শিখ্‌তে বাকী আছে ঢের,
মন্ত্র পড়াবো কাণে,
চেনাবো চোরা বাণে,
নাচাবো নীরস প্রাণে টানা আঁখির তালে তালে॥

শক্তি। না—বড়ই জটিল হ'য়ে উঠ্‌ছে। আমি পরাজিত; পরাজিতের প্রতি এ সম্মান যেন একটা কঠোর বিদ্রূপ! বল বিলাসিনিগণ! এ কোন্ স্থান? কেন আমি হেথায়? এখানে আমায় আন্‌লে কে?

লক্ষ্মী প্রবেশ করিল।

লক্ষ্মী। আমি—বাঙ্গলার রাজা আদিশূরের কন্যা। ভয় নাই আপনার, এ বাঙ্গলার রাজ-অন্তঃপুর; এনেছি আপনার ক্ষতবিক্ষত মূর্চ্ছিত দেহের শুশ্রূষা করতে।

শক্তি। [লক্ষ্মীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।]

১ম সখী। [জনান্তিকে সঙ্গিনীগণকে বলিল] চ' লো চ', আমাদের আর কেন?

[সখিগণ চলিয়া গেল।

শক্তি। কে—লক্ষ্মী! আজ আবার এতটা অনুগ্রহ কিসের লক্ষ্মী? স্বামী ব'লে না কি?

লক্ষ্মী। না, স্বামী ব'লে নয়; এরূপ অনুগ্রহ আমি সকলকেই ক'রে থাকি। আমার একটা চিরকেলে অভ্যাস, আর্ত্ত দেখ্‌লেই সেবা করতে ছুটে যাই, তাতে আত্মপর বিচার নাই।

শক্তি। ও—যাক্, রাজকুমারী! আমি তোমার এ অযাচিত শুশ্রূষায় পরম তৃপ্ত,—তার জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিই; এখন আমায় বিদায় দাও।

লক্ষ্মী। সে কি! আপনি যে এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হ'তে পারেন নাই।

শক্তি। সম্পূর্ণ সুস্থ হবো কবে জান রাজকুমারী? যবে এ দেহের পতন হবে। উপরের ঘা মিলিয়ে দিয়েছ বটে, কিন্তু ভিতরের ঘা যে দগ্‌দগ্‌ কর্‌ছে লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী। তার ওষুধ বুঝি আমার কাছে নাই।

শক্তি। দরকারও নাই। আমি এই দাগ নিয়েই চন্দ্রের মত হাস্‌বো—মেঘের ভিতর বিদ্যুতের মত এই ক্ষত নিয়েই আমি জীবনভোর গর্জ্জন কর্‌বো—আমার বুক বেয়ে অশ্রু-নদী প্রবাহিত হ'লেও আমি পর্ব্বতের মত স্থির থাক্‌বো।

লক্ষ্মী। সে বিষয়ে আমিও তোমার অনুসরণ কর্‌বো স্বামী! আমিও এই অবহেলার জাহাজ বুকে নিয়ে তটিনীর মত অবিরাম স্রোতে একটানা বইবো—আমিও এই নৈরাশ্যের স্তূপীকৃত অন্ধকার ভেদ ক'রে উল্কার মত ছুট্‌বো—আমিও এই প্রাণহীন দেহখানা নিয়ে সঙ্গীতের মত আহ্লাদে নারীজন্ম কাটাবো। কিসের ভয় দেখাও স্বামী? এ জাতিটা ব্রহ্মচর্য্যের মাটীতে তৈরী।

শক্তি। তাই কাটাও নারী! বুকভরা গর্ব্ব নিয়ে বিশ্বপটে আশ্চর্য্যের মত ফুটে থাক; আমি তোমার স্বপ্ন ভাঙ্গতে চাই না,—আমায় বিদায় দাও।

লক্ষ্মী। দু-দণ্ড দাঁড়াতেও কি আপত্তি আছে?

শক্তি। দাঁড়াবো কোথায় নারী? তোমার নিশ্বাস যে সংক্রামক রোগের বীজ! তোমার চাউনি প্রাণঘাতী হলাহল! তুমি যেথায়, আমার অনুমান সে একটা নরককুণ্ড!

লক্ষ্মী। শুধু এই বিষয়টায় তোমার সঙ্গে আমার একটু অনৈক্য থেকে গেল স্বামী! আমার মনে হয়—তুমি যেথায়, সে জায়গাটা একটা পবিত্র তীর্থস্থান।

শক্তি। বাঃ নারী! পদাঘাতের সঙ্গে পূজা! বৃষ্টির উপর রৌদ্র! চমৎকার!

লক্ষ্মী। পূজা কাকে বলে জানি না,—জন্মাবধি অভিমান নিয়েই চ'লে আস্‌ছি।

শক্তি। বেশ! আমি চল্‌লাম। [গমনোদ্যত]

লক্ষ্মী। একটু দাঁড়াও,—আর একটা কথা—

শক্তি। বায়ুকে বল নারী! আকাশকে বল অভিমানিনি! অদৃষ্টকে বল গর্ব্বিতা! আমি বধির।

লক্ষ্মী। তা হ'লে যেতে পার্‌বেন না; একটা রূঢ় সংবাদ শোনাতে হ'লো,—দ্বারে প্রহরীরা সতর্ক।

শক্তি। কি? তবে আমি তোমার বন্দী?

লক্ষ্মী। বন্দী নন্, তবে আমার পিতা না কি আপনাদেরই চক্রান্তে কণোজ-কারাগারে বন্দী! যতক্ষণ তিনি বাঙ্গলায় ফিরে না আসেন, ততক্ষণ তাঁর প্রতিভূস্বরূপ আপনাকে এখানে থাক্‌তে হবে।

শক্তি। ওঃ—বজ্র! এ হ'তে তুমি বন্ধু। ঈশ্বর! স্বামী-স্ত্রীর এই ভীষণ কদর্য্যতার ভিতর দিয়ে তোমার সৃষ্টি?

[ঘৃণায় ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।]

এই সময়ে জগতবর্দ্ধনের ছিন্নমুণ্ডহস্তে খড়্গধারিণী
অপরাজিতা সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

অপরা। কে আছ এখানে হর্ষবর্দ্ধনের বংশের?

লক্ষ্মী। [অপরাজিতার মূর্ত্তি দেখিয়া ভীতা হইয়া বলিল] কে, পিসীমা! এ কি বেশ মা? এ কি বিভীষণা মূর্ত্তি মা?

অপরা। এ অসুরনাশিনী বেশ! এ হর্ষবর্দ্ধনের বংশ ধ্বংসকরা মূর্ত্তি! এই তার পুত্র জগতবর্দ্ধনের মুণ্ড! কে আছ আর এখানে হর্ষের বংশের? ঐ যে দাঁড়িয়ে তার পৌত্র শক্তিবর্দ্ধন না? জয় মা কালী! [শক্তিকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন]

লক্ষ্মী। [মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া বাধা দিয়া বলিল] কর কি—কর কি মা? আমার স্বামী যে!

অপরা। ছিঃ লক্ষ্মী! কে স্বামী? যে গর্ব্বিত তোকে কুকুরীর মত পদাঘাত ক'রে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করেছে—তোর পিতাকে কারাগারে রেখেছে—বাঙ্গলা শ্মশান করতে এসেছে, সেই নির্ব্বোধ কাণ্ডজ্ঞানহীন—আদিশূরের কন্যা তুই—তোর স্বামী?

লক্ষ্মী। হাঁ মা, আমার স্বামী। আমি আদিশূরের কন্যাই হই—বজ্রধর ইন্দ্রের কন্যাই হই, তবু আমার স্বামী। তিনি আমায় গ্রহণ করুন অথবা পরিত্যাগ করুন, তবু আমার স্বামী। জান কি মা! সীতাকে পঞ্চমাস গর্ভাবস্থায় রামচন্দ্র বনবাস দিয়েছিলেন, তবু কি সে জন্মদুঃখিনী জীবন্তে সে চিন্তা ভুল্‌তে পেরেছিল? সতী সে নয়—স্বামীর ভালবাসার প্রতিদানে যে ভালবাসে। সাধ্বী সে, স্বামীর শত অনাদরে, সহস্র অবজ্ঞায়, লক্ষ পদাঘাতেও যার পতিভক্তি ধ্রুবতারার মত স্থির।

অপরা লক্ষ্মী! তুই ছিলি কি, আর হ'লি কি?

লক্ষ্মী। কি আবার হ'লাম মা? তুমি যে স্বামীর প্রেতাত্মার উদ্দেশে বর্দ্ধনের বংশ ধ্বংস করতে বসেছ, আমারও তো সেই স্বামী!

অপরা। তা হ'লে তো বুঝেছিস্ লক্ষ্মী, সে কি জ্বালা! তবে আর

কাকুতি কেন? আমি আমার কাজ ক'রে যাই, পারিস্ তুইও আমার মতন এই রকম আদিত্যবংশের উপর প্রতিশোধ নিস্?

লক্ষ্মী। না মা! আমি তোমার মত হ'তে চাই না। একান্তই যদি তাই করতে হয়, তবে একটা মিনতি রাখ; আমার আজ মা নাই, মায়ের মত তোমরা একটু মুখপানে চাও,—আগে আমায় হত্যা কর, তারপর যা করতে হয় ক'রো। আমি আমার সিঁথীর সিন্দূরবিন্দু রেখে যাই, দেখে যাই—জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি সধবা। [অপরাজিতার পদতলে পড়িল]

অপরা। না লক্ষ্মী! তোকে থাক্‌তে হবে। যদিও তুই আমাদেরই কুলকন্যা, তবু হর্ষবর্দ্ধনের কুলবধু; তোকে আমার এ জ্বালার অংশ নিতে হবে। ঐ আমার স্বামী ইঙ্গিত করছে! ঐ মেঘগর্জ্জন তার হুঙ্কার, ঐ বিদ্যুৎ তার রোষ কটাক্ষ! না—এখানে আর স্নেহ, দয়া কিছুই টিক্‌তে পারে না। শুদ্ধ প্রতিহিংসা! জয় মা—[খড়্গ তুলিলেন]

লক্ষ্মী। [শক্তিবর্দ্ধনকে জড়াইয়া ধরিয়া উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিলেন] কে আছ, রক্ষা কর! রাক্ষসী—রাক্ষসী!

বেগে সায়নাদিত্য সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

সায়ন। ভয় নাই—ভয় নাই ভগ্নি! [অপরার সম্মুখে দাঁড়াইলেন] কি মা! তুমি আবার এখানে? একে তো জগতে যা কেউ পারে না—মূর্চ্ছিত সমরশায়িত বীরের নিষ্ঠুর হত্যা, তুমি তাই ক'রে এসেছ; একটা কথা কই নাই। তাতেও তোমার আশা মিট্‌লো না মা? পুনরায় নিজের বুকে ছুরি বসাতে এখানে পর্য্যন্ত এসেছ? এত প্রতিহিংসার জ্বালা তোমার? তুমি কি ভেবেছ মা, আগুনে প'ড়ে অঙ্গ শীতল করবে? নরকে নেমে স্বর্গের চূড়া দেখ্‌বে? এই পৈশাচিক

উপায়ে পুণ্যদেশবাসী পবিত্রাত্মা নিষ্কাম স্বামীর তৃপ্তিসাধন করবে? ছিঃ! এ যুক্তি তোমায় কে দিলে মা?

অপরা। সায়ন—

সায়ন। কথা ক'য়ো না মা! একে তো তুমি সর্ব্বস্ব হারিয়েছ, আছে মাত্র আমার মাতৃভক্তি,—তা হ'লে তা হ'তেও বঞ্চিত হবে। যাও মা! এখনও দাঁড়িয়ে যে? ও—বুঝেছি, এ তোমার নেশা। তবে শোন মা! এর জন্য আমি মাতৃহত্যা পর্য্যন্ত করবো। কলঙ্ক থাকে—আমার থাক্, তোমায় আমি এ কলঙ্ক হ'তে রক্ষা করবো,—তুমি আমার মা।

অপরা। [অসি ও মুণ্ড ফেলিয়া দিলেন] হ'লো না—হ'লো না, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হ'লো না; হৃদয়ের জ্বলন্ত চুল্লী নিব্‌লো না, হর্ষের বংশ র'য়ে গেল। স্বামী! ভ্রূকুটী ক'রো না—অভিশাপ দিও না, আমার দোষ নাই,—বাদী হ'লো তোমারই আত্মজ।

[বেগে প্রস্থান করিলেন।

সায়ন। রাজা! মৃগয়ায় যেতে হবে, আসুন—আমি আপনার জন্য অশ্ব প্রস্তুত করিগে।

[প্রস্থান করিলেন।

শক্তি। লক্ষ্মী! তুমি এমন লক্ষ্মী! আমি তোমায় চিন্‌তে পারি নাই; আমায় মার্জ্জনা কর। [লক্ষ্মীর হস্ত ধরিলেন।]

লক্ষ্মী। আমারও বড় ভুল হয়েছিল; স্বামী যে এমন জিনিষ, তা আমিও বুঝ্‌তে পারি নাই। আর আমি আদিশূরের কন্যা নই, আজ হ'তে ঐ পদের দাসী। [প্রণাম করিল]

শক্তি। [লক্ষ্মীকে আদরে বক্ষে জড়াইয়া লইয়া একাসনে উপবিষ্ট হইলেন।]

গীতকণ্ঠে সখিগণ প্রবেশ করিল।

সখিগণ।—[নৃত্যসহ]

গীত।

আজি যামিনী পোহায়ে ছিল লো জানি না কি অমৃত যোগে।
বহিছে সুধার ধারা লো সই, বিষময় সে কাল বিয়োগে।
বিজন আঁধারে আজ কে বাজালে লো সুরে শঙ্খ,
সে তো বড় সুরসিক, দুটী প্রাণ এক করে লো—সই,
পদে তার প্রণমি অসংখ্য,—
আর কেন হাস চাঁদ, ফুটে ওঠ বনফুল,
গাও পাখী পঞ্চমে, মিটে গেছে ঠিকে ভুল,
ধাও রে জুড়ানবায়ু, নাই আর দিকশূল,
নাচ পুলকিত আঁখি লো—সই—মজি এ স্বরগ উপভোগে।

লক্ষ্মী। দাদা আপনাকে ডেকে গেছেন বহুক্ষণ।

[সখিগণসহ প্রস্থান।

শক্তি। একটা অন্ধকারের সৃষ্টি লয় হ'য়ে গেল।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

বৌদ্ধ-আশ্রম।

মুরলী আপনমনে ভাবিতেছিল।

মুরলী। ধিক্ এ নারী-জন্মে! পিতার স্নেহ, মায়ের কোল, সখীদের সরল প্রণয়, সব ছেড়ে এক মুহূর্ত্তে চ'লে এলাম। সমুদ্রে মেশবার জন্য পর্ব্বতের আশ্রয় ত্যাগ ক'রে নদীর মত ঝাঁপিয়ে পড়্‌লাম। এলাম যদি, আশা মিট্‌লো কৈ? যত ছুট্‌ছি, সমুদ্র যেন তত দূরে স'রে স'রে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য অঙ্কুরেই শেষ হ'লো, মনের কথা প্রকাশ করতে পার্‌লাম না! করবো কি ক'রে? যার চোখ চোখে দিতে মাটিতে মিশে যাই, তাকে কখনও মুখে বল্‌তে পারি—তুমি আমার প্রাণেশ্বর! যার পদস্পর্শ করতে সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে ওঠে, তাকে কি সাহসে বলি তুমি আমায় বুকে নাও! ছিঃ—তা পার্‌বো না। ওঃ! আমার দু কুল গেল। কি পরিতাপ! একটা দিন নয়, একটা মাস নয়, একটা বছর নয়, একটা জন্ম এই ভাবে কাটাতে হবে।

গীত।

আমি এসেছি গো শুধু সহিতে।
বাজের আঘাতে এমন বাজে কি, বুক ফেটে গেল দুঃখ সে যে কি,
পারিনু না মুখে কহিতে।
কেন এসেছিনু তার আশে,
আমি কেন না বুঝিনু পাবো না দাঁড়াতে জনমে তাহার পাশে,
শ্যাম, কুল আজ দুই যে গো মোর—যমুনা সলিলে ভাসে,

ধরিব কি, মোর কতটুকু প্রাণ,
সে যে অনাদি অসীম মহান্,
করিব বিসংবাদী সুরে গান, জন্ম দহিতে দহিতে—
ওগো করিতে কেবল জীবন ধারণ আসা যে আমার মহীতে।

কীর্ত্তন এতক্ষণ অন্তরালে দাঁড়াইয়া মুরলীর গান শুনিতেছিল; গান শেষ হইলে নিকটে আগমন করিল।

কীর্ত্তন। মুরলী! ফের।

মুরলী। [চমকিয়া উঠিল] কে? [কীর্ত্তনকে দেখিয়া বলিল] ও—

কীর্ত্তন। ফেরো মুরলী! ঐ কোকিল ডাক্‌ছে! ও কি বল্‌ছে জান? মুরলী! ফের। ঐ মৃদু হিল্লোলে মলয় বইচে! ওর ভাষা বোঝ? ঐ কথা,—মুরলী! ফের। ঐ আকাশে চন্দ্রমা হাস্‌ছে! ও হাসিরও উদ্দেশ্য তাই,—সব এক সুর; মুরলী! ফের।

মুরলী। কেন আপনি বার বার আমায় উত্যক্ত কর্‌তে আসেন?

কীর্ত্তন। কেন তুমি হৃদয়ভরা রূপ নিয়ে ভোগের জগতে এসেছ মুরলী? কেন তুমি পদ্মের মত আবেগভরে দলে দলে ফুটেছ মুরলী? কেন তুমি এ পিপাসিতের নয়ন হ'তে মরীচিকার মত দূরে দূরে চ'লেছ মুরলী?

মুরলী। এ কথার উত্তর নাই।

কীর্ত্তন। তবে কাছে এস, পিপাসা মেটাও; একবার বল তুমি আমার।

মুরলী। কেমন ক'রে তা বল্‌বো পুরুষ! রসনা কি মনের বিরুদ্ধে কথা কইতে পারে? ভালবাসা কি ঘৃণার হাত ধ'রে দাঁড়াতে পারে? একজন আর একজনের হওয়া, সে কি মুখের কথা?

কীর্ত্তন। না, প্রাণের কথা; কিন্তু সে কথা তুমি কেমন ক'রে কইবে মুরলী? তোমার প্রাণ কৈ? তা যদি থাক্‌বে, তবে যে তোমার জন্য জগতের সকল ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে এই সন্ন্যাস আশ্রমে এসেছে, তোমার অধর-প্রান্তে হাসির রেখাটি দেখ্‌লে যার চক্ষু হ'তে এই বিরাট সৃষ্টি মুছে যায়, তোমার প্রতি পাদক্ষেপে যার বুকখানা ভূমিকম্পের মত নড়ে ওঠে, তার এতখানি আত্মত্যাগের বিনিময় এই? যে তোমার জন্য পাগল, তাকে আরও পাগল ক'রে দিয়ে, যে তোমায় চায় না, তার মুখপানে চেয়ে থাক? পূজাকে পায়ে ঠেলে পদাঘাতকে বুকে জড়িয়ে ধর? তোমার প্রাণ নাই।

মুরলী। তাই যদি হয়, তা হ'লে এ প্রাণহীন শবদেহখানা নিয়ে আপনিই বা কি কর্‌বেন?

কীর্ত্তন। আশা—তাতে আবার প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্‌বো।

মুরলী। পার্‌বেন না। আমার প্রাণ নাই, প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্‌বার স্থানটুকু পর্য্যন্ত খালি নাই।

কীর্ত্তন। তা জানি; আর কে যে সে স্থান জুড়ে আছে, তাও জানি। তবু মুরলী! আশার সঙ্গ ত্যাগ করতে পার্‌বো না; সাধনা আমার হাত ধ'রে নিয়ে চলেছে। তুমি যাই হও, যেই তোমার হৃদয় অধিকার করুক্‌, আমি তোমায় আমার কর্‌বোই কর্‌বো।

মুরলী। বলপ্রয়োগে না কি?

কীর্ত্তন। না মুরলী! আমি তোমায় ভালবাসি—প্রকৃতই ভালবাসি। তোমার চক্ষের জল দেখে আমি স্বর্গভোগেও তৃপ্ত হ'তে পার্‌বো না! ভালবাসা শক্তিসঞ্জাত নয়, ভালবাসা অন্তরের বস্তু। বলপ্রয়োগে নিজের

করা সে বিধান শুদ্ধ কামুকের জন্য মুরলী! প্রণয়ীর নয়। আমি তোমায় আপনার করবো—আমার এই জন্মটা দিয়ে।

মুরলী। ভুল; নদী একবার সমুদ্রে মিশে গেলে আর লক্ষ জন্মের সাধনাতেও তাকে তোলা যায় না।

কীর্ত্তন। না যাক্‌, তবু আমি সাধনা করবো; তোমায় না পাই, পাবার আশাতেও আমি বেঁচে থাকবো; হৃদয় শূন্য রাখার চেয়ে তপ্ত বালুকা দিয়ে পূর্ণ রাখাও সুখের।

মুরলী। বেশ; তবে আর এরূপভাবে আমার নির্জ্জনতার নির্ম্মল বায়ু দূষিত করবেন না। আমি নারী, আপনি পুরুষ, আমাদের এরূপ গুপ্ত সাক্ষাৎ বৌদ্ধ-আশ্রমের কলঙ্ক—বৌদ্ধধর্ম্মের কলঙ্ক—জিতেন্দ্রিয় মহাপ্রাণ বুদ্ধদেবেরও কলঙ্ক। আমার মিনতি, যান আপনি এখান হ'তে।

কীর্ত্তন। মুরলী!

মুরলী। আমার কথা ফুরিয়ে গেছে, আর আমার সঙ্গে কথা কইবেন না।

কীর্ত্তন। উত্তম। আমি তোমাকে কোন বিষয়ে অসুখী করতে চাই না মুরলী! তোমার শান্তিই আমার লক্ষ্য। আর আমি তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ করবো না। তবে মুরলী! একটা কথা জেনে নিই,—আমারও এই শেষ কথা। কথা না কই, যদি তোমার ঐ ঢল-ঢল কিশোর মুখখানির দিকে ছল-ছল কাতরদৃষ্টিতে চেয়ে থাকি, তাতে তোমার কোন আপত্তি আছে? যদি তোমার ঐ স্বভাবভার প্রতি ধীর পদক্ষেপে হৃদয়ভেদী এক একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি, তাতে তোমার কোন বাধা আছে? যদি তোমার মধুময়ী স্মৃতিখানি আমার জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন ক'রে রাখি, তাতে তোমার কোন কথা আছে?

অনাদিসেন প্রবেশ করিলেন, কীর্ত্তন অপ্রতিভ হইয়া
ঈষৎ সরিয়া দাঁড়াইল।

অনাদি। কীর্ত্তন! তুমি এখানে? আমি তোমায় খুঁজ্ছিলাম। এখান হ'তে আশ্রম তুল্তে হবে; আজই আমাদের প্রয়াগসঙ্গমে বৌদ্ধ মেলায় যেতে হবে। যাও, তুমি সকলকে সংবাদ দাওগে, আর প্রস্তুত হ'তে বলগে।

[কীর্ত্তন অনিচ্ছার সহিত চলিয়া গেল।

অনাদি। মুরলী! তোমায় একটা কথা বল্‌বো?

মুরলী। কি কথা?

অনাদি। তুমি বিবাহ কর।

মুরলী। [নীরবে মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিল; তাহার মুখ মণ্ডল রক্তবর্ণ হইল।]

অনাদি। বৌদ্ধধর্ম্মে বিবাহ নিষেধ নাই; স্বয়ং বুদ্ধদেব দার-পরিগ্রহ করেছিলেন। তবে কেন তুমি এ অতৃপ্ত বয়সে সন্ন্যাস-আশ্রমে থাক্‌বে? বিবাহ কর মুরলী! সংসারী হও। সংসারে থেকেই শ্রীভগবান বুদ্ধদেবের উপাসনা কর; সংসার-আশ্রমও নিকৃষ্ট নয়।

মুরলী। [নীরবে বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিল।]

অনাদি। চুপ ক'রে রইলে যে মুরলী?

মুরলী। [লজ্জাবনত মুখে বলিল] আপনি বিবাহ করেন নি কেন?

অনাদি। আমার কথা ছেড়ে দাও মুরলী! আমি ব্রহ্মচারী; আমার কোন আশা-কামনা নাই,—আমার এই আশ্রমই সুখের।

মুরলী। আমারই বা অসুখের কি দেখ্‌লেন? আমিও ব্রহ্মচারিণী আমারও আশা-কামনা—

অনাদি। না মুরলী! আশা-কামনা বড় কঠিন জিনিষ। হয় তো তুমি মনে কর্‌ছো তাদের হাত এড়িয়েছি, কিন্তু তারা ঠিক তোমার রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছো না, আমি বুঝ্‌ছি,—তাই এ কথা বল্‌ছি। কথা শোন মুরলী! তুমি বিবাহ কর।

মুরলী। আদেশ কর্‌বেন না। সংসারের শৃঙ্খল কেটে এখানে এসেছি—ইষ্টদেবতা আপনাকে পেয়েছি—সব সুখ দুঃখ আপনার চরণতলে ঢেলে দিয়েছি, আর কি তা ফিরে নিতে পারি? এখন আপনার যে পথ, আমারও তাই; আপনি যেথায়, আমিও সেথায়; সবটুকু আমি আজ সকল রকমে আপনার।

অনাদি। বুঝেছি মুরলী! তোমার আকুল ভাষার অর্থ, আর দেখেও আস্‌ছি বহুদিন হ'তে তোমার চঞ্চল মনের গতি; তুমি আমায় চাও!

মুরলী। [তাহার লজ্জা-সরম দূর হইয়া গেল, মস্তকের বস্ত্র সরিয়া গেল, সে আবেগভরে বলিয়া উঠিল] তবে আর লজ্জা কিসের? জেনেছ যদি অন্তর্য্যামী অন্তরের ভাব, তবে বল দেবপুরুষ! যাচিকা যা চায়, তা কি সে পাবে না?

অনাদি। [নীরব রহিলেন]

মুরলী। মর্ম্মে মর্ম্মে পুড়েছি, মুখ ফুটে বল্‌তে পারি নাই,—নীরব রোদনে হৃদয় রুদ্ধ হ'য়ে গেছে, একবিন্দু অশ্রু ফেল্‌তে পারি নাই,—তপস্যা করেছি, বর চাইতে পারি নাই। জেনেছ যদি মনের ভাব, আমায় সঙ্গে নাও,—দেখেছ যদি জীবনের গতি, জীবন বাঁচাও,—এসেছ যদি ইষ্টদেবতা! আমায় বর দাও। [অনাদির পদতলে আছড়াইয়া পড়িল।]

অনাদি। [কয়েক পদ সরিয়া গিয়া ভ্রূকুটি সহকারে বলিল] মুরলী!

মুরলী। নিরাশ ক'রো না—পায়ে ঠেলো না,—বড় আশায় এসেছি।

অনাদি। ভুল করেছ বালিকা!

মুরলী। সে ভুল সংশোধনের আর উপায় নাই।

অনাদি। আছে মুরলী! এখনও উপায় আছে; কীর্ত্তন তোমায় চায়।

মুরলী। সংসারের বিচিত্র নিয়ম এই,—যে যাকে চায়, সে তাকে পায় না।

অনাদি। মন ফিরিয়ে নাও মুরলী! কীর্ত্তন আমা অপেক্ষা অনেক বিষয়ে গুণী, অনেকাংশে সুপুরুষ।

মুরলী। লতা একবার যাকে আশ্রয় করবে, সে কণ্টকী বৃক্ষ হ'লেও তাকে সে স্থানচ্যুত কর্‌তে গেলে সে ছিন্ন হবে, তবু তাকে ত্যাগ ক'রে সহকাঁর পেলেও ধর্‌বে না।

অনাদি। মুরলী! এইমাত্র তুমি কীর্ত্তনকে বল্‌ছিলে না, তোমার সঙ্গে তার এরূপ প্রসঙ্গ বৌদ্ধধর্ম্মের কলঙ্ক? তবে তোমার আবার এ কি?

মুরলী। আমার কথার মূল্য নাই, আমি সর্ব্বস্বহারা পাগলিনী। তোমার কথা ধর; তুমি এইমাত্র বল্‌লে না বুদ্ধদেবও দারপরিগ্রহ করেছিলেন!

অনাদি। তাঁর শক্তিতে আর আমার শক্তিতে! যাক্ সে কথা; এখন জেনো, আমি সন্ন্যাসী।

মুরলী। আমিও সন্ন্যাসিনী।

অনাদি। সাবধান বালিকা!

মুরলী। আর সাবধান!

অনাদি। তুমি যদি আত্মসংযম না কর, অথবা কীর্ত্তনকে বিবাহ ক'রে সংসারে না যাও, তা হ'লে আর এ বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ে তোমার স্থান

হবে না। আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌ছি, তোমার সংস্পর্শে পবিত্র বৌদ্ধ-মন্দিরে একটা কুৎসিৎ অভিনয় ঘ'টে উঠ্‌বে। সপ্তাহ তোমায় সময় দিলাম; বুঝে দেখ। আমার আশা স্বপ্নেও ক'রো না,—আমি সে সন্ন্যাসী নই।

[প্রস্থান।

মুরলী। আশা ফুরিয়ে গেল! সব ছেড়ে যে জন্য এসেছিলাম, তার চূড়ান্ত হ'য়ে গেল! আবার বলি, শত ধিক নারীজন্মে! সে বুক-ভরা ভালবাসা নিয়ে সংসারে এসেছে, শুদ্ধ গুম্‌রে গুম্‌রে পুড়্‌তে। সপ্তাহ অবসর; দীর্ঘ সময়,—দেখি বুঝে!

[প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

প্রয়াগসঙ্গম—বৌদ্ধ মেলা।

জনৈক ফিরিওয়ালী ফিরি করিতেছিল।

ফিরিওয়ালী।—[নৃত্যসহ]

গীত।

ফিরি আমি মেলায় মেলায়।
ফিরি আমার সব রকমের, করি না কাজ কোনটী দমের,
মোহনভোগে দিই না গমের চোকল ঘেটে কারো বেলায়।

পলায় আমার অমনি না কি, কাছে কত ওষুধ রাখি,
বশীকরণ, জীবন, মারণ, আর যত আছে বাকী,
উড়ে গেলে প্রাণের পাখী আস্‌বে ঘুরে মন্ত্রের ঠেলায়।
বিকারে কেউ বিষম ঝেঁকে তলায় তলায় থাক্ না জল,
হবে না তার উপসর্গ ধরে বদ্দির সাধ্যি কি বল্,
দেখিয়ে একাদশী কর, পেলেই কিছু পেটে ভর,
এস আমার ওষুধ ধর, জিত্‌বে লুকোচুরীর খেলায়॥

[প্রস্থান।

দুই জন বৌদ্ধ মদ্যপান করিতে করিতে প্রবেশ করিল।

১ম বৌদ্ধ। কি মজাতেই থাকা গেছে বাবা বৌদ্ধধর্ম্ম নিয়ে! নে—ধর্ আর একটু।

২য় বৌদ্ধ। দূর! এখানে কেউ এসে পড়্‌বে।

১ম বৌদ্ধ। তু শালা বৌদ্ধ হ'তে পার্‌লি না। এখানে আবার আস্‌বে কে রে? আস্‌তে তো আমাদেরই এই বৌদ্ধের দল! তা তারাও সবাই যে এই রঙ্গের!

২য় বৌদ্ধ। বলিস্ কি?

১ম বৌদ্ধ। মুখ্যু! এত দিন তুই যে বৌদ্ধের দলে কাটালি, এর ভেতরে ঢুকতে পার্‌লি না! এর ওপরে বুদ্ধ বুদ্ধ—ভেতরে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা,—বুঝেছিস্?

২য় বৌদ্ধ। [সাশ্চর্য্যে বলিল] রাসলীলা?

১ম বৌদ্ধ। এঃ—তোকে মানুষ কর্‌তে দেখ্‌ছি আমার ঢের দিন লাগ্‌বে। ওরে! এ দলে যে সব পুরুষ ভর্ত্তি হ'চ্ছে, সব তোর আমার মত। কারও বাপ পিতামহর পর্য্যন্ত বিয়ে হয় নি।

যে সব মাগী আস্‌ছে, তাদের কারো তাতার পছন্দ হয় নাই, কোন বিধবার একাদশী অসহ্য হ'য়ে উঠেছে, কেউ বা যৌবনের জ্বালায় ঝালাপালা হ'য়ে—বুঝেছিস্‌? তাদের আর যমুনাপুলিনে ব'সে "হা নাথ" ব'লে মাথায় ঘা মার্‌তে হ'চ্ছে না। মনের মত নাগর বেছে নিচ্ছে, অথচ কৃষ্ণপ্রেমের কলঙ্কিনী হ'তে হ'চ্ছে না। আ-হা-হা, বুদ্ধ হে! পাতকী তরাতে কি পথই দেখিয়ে গেছ প্রভু!

২য় বৌদ্ধ। তুই ভারি থট্‌কা ধরিয়ে দিলি ভাই! এর ভেতরটা যদি তাই, তবে দেশের রাজা এদের এত আদর করে কেন? এত খরচ পত্তর ক'রে এ মেলা তৈরী ক'রে দিতে তাঁর এত মাথাব্যথা কিসের?

১ম বৌদ্ধ। তুই একটা প্রকাণ্ড গণ্ড; তুই বেরো এখান হ'তে। মেলা তৈরী করার মতলব ঠাওরাতে পার্‌লি না? ওরে এই মেলায় যত সব মেয়েমানুষ আমদানী হয়, তাদের মধ্যে বাছাই ক'রে যারা খুব টুক্‌টুকে, তাদের রাজা নিয়ে যায়, আর গোপনে নিজে তাদের বৌদ্ধধর্ম্ম শেখায়। বুঝেছিস্‌, না আর বল্‌তে হবে?

২য় বৌদ্ধ। এঁ্যা—তাই না কি!

১ম বৌদ্ধ। গাছ হ'তে পড়্‌লি যে!

১ম বৌদ্ধ। আমাদের গুরুঠাকুরও কি তাই?

১ম বৌদ্ধ। কে, অনাদিসেন? সে তো আবার যত নষ্টামির গুরু-ঠাকুর রে! মুরলী ব'লে একটা মেয়ে মানুষ হালে এসেছে, দেখেছিস্‌? তাকে নিয়ে তাতে আর কীর্ত্তনে খুব বেধে গেছে। তুই কোথায় থাকিস্‌? নে—ধর্‌, এখন চালা,—তোকে আমি ঠিক্‌ ক'রে দেব; নইলে বাবা, এখানে তোমার অন্ন হ'চ্ছে না।

গীতকণ্ঠে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ প্রবেশ করিল।

গীত

ভিক্ষুগণ।— জয় জয় জয় বুদ্ধদেব।
ভিক্ষুণীগণ।—জয় জয় জয় বুদ্ধদেব।
ভিক্ষুগণ।— দেখ ভগবান উর্দ্ধে বসিয়া,
ভিক্ষুণীগণ।—পড়ি আবর্ত্তে চলেছি ভাসিয়া—এ জগতে ভালবাসিয়া,
ভিক্ষুগণ।— কয় গো করুণা-নয়নে হাসিয়া
ভিক্ষুণীগণ।—বাসনা-স্রোত রুদ্ধ দেব॥

১ম বৌদ্ধ। আরে বাবা! এখানে আর ও সব কেন? ও সব বুদ্ধ বুদ্ধ লোক পটাতে—মেয়ে মানুষ যোগাড় করতে বাইরে যেখানে করবে ক'রো, এখানে ও সব ছেড়ে দাও। নাও, ধর! কি দিদিমণিরা, তোমরাও একটু আধটু নেবে না কি? আঃ, আবার লজ্জা কিসের? এখানে আর কে তোমাদের ভাসুর আছে বল? আর এও তো অন্য কিছু নয়, এ হ'চ্ছে বুদ্ধ-সুধা! নাও—নাও।

দূরে তক্ষশীল, আদিশূর প্রভৃতি আসিতেছিলেন।

১ম বৌদ্ধ। ও আবার কারা আসছে রে? নূতন লোক ব'লে মনে হ'চ্ছে যে! চল বাবা, গা ঢাকা দিই। এ রস এখন ওদের পেতে দেওয়া হবে না; আগে পোড় থাক্ দিন কতক।

[উভয়ে শশব্যস্তে প্রস্থান করিল।

পূর্ব্ব গীতাংশ

ভিক্ষুগণ।— নাশ প্রভু এ উচ্ছৃঙ্খলতা,
ভিক্ষুণীগণ।—ডুবাইয়ে দেয় যত সফলতা—জুটিয়া স্বার্থ, খলতা.
ভিক্ষুগণ।— পাই পরিত্রাণ কেমনে বল তা,
ভিক্ষুণীগণ।— আমিই আমার বিরুদ্ধ দেব।
সকলে।— জয় জয় জয় বুদ্ধদেব।

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল।

বৌদ্ধবেশে তক্ষশীল, আদিশূর, সামন্তসেন ও শান্তিবর্দ্ধন প্রবেশ করিল।

তক্ষশীল। কোন ত্রুটী নাই?

শান্তি। কিছু না, শিল্পীগণ আমার অনুগত, তার উপর তাদের প্রচুর অর্থ দিয়েছি; তারা এ মেলাভূমি শুদ্ধ জতুর দ্বারা নির্ম্মাণ ক'রে রেখেছে। অগ্নির একটী স্ফুলিঙ্গ পড়্‌বামাত্রই মুহূর্ত্তে চতুর্দ্দিক দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌বে,—কেউ পালাবার পথ পাবে না।

তক্ষশীল। কণোজরাজ বীরসিংহ মেলায় এসেছে?

শান্তি। হাঁ, সপরিবারে।

তক্ষশীল। বৌদ্ধগুরু সনাতন?

শান্তি। সবাই; বৌদ্ধ বল্‌তে বোধ হয় আর কেউ বাকী নাই।

তক্ষশীল। তবে তো এই সুবর্ণ সুযোগ; লাগাও আগুন।

শান্তি। ব্যস্ত হবেন না; শিল্পীরা একটা স্থান নির্দ্দেশ ক'রে গেছে,

সে স্থান ছাড়া অন্যত্রে আগুন দিলে আমাদেরও পালাবার উপায় থাক্‌বে না।

তক্ষশীল। বেশ, দেখাবে চল। আদি! এ ভারটা স্বয়ং তোমাকে নিতে হবে; তোমাকেই এ বৌদ্ধকুলের শ্মশান-চিতা নিজের হাতে জাল্‌তে হবে, পার্‌বে তো?

আদিশূর। কেন পার্‌বো না? আপনি গুরু, আপনার আদেশ। শ্মশান-চিতা হোক্—নরক-চিতা হোক্, আমি কিছুতেই পশ্চাৎপদ নই।

তক্ষশীল। সামন্ত! তোমায় এই অবসরে আর একটা কাজ কর্‌তে হবে; কণোজ বোধ হয় এখন শূন্য।

আদিশূর। মন্দ কথা নয়; যাও সামন্ত! তোমায় আর এখানে কি প্রয়োজন? বীভৎসের চরম যতগুলো সব আমিই কর্‌বো, সে কীর্ত্তি-গৌরবের দাবী কর্‌তে আর কাকেও দেবো না; তুমি এই সুযোগে শুদ্ধ কণোজ অধিকার ক'রে ব'সোগে।

সামন্ত। [স্বগত] তবু নিশ্বাসটা অনেকটা সরল হ'লো। আমি হত্যা-ব্যবসায়ী হ'লেও যা করি অস্ত্রাঘাতে, এমন পুড়িয়ে মারা পদ্ধতিটা আমার বেশ পরিপাক হ'চ্ছিল না। জয় ভগবান! [প্রকাশ্যে] আসি তবে রাজা!

[প্রস্থান করিলেন।

তক্ষশীল। আমাদেরও আর বিলম্ব কেন? চল শান্তি!

শান্তি। চলুন।

আদিশূর। অগ্নিদেব! খাণ্ডব দাহন ক'রে একদিন পাণ্ডব তোমার ক্ষুধা দূর ক'রেছিল, আজ তোমার পূজা কর্‌বে আদিশূর।

[সকলে প্রস্থান করিলেন।

বীরসিংহ ও সনাতন প্রবেশ করিলেন।

বীরসিংহ। গুরুদেব! এই বৌদ্ধমেলা আমার পিতা হর্ষের প্রতিষ্ঠিত। তিনি এই বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে নিজের পরিধেয় বস্ত্র খানি ব্যতীত সর্ব্বস্ব ভিক্ষুদের দান করতেন; আমরা তাঁর পুত্র কুলাঙ্গার।

সনাতন। না বীর! তুমিও তো তাঁর স্মৃতি যত্নে রক্ষা করছো, তুমিও তো দানে মুক্তহস্ত, বৌদ্ধধর্ম্মের রক্ষায় তোমারও তো জীবন-পণ!

বীরসিংহ। আর বুঝি বৌদ্ধধর্ম্ম রক্ষা করা প্রভুর ইচ্ছা নয় গুরু!

জনৈক অনুচর সত্রাসে উপস্থিত হইল।

বীরসিংহ। একি! এমন ক'রে এলি কেন?

অনুচর। আগুন! আগুন! মহারাজ! আগুন!

বীরসিংহ। [চমকিয়া উঠিলেন] আগুন!

অনুচর। ঐ দেখুন!

[নেপথ্যে ভীষণ অগ্নি দেখা গেল।]

বীরসিংহ। তাই তো! তাই তো! গুরুদেব! এ কি বিরাট অগ্নি-কাণ্ড! প্রাচীর জ্বলছে—গৃহচূড়া জ্বলছে—বিপণি, আশ্রম, পশুশালা সব দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে! এ কি হত্যার করাল মূর্ত্তি! এ কি ভগবানের কাল-রোষাগ্নি! এ কীর্ত্তি কার?

সনাতন। [গম্ভীরভাবে বলিলেন] নিশ্চয় এ কীর্ত্তি সেই ব্রাহ্মণের।

নেপথ্যে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ আর্ত্তনাদ করিতেছিল।

ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ। রক্ষা কর—রক্ষা কর, জ্ব'লে ম'লাম—জ্ব'লে ম'লাম।

বীরসিংহ। ঐ বুঝি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের কাতর আর্ত্তনাদ! ঐ বুঝি লোলজিহ্বা সর্ব্বগ্রাসী হুতাশনের লোলুপ অগ্রসর! ঐ বুঝি বৌদ্ধ-যুগান্তক ধ্বংসের নির্ম্মম তাণ্ডব!

ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ। রক্ষা কর—রক্ষা কর!

বীরসিংহ। কি করি? কেমন ক'রে রক্ষা করি? কোন্ শক্তিতে রক্ষা করি? পথ নাই, পালাবার উপায় নাই, আশা-ভরসা কিছুই নাই। সমস্ত রাজপরিবারও এর মধ্যে। যাক্ রাজপরিবার; আর্ত্ত, আশ্রিত, দীন আমার জীবনের অধিক, তাদের কি করি?

ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ। রক্ষা কর—রক্ষা কর রাজা! জ্ব'লে ম'লাম—জ্ব'লে ম'লাম।

বীরসিংহ। বজ্রাঘাত হও শিরে! অন্ধ হও নয়ন! নরকে লুকাও বীরসিংহ! ও-হো-হো! এ সর্ব্বনাশ কে করলে?

ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ। যে করেছে তার বংশ ধ্বংস হোক্—তার বংশ ধ্বংস হোক্—তার বংশ ধ্বংস হোক্।

সনাতন। অভিসম্পাত ক'রো না বৌদ্ধগণ! তোমাদের রৌদ্র ভাবা ব্যর্থ হবে না। তোমরা অহিংসা ধর্ম্মাবলম্বী, মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও অম্লানে, অসঙ্কোচে, উচ্চৈঃস্বরে বল—তার মঙ্গল হোক্, তার সুমতি হোক্, ভগবান তাকে অনুগ্রহ করুক।

ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ। গুরুদেব! রক্ষা কর—রক্ষা কর—গুরুদেব!

সনাতন। জগত-গুরুকে ডাক, তাঁর শরণ নাও! এ সময় শ্রীভগবান বুদ্ধদেবের জয় দাও।

ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ। জয় ভগবান বুদ্ধদেব, জয় ভগবান বুদ্ধদেব, জয় ভগবান বুদ্ধদেব!

বেগে অনাদিসেন প্রবেশ করিলেন।

অনাদি। ভয় নাই, ভগবানের প্রেরণা আমি এসেছি।

সনাতন। অনাদি! তুমি মেলাভূমির মধ্যে ছিলে না?

অনাদি। না গুরুদেব! কোন কারণে আমার আস্‌তে একটু বিলম্ব হ'য়েছিল। এখন দেখ্‌ছি—সেটা তাঁরই অনুগ্রহ। আপনাদের বাঁচাবার জন্য সেই বিরাট পুরুষেরই ইচ্ছা। বিলম্ব কর্‌বেন না, বাইরে আসুন। আমি কতকগুলো লোক এনে প্রাচীরের একটা দিক্ ভাঙ্গিয়ে দিয়েছি।

বীরসিংহ। অনাদি! তুমি আদিশূরের ভাই?

অনাদি। সে আলোচনার সময় নাই রাজা! আসুন গুরুদেব! [উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন] আর কেউ বেঁচে আছ? থাক তো সাড়া দাও, উদ্ধার করি। নীরব! নিস্তব্ধ! কেউ নাই আর! স্বর শূন্যে মিশে গেল,—ওঃ!

[অগ্রগামী হইলেন।

সকলে। জয় ভগবান বুদ্ধদেব! জয় ভগবান বুদ্ধদেব!

[সকলে প্রস্থান করিলেন।

মুরলীকে বক্ষে লইয়া অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় কীর্ত্তন প্রবেশ করিল।

কীর্ত্তন। [মুরলীকে বক্ষ হইতে নামাইয়া বলিল] যাও মুরলী! এইবার তুমি নিরাপদ।

মুরলী। আপনি?

কীর্ত্তন। আমি আর যাবো না মুরলী! আমি এই অগ্নিকুণ্ডেই থাক্‌বো। এই দেখ—আমার হস্ত, পদ পুড়ে গেছে, দেহের মাংস খ'সে খ'সে পড়্‌ছে, মস্তিষ্কে পর্য্যন্ত আগুনের শিখা ঠেকেছে,—আমার জীবনের আশা কম।

মুরলী। হায় পুরুষ! করলে কি? একটা নারীর অকর্ম্মণ্য জীবন রক্ষা করতে অমন কর্ম্মঠ অমূল্য জীবন দিলে?

কীর্ত্তন। দিলাম। জীবন দিয়েও যে তোমার রক্ষা করতে পেরেছি, তাতে বুঝেছি—আমার জীবনের একটা চরম উদ্দেশ্য মিটে গেছে। মুরলী! তোমার সুখই আমার শান্তি, তোমার হাসি আমার স্বর্গ, তোমার নিরাপদ আমার মোক্ষ।

মুরলী। এত আত্মত্যাগ পুরুষ তোমার! না—তোমায় বাঁচাতে হবে। অগ্নিকুণ্ডে প'ড়ে তুমি আমায় বাঁচিয়েছ, নরক-চিতায় প্রবেশ ক'রেও আমি তোমায় বাঁচাবো।

কীর্ত্তন। কিসের জন্য বাঁচাবে মুরলী? কিসের আশায় বাঁচ্‌বো মুরলী? কি নিয়ে বাঁচ্‌বো মুরলী? আমার তো শুধু হস্ত পদ পোড়ে নাই,—আমার হৃদয়খানা পর্য্যন্ত ছাই হ'য়ে গেছে। বড় জ্বালা! আর দাঁড়াতে পারি না। যাও তুমি মুরলী! আমার এ জন্মের সাধনার এই খানেই শেষ; আমি চল্‌লাম। ঐ গগনস্পর্শী শিখা,—ঐ সর্ব্বভক্ষ্য হুতাশন—ঐ আমার বিরাম-কুঞ্জ,—ঐ আমার শান্তি।

[গমনোদ্যত হইল]

মুরলী। দাঁড়াও।

কীর্ত্তন। আবার কেন মুরলী! আমার সাধ তো মিটে গেছে, আমি তো বিষাদ নিয়ে যাই নাই! এই দেখ—আমি হাস্‌ছি।

মুরলী। বল, তুমি কি চাও?

কীর্ত্তন। কিছু না, শুদ্ধ তুমি সুখী হও।

মুরলী। [কীর্ত্তনের মুখমণ্ডলে কি এক দেবভাব দেখিল; তাহার এই আত্মত্যাগে চমৎকৃত হইয়া মুহূর্ত্তে সব হারাইয়া ফেলিল, উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল] যাক্ আমার ইহকাল পরকাল,—থাক্

আমার মনের আশা মনে, হোক্ আমার জন্ম ব্যর্থ ;—এস পুরুষ! আমি তোমার। [কীর্ত্তনের হাত ধরিল]

কীর্ত্তন। [আবেগভরে বলিল] তবে আর কোথায় স্বর্গ! নিয়ে চল তোমার প্রেমের রাজ্যে মুরলী! অন্ধ খঞ্জ হ'য়েও আমি বেঁচে থাক্‌বো, যমের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেও আমি সংসার পাত্‌বো, ম'রেও আমি অমর হবো।

[উভয়ে প্রস্থান করিল।

নবম গর্ভাঙ্ক।

কর্ণ-সুবর্ণ—রাজ-অন্তঃপুর।

ভানুকে ধরিয়া অমরাবতী দাঁড়াইয়াছিলেন, পার্শ্বে পরিচারিকা।

অমরা। কোথায় কামড়ালে বাবা! কোথায় কামড়ালে?

ভানু। মাথায়, মা! মাথায়।

অমরা। কিসে কামড়ালে, দেখ নি বাবা?

ভানু। না, মা! আমি হেঁট হ'য়ে ফুল তুল্‌ছিলাম, উপর হ'তে কাম্‌ড়েছে। বড় জ্বল্‌ছে যে মা!

অমরা। ওগো! কাকেও ডাক না, দেখুক্ এসে কিসে কামড়ালে! ছেলে যে সারা হ'য়ে গেল!

পরিচারিকা। কাকেই বা ডাকি? কেউ যে নাই!

অমরা। কেউ নাই? লক্ষ্মী কোথা গেল? সে যে এই ছিল।

লক্ষ্মী প্রবেশ করিল।

লক্ষ্মী এই যে আমি! কেন মা! কি হয়েছে?

অমরা সর্ব্বনাশ হয়েছে মা! ভানুকে কিসে কামড়েছে!

এঁ্যা! কিসে কামড়ালে?

ভানু। দিদি! দিদি!

লক্ষ্মী। ভাই! ভাই! কোথায় কামড়ালে ভাই?

ভানু। [মাথায় হাত দিয়া দেখাইল] এইখানে। আর আমি বল্‌তে পার্‌ছি না দিদি! জিবটা জড়িয়ে আস্‌ছে, মাথা ঘুর্‌ছে, পা টল্‌ছে। শোবো মা! ঘুম পাচ্ছে।

অমরা। আমার কোলে আয় বাবা! আমার কোলে আয়। [কোলে লইয়া বসিলেন, পরে লক্ষ্মীর দিকে ব্যাকুলনেত্রে চাহিয়া বলিলেন] কি হবে মা?

লক্ষ্মী। কি আবার হবে! কত লোককে কত কামড়ায়! কি হয়? তুমি অমন ক'রো না। দাসী! দাদা আছেন জনার্দ্দনের মন্দিরে, শীঘ্র সংবাদ দে; নগরে যত ওঝা বৈদ্য আছে, এই মূহুর্ত্তে যেন নিয়ে আসেন।

[পরিচারিকা চলিয়া গেল।

লক্ষ্মী। কি হ'চ্ছে ভানু?

ভানু। কিছু হয় নি তো দিদি!

অমরা। কিছু হয় নি যদি, তবে অমন ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছো কেন বাবা? এ দিক ও দিক তাকাচ্ছ কেন? দেখ্‌ছো কি?

ভানু। আগুন, মা, আগুন!

অমরা। আগুন কি? কোথায় আগুন?

ভানু। ঐ যে, দেখ্‌তে পাচ্ছ না? ঐ ধূ-ধূ ক'রে জল্‌ছে! ঐ আগুন!

অমরা। আমার কপালে আগুন। [ললাটে করাঘাত করিলেন]

লক্ষ্মী। কি বল্‌ছো ভানু! ভুল বল্‌ছো কেন?

ভানু। তুমিও দেখ্‌তে পেলে না দিদি? ঐ যে! শুধু কি আগুন, ঐ দেখ, তার ভিতর কতকগুলো আধপোড়া মানুষ। কারো মাথার চুলগুলো পুড়্‌ছে, কারো গায়ের চামড়া উঠে সব সাদা হ'য়ে গেছে, কারো চুয়ালের মাংস খ'সে দাঁতগুলো সব বেরিয়ে পড়েছে। কি বিশ্রী ওবা! [সহসা চমকিয়া উঠিয়া লক্ষ্মীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া সভয়ে বলিল] দিদি! দিদি!

লক্ষ্মী। কি ভাই! কি ভাই! ভয় খেয়ে উঠ্‌লি কেন? কি হ'লো?

ভানু। ঐ দেখ দিদি! ঐ সেই পোড়া মানুষগুলো আমার পানে কটমটিয়ে তাকাচ্ছে, কি বিজ্ বিজ্ ক'রে বল্‌ছে আর হুম্‌কে হুম্‌কে তেড়ে তেড়ে আস্‌ছে! তুমি ওদের মানা কর দিদি! আমার বড় ভয় পাচ্ছে।

অমরা। লক্ষ্মী! আমায় একটু বিষ এনে দে না মা!

লক্ষ্মী। আঃ, চিরদিনটা ওতেই গেল মা তোমার। একটা প্রতিকার কর।

অমরা। তোরা কর্ মা! তোরা কর্; আমারও একটা প্রতিকার কর্,—আমার গলায় পা দিয়ে মার্।

লক্ষ্মী। তোমার কথার উত্তর দিতে পারি না বাপু! তুমি যা বোঝ, করগে। ভানু! চোখ বোজ তো ভাই! তা হ'লে ওরা আর আস্‌বে না।

ভানু। দিদি! তুমি আর শ্বশুরবাড়ী যেও না। মা কিছু বোঝে না, অমনিধারা কাঁদবে, বাবার খাওয়া হবে না, প্রজাদের দুঃখ হবে। যেও না তুমি দিদি!

লক্ষ্মী। সে তো তোমায় বলেছি ভাই! বউ এনে তবে আমি যাবো।

ভানু। তবেই হয়েছে! বউও আর আস্‌বে না, তোমার যাওয়াও আর ঘট্‌ছে না। [অবসন্ন হইয়া ঢলিয়া পড়িল।]

লক্ষ্মী। ভাই! ভাই!

অমরা। কি হ'লো! কি হ'লো লক্ষ্মী! বাবা আমার এলিয়ে পড়্‌লো কেন?

লক্ষ্মী। অবসন্ন হয়েছে মা! ভয় নাই; তুমি মরা-কান্নাটা এখন হ'তে কেঁদো না।

অমরা। আছে তো—আছে তো? না, আমি আর কাঁদবো না; অকল্যাণ হবে,—না?

সায়নাদিত্য প্রবেশ করিলেন।

সায়ন। বৈদ্যরা আস্‌ছেন।

লক্ষ্মী। মা! তুমি ভিতরে যাও।

অমরা। না—আমি এখান হ'তে উঠ্‌বো না। কেন যাবো? কৈ, আমি তো আর কাঁদি নি!

সায়ন। সে জন্য নয় মা! লোক জন আস্‌ছে।

অমরা। এলেই বা! আমার ভানুও যে, তারাও সে; তুমি তাঁদের আস্‌তে বল।

[সায়নাদিত্য চলিয়া গেল।

অমরা। কি ক্ষতি তাতে? কার কাছে অবরোধ? মায়ের কাছে ছেলেরা আস্‌বে না?

ওঝাগণসহ সায়নাদিত্য পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

১ম ওঝা। কৈ রাজকুমার?

অমরা। এসেছ বাবারা! তোমাদের পায়ে ধরি, আমার ভানুকে বাঁচাও। [ওঝাগণের পদতলে পড়িলেন।]

১ম ওঝা। করেন কি—করেন কি মা! এতে সন্তানদের অপরাধ হবে যে!

লক্ষ্মী। আবার মা! বোঝ না কেন? অমন ক'রে কি হবে?

অমরা। কিছু হবে ব'লে এমন কর্‌ছি না মা! প্রাণটায় এমনি হ'চ্ছে, তাই এমন কর্‌ছি।

লক্ষ্মী। না, তুমি ভিতরে যাও।

অমরা। না, মা! আর আমি কিছু কর্‌বো না। এই চুপ ক'রে বস্‌লুম।

সায়ন। বৈদ্যগণ! দেখুন কুমারের অবস্থাটা!

[ওঝাগণ কুমারকে বেষ্টন করিয়া বসিল।]

১ম ওঝা। [মনোযোগের সহিত কুমারের সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া নিম্নস্বরে বলিল] সর্পাঘাত!

২য় ওঝা। ব্রহ্মতালুতে।

৩য় ওঝা। সংঘাতিক।

৪র্থ ওঝা। দেখুন একবার চেষ্টা ক'রে।

১ম ওঝা। [জনান্তিকে] কি আর দেখ্‌বো? দেখ্‌বার কিছু নাই। [কিছুক্ষণ মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া] না, আমার ক্ষমতাতীত; তোমরা কেউ পার তো দেখ।

২য় ওঝা। আপনার যখন ক্ষমতাতীত, তখন আর কার সাহস?

৩য় ওঝা। সাহস হ'লেও আর সময় নাই, সর্ব্বাঙ্গ যেরেছে। এ বড় ভয়ঙ্কর বিষ; বড় জোর আর দণ্ড খানেক।

৪র্থ ওঝা। তাই তো! এসে ভাল হয় নাই, এখন এখান হ'তে যাওয়া যায় কি ক'রে?

[সকলে হতাশ হইয়া বসিল।]

অমরা। অমন ক'রে বস্‌লে কেন বাবারা? তোমাদের মুখ অমন শুকিয়ে গেল কেন? ওকি! তোমাদের চোখে জল যে?

১ম ওঝা। আপনি অধৈর্য্য হবেন না মা! আমাদের যথাসাধ্য কর্‌ছি।

অমরা। তোমরা অনেকের জীবন দিয়েছ, আমার জীবনটী দিতেই হবে; তোমরা যা চাইবে দেবো। ওকি! আবার যে তোমাদের চোখে জল? তবে কি—তবে কি—[ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইল, তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না।]

তক্ষশীলসহ আদিশূর প্রবেশ করিলেন।

আদিশূর। কিসের ক্রন্দন অন্তঃপুরে? কি হয়েছে?

অমরা। ওগো, তুমি এসেছ! [বাতাহত কদলীর ন্যায় আদিশূরের পদতলে পড়িলেন, তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; তিনি মূর্চ্ছিতা হইলেন।]

আদিশূর। মূর্চ্ছা গেছে। [উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন] দাসী! দাসী!

পরিচারিকা প্রবেশ করিল।

আদিশূর। মুখে জল দাও—জল দাও, বাতাস কর। [পরিচারিকা শুশ্রূষা করিতে লাগিল] ব্যাপারটা কি?

লক্ষ্মী। এই দেখ বাবা! ভানুকে কিসে কামড়েছে, কথা ক'চ্ছে না।

আদিশূর। [চমকিয়া উঠিলেন] ভানুকে? কিসে কাম্‌ড়ালে? কৈ দেখি! [ভানুর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া মুহূর্ত্তে আত্মসম্বরণ করিলেন, পরে দৃঢ়স্বরে বলিলেন] হুঁ! হয়েছে। ঠিক্! কামড়াবে—কামড়াবে!

লক্ষ্মী। বাবা! [রোরুদ্যমানা হইয়া কাতরদৃষ্টিতে আদিশূরের দিকে চাহিল।]

আদিশূর। অমন করিস্ না মা! টলাস্ না আমায়! কামড়াবে—ও আমি জানি। বৈদ্যগণ! কি দেখ্‌লেন?

১ম ওঝা। সর্পাঘাত!

আদিশূর। হুঁ! সর্পাঘাত! সর্পাঘাত! হবে যে! হ'তেই হবে! ও আমি জানি। তারপর, বৈদ্যগণ! কিছু হ'লো না,—না?

বৈদ্যগণ। [নীরবে মস্তক নত করিলেন]

আদিশূর। হবে না—হবে না, তাও আমি জানি। সাপে খায় নি তো—কালে খেয়েছে। গুরুদেব! একবার নাড়ীটা পরীক্ষা ক'রে দেখুন তো, আছে কি না?

তক্ষশীল। [নাড়ী ধরিয়া মুখ বিকৃত করিলেন।]

আদিশূর। নাই,—না?

তক্ষশীল। [কোন উত্তর করিতে পারিলেন না, তাঁহার নেত্র-কোণে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল।]

আদিশূর। নাই! নাই! ওঃ! [গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।]

লক্ষ্মী। ভাই! ভাই! [ভানুর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে গেল।]

আদিশূর। [লক্ষ্মীকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন] স'রে আয় লক্ষ্মী! তুই আবার কোথা যাস্? ও যে থাকবে না, তা আমি বহুদিন জানি। যে যায় যাক্, তুই আমার সার ছেলে, আয় মা, বুকে আয়।

তক্ষশীল। আদি!

আদিশূর। গুরু!

তক্ষশীল। শিথিল হ'লে?

আদিশূর। না গুরু! আরও দৃঢ় হয়েছি—আরও কর্ম্মঠ হয়েছি—আরও উদ্যম নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছি। পূর্ব্বে তবু একটা ভয় ছিল নির্ব্বংশ হবার; যাক্—সেটা মিটে গেল। বাস্—আবার কি! বলুন গুরু! কোথায় যেতে হবে? আদেশ করুন—কি কর্‌তে হবে? দেখান গুরু! পথ আমার। টুঁটী টিপে ব্রহ্মহত্যা,—জোর ক'রে নারীর ধর্ম্মনষ্ট,—নরককুণ্ড যেথায় থাক্, তাকে তুলে এনে ভারতবর্ষের মাঝখানে প্রতিষ্ঠা? ব'লে যান—ব'লে যান, আপনি একে একে ব'লে যান, আমি একে একে সেরে ফেলি।

তক্ষশীল। [আদিশূরের হাত ধরিয়া বলিল] এস আদি, এখান হ'তে।

আদিশূর। চলুন; ভাব্‌তে ভাব্‌তে চলুন—কি কি কর্ম্ম বাকী। সেরে নেবার এমন সুযোগ আর হবে না। অভিশাপ দেবারও আর ধর্‌তে ছুঁতে কিছু নাই, সংসারের পাট উঠে গেল। এইবার যতক্ষণ না কুষ্ঠব্যাধিতে আমার হাত দুটো গ'লে যায়, যতক্ষণ না যক্ষ্মাকাসে ঝলকে ঝলকে রক্ত ওঠে, যতক্ষণ না কড়্ কড়্ শব্দে ডেকে আদিশূরের মাথায় বজ্রাঘাত হয়, তার মধ্যে—তার মধ্যে যতগুলো পারেন,—সেরে নিন; নইলে আর হবে না, বাকী থেকে যাবে। এমন আদিশূরটী আর যুগ-যুগান্তরেও মিল্‌বে না।

[তক্ষশীল হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

সারন। যান বৈদ্যগণ! আর মাথায় হাত দিয়ে ভাব্‌লে কি হবে!

[ওঝাগণ নতবদনে চলিয়া গেল।

সায়ন। দাসী! মায়ের বোধ হয় মূর্চ্ছাভঙ্গের সময় হয়েছে। ওঁকে এখন এ কথা বলিস্ না, বাঁচবেন না। যদি খোঁজেন, বলিস্ যে জনার্দ্দনের মন্দিরে স্নানজল খাওয়াতে নিয়ে গেছে।

[ভানুর মৃতদেহ বক্ষে লইয়া চলিয়া গেলেন।

লক্ষ্মী। [অমরাবতীর পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক কাতরস্বরে ডাকিলেন] মা! মা!

অমরা। এঁ্যা! এঁ্যা! [উদ্‌ভ্রান্তভাবে উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন] রাজা কৈ?

পরিচারিকা। তিনি চ'লে গেছেন।

অমরা। চ'লে গেছে—চ'লে গেছে! [উঠিয়া দাঁড়াইলেন] বা—বা! এই কতদিন পরে এলো—ছ দণ্ড দাঁড়ানো নাই—অমনি চ'লে গেছে? গেলেই হ'লো? চ', দেখি কোথায় গেল। আমায় নিয়ে চ'। আমি বলিগে, তার সব বুঝে পেড়ে নিক্—আমি আর পারবো না। চ'!

[দাসীর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন।

লক্ষ্মী। [স্বগত] পাগলিনী স্বামীর সাক্ষাৎ পেয়ে সব ভুলে গেছে। সংসারটাই এই রকমের। একটা পেয়ে একটা ভোলে।

[ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

থানেশ্বর—প্রমোদ-কক্ষ।

শান্তিবর্দ্ধন বসিয়া আপন মনে ভাবিতেছিলেন।

শান্তি। দাদার সংবাদ পাওয়া ভার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। একখান পত্র লিখ্‌বে আমায়,—তাও কি না বৌদিদি। দেখ্‌ছি—দাদাতে আর দাদা নাই। আমি কোথা আমাদের বউকে ঘরে আন্‌বার জন্য এত চেষ্টা-চক্রান্ত কর্‌ছি, দেখ্‌ছি উল্টো হ'য়ে গেল,—দাদাকেই হারিয়ে বস্‌লুম। হায় পুরুষ! তোমার গর্ব্ব, অভিমান, পুরুষত্ব, যা কিছু উচ্চ, সব নারীর কাছে নুয়ে পড়ে। শোভন!

নর্ত্তকীগণসহ শোভন প্রবেশ করিল।

নর্ত্তকীগণ।—[নৃত্যসহ]

গীত।

নাই কিছু বঁধু আর, দিতে পদে উপহার,
তোমার এ রাখা প্রাণ ধর ধর ধর হে।
অযতনে একবার আমার বলিয়া ডাকো,
ভাসিব সুখের স্রোতে তর তর তর হে।
চাহি না বুকের মাঝে আবেশে ঘুমায়ে যেতে,
চাহি না ধরিতে চাঁদ নয়নের ফাঁদ পেতে,

রাখি না হৃদয়ে আশা, পাবো প্রেম ভালবাসা,
মধুর পরশ রসে হবো জর-জর হে।
হ'তে চাই চাতকিনী চাহিয়া বারিদ পানে,
ভাসিব সমান সুখে, বজ্র কি বারি দানে,
নেবো না তোমার কিছু, দিয়ে শুধু সুখী মোরা,
জনমে জনমে হবো মরিয়ে অমর হে।

শান্তি। যাও তোমরা এখন।

[নর্ত্তকীগণ চলিয়া গেল।

শান্তি। কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না। চিন্তাটা উঠ্‌ছে ঠিক তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত। এদিকে তো দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটা সুগঠিত বিপুল সম্প্রদায় ধ্বংস ক'রে ফেল্‌লাম—বেদ উদ্ধারের সাহায্যে! রাবণের বংশ ধ্বংসপ্রায়; বাকী কেবল বড় কাকা। যাক্—আর ভেবে কি করছি! থাক্ আমার কলঙ্ক, হই আমি বিভীষণ, হোক্ সীতার উদ্ধার।

সনাতন প্রবেশ করিলেন।

সনাতন। থানেশ্বরের জয় হোক্।

শান্তি। কি ঠাকুর! এখনও বেঁচে আছ?

সনাতন। আছি রাজা! এখনও আমার কর্ম্মের শেষ হয় নাই। বুদ্ধদেবের ইচ্ছা আরও দিনকতক আমায় এখানে রাখা। যাক্ সে কথা। এখন তোমার খুল্লতাতের একটা সংবাদ নিয়ে আসছি; শুন্‌বে কি? অবকাশ আছে?

শান্তি। কি সংবাদ?

সনাতন। আদিশূরের সেনাপতি সামন্তসেন তাঁর কণোজ অধিকার ক'রে বসেছে; তার জন্য তিনি সামন্তের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত। তাঁর ইচ্ছা—তুমি তাঁকে এ বিপদে সাহায্য কর।

শান্তি। [মুখ গম্ভীর করিলেন]

সনাতন। ও কি! সাহায্যের নাম শুনে তুমি মুখখানা অমন ভার কর্‌লে কেন?

শান্তি। কি করি ঠাকুর! বারম্বার তাঁর জন্য যুদ্ধ ক'রে থানেশ্বর আজ বীরশূন্য; এখন আমার সৈন্যসংখ্যা কম,—যা আছে, তাও অশিক্ষিত। এ অবস্থায় প্রবলপ্রতাপ আদিশূরের বিপক্ষে দাঁড়াই কি সাহসে?

সনাতন। কি সাহসে কুমারের পিতামহ হর্ষবর্দ্ধন থানেশ্বর হ'তে সুদূর বাঙ্গলায় শশাঙ্ককে বিতাড়িত কর্‌তে গিয়েছিলেন?

শান্তি। ছেড়ে দাও সে সব পুরাকালের কথা। তাঁর সঙ্গে আমাদের তুলনা হ'তে পারে না। তাই যদি হবে, তবে সেই হর্ষবর্দ্ধনের রক্তজাত পুত্র সামান্য একটা সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে একটা বালকের সাহায্য চেয়ে পাঠান কেন?

সনাতন। এই কি এ ক্ষেত্রের আত্মপ্রবোধ হ'লো কুমার?

শান্তি। নয় কি? তখন ছিল উত্থানের কাল, রজ্জুকে সর্প দেখে সবাই আপনা হ'তে পথ ছেড়ে দিয়েছে। এখন এসেছে পতনের কাল,—বজ্র নিথর হ'য়ে যাবে—ঈশ্বরের অভয় বাণী খণ্ডন হ'য়ে যাবে। হর্ষবর্দ্ধন স্বয়ং এলেও আজ আর তাঁরও সাধ্য নাই যে সময়ের স্রোত ব্যর্থ করেন।

সনাতন। তা হ'লে কি এইরূপ নির্ব্বিকারভাবে ব'সে ব'সে বীর-সিংহের পরাজয় দেখ্‌বে? পতন নিকটে, সেই ভয়ে বংশের গৌরব ডুবিয়ে দিয়ে সেধে শত্রুর পাদুকা মাথায় নেবে? মৃত্যু অবধারিত, তা ব'লে কি যেচে যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দেবে? কুমার! চন্দ্র যতক্ষণ আকাশে থাকে, ততক্ষণ আর অন্ধকারের স্ফূর্ত্তি নাই; তার প্রভুত্ব—যখন শশাঙ্কের আর অস্তিত্ব থাকে না।

শান্তি। জানি সব, কিন্তু আর উপায় নাই; এখন আমার চক্ষের উপর বীভৎসের তাণ্ডব নৃত্য হ'লেও একটু ভ্রূকুঞ্চনের পর্য্যন্ত ক্ষমতা নাই। আমি গঙ্গাজলে তাঁর পদস্পর্শ ক'রে শপথ করেছি—তাঁর বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করবো না।

সনাতন। কার পদস্পর্শ ক'রে?

শান্তি। গুরুর।

সনাতন। কে গুরু?

শান্তি। তক্ষশীল।

সনাতন। [সাশ্চর্য্যে বলিলেন] কুমার! তুমি বৈদিক ধর্ম্ম গ্রহণ করেছ?

শান্তি। করেছি; তা তুমি অমন চমকে উঠ্‌লে কেন?

সনাতন। করেছ কি কুমার! পিতৃপিতামহের এমন ধর্ম্মটা এক কথায় পরিত্যাগ করলে?

শান্তি। করলাম; তাতে হয়েছে কি? বৌদ্ধধর্ম্মটাই কি আমার পিতৃপিতামহগণের পৈতৃক? তাঁদের যাঁরা পিতৃপিতামহ ছিলেন, তাঁদের কি ধর্ম্ম ছিল বল্‌তে পার?

সনাতন। বৈদিক ধর্ম্ম।

শান্তি। তবে? যাঁরা তাঁদের পিতৃপিতামহগণের তেমন সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে, এক কথায় তোমাদের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করতে পারেন, তাঁদের পুত্র পৌত্রেরা যদি সেই বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে এক কথায় আবার বৈদিক ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাতে তাদের কি অপরাধ? হাঁও, বোঝা গেছে! আজকাল হয়েছে ধর্ম্ম নিয়ে তোমাদের দ্বন্দ্ব, অহিংসার আবরণে তোমাদের হিংসা; বৈদিকের উচ্ছেদ তোমাদের সঙ্কল্প—উপাস্য—সাধনা। তোমাদের রক্ষা নাই। আমি ক্ষুদ্র, আমার

সাহায্য কতটুকু? আজ ভগবান অনন্ত ভুজেও তোমাদের ধ'রে রাখ্‌তে পারবে না।

[প্রস্থান করিলেন।

শোভন। যাও ঠাকুর! আর হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে কি হবে?

সনাতন। [আপনমনে বলিলেন] জানি বৃথা, তবু আশা হাত ধ'রে টানে। দেখ্‌ছি মরীচিকা, তবু পিপাসা অগ্রসর হ'তে বাধ্য করে। শুন্‌ছি ধ্বংসের বিকট কল্লোল, তবু কর্ণ মান্‌তে চায় না,—বলে করুণার বংশীরব। বুদ্ধদেব! অবসান কর প্রভু আশার—অবসান কর প্রভু কর্ম্মের—অবসান কর প্রভু ভ্রমণের!

[প্রস্থান করিলেন।

শোভন।—[নৃত্যসহ]

গীত।

যা—যা—যা পাজী বেটা।
নষ্টামির ওই নারদ ঠাকুর, আস্‌বে নিয়ে গত লেটা।
সাত পুরুষের খুড়া আমার, বাঁচাও—লড়াই দাও,
তুমি যমের বাড়ী যাও,
কোথায় তোমার বুদ্ধ বাবা, ডাক, ভজন গাও,—
বেটার কি নাই কিছু আক্কেল,
কাঁচা মাথা দিতে বলে যেন ভুড়ো বেল,
আর তেল বুলুলে হবে কি চাঁদ,
আজ ফস্‌কে যাবে ধরবে বেটা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উজ্জয়িনী—রাজসভা।

সিংহাসনে সায়নাদিত্য উপবিষ্ট; সভাসদগণ রাজসভায় প্রবেশপূর্ব্বক অভিবাদন ও জয় ঘোষণা করিলেন।

সভাসদগণ। জয় মালবরাজ সায়নাদিত্যের জয়!

সায়ন। আসন গ্রহণ করুন অমাত্যগণ!

সভাসদগণ। [আপন আপন আসনে উপবেশন করিলেন।]

বীরসিংহকে লইয়া সনাতন প্রবেশ করিলেন।

সনাতন। মালবের মঙ্গল হোক্!

সায়ন। কে আপনারা?

সনাতন। আমি বৌদ্ধগুরু সনাতন। ইনি আমার শিষ্য কণোজরাজ বীরসিংহ।

সায়ন। [সসম্মানে সিংহাসন হইতে উঠিয়া বলিলেন] আসুন—আসুন! আজ আমার সভা পবিত্র,—আসন গ্রহণ করুন।

বীরসিংহ। থাক্, আমি বড় বিপন্ন হ'য়ে আস্ছি রাজা!

সায়ন। কি বিপদ আপনার কণোজরাজ? [পুনরায় সিংহাসনে উপবেশন করিলেন।]

বীরসিংহ। আদিশূর আমার অনুপস্থিতিকালে অলক্ষিতভাবে সামন্তকে পাঠিয়ে আমার কণোজ অধিকার করেছে। আমি যথাসাধ্য যুদ্ধ ক'রে পরাজয় স্বীকার করেছি, তবু সামন্ত আমার অনুসরণ করেছে।

সায়ন। অনুসরণ করেছে? সে কি! আপনি পরাজিত, তার উপর আপনার পশ্চাদ্ধাবন! মতলবখানা কি!

সনাতন। বুঝতেই তো পারছো রাজা! আদিশূর এখন বৌদ্ধকুলের জল্লাদ। পুড়িয়ে তো এক রকম শেষ ক'রেই দিয়েছে, দুই একটা যা আছে, তাদের এই রকম ক'রেই মারবে।

সায়ন। না, এ অন্যায়! অমাত্যগণ!

সভাসদগণ। সম্পূর্ণ অন্যায়।

সায়ন। যাক্, এখন মহারাজের এখানে আগমন কি আশ্রয়ের জন্য?

বীরসিংহ। কোথাও পাই নাই রাজা! নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র—জীবন মরণের বন্ধু—তার কাছে পর্য্যন্ত অপমানিত হয়েছি। শেষ উজ্জয়িনীর কথা স্মরণ হ'লো, ভাবলুম বিফলমনোরথ হ'তে হবে না, আশ্রয় নেবার স্থল বটে! আদিত্যবংশ এখনও বর্ত্তমান; তাই ছুটে এলাম।

সায়ন। আদিত্যবংশ সম্বন্ধে মহারাজের এরূপ স্থির বিশ্বাসের কারণ?

বীরসিংহ। তুমি জানবে না রাজা! এই আশ্রয় দেওয়া নিয়ে একদিন তোমার পিতামহের সঙ্গে আমার পিতার তুমুল সংঘর্ষ হ'য়ে গেছে। বাঙ্গলার রাজা শশাঙ্ক একদিন এই কণোজ আক্রমণ ক'রে কণোজরাজ গ্রহবর্ম্মাকে হত্যা ও কণোজের রাণী আমার পিতৃস্বসা রাজ্যশ্রীকে বন্দিনী করেন, কিন্তু পরিশেষে আমার পিতার প্রতিহিংসার জ্বালায় অস্থির হ'য়ে তাঁকে মালবরাজ—তোমার পিতামহের শরণ নিতে বাধ্য হ'তে হয়; সেই সূত্রে তোমার পিতামহের সঙ্গে হর্ষবর্দ্ধনের যুদ্ধ। সে যুদ্ধ আমি আমার পিতার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম; সে কি ভীষণ! সে আমি জীবনেও ভুলবো না। তারপর বাঙ্গলার রাজা মেষের মত দেশ ছেড়ে পলায়ন করলে; মালবের রাজা সিংহের মত প্রাণ দিলে।

সায়ন। আমিও প্রাণ দেবো কণোজরাজ! অমাত্যগণ!

সভাসদগণ। এই তো আদিত্যবংশের যোগ্য কথা।

সায়ন। পিতামহের পদচিহ্ন অনুসরণ ক'রে আমিও অগ্রসর হবো কণোজরাজ! আমার ইহকাল পরকাল সর্ব্বস্ব দিয়েও আমার রাজধর্ম্ম রক্ষা করবো বীর! আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আপনি নিশ্চিন্ত। উৎপীড়িত, আর্ত্ত, আশ্রিতের জন্যই রাজা; বিশেষতঃ আপনি আবার হর্ষবর্দ্ধনের পুত্র, আজ অবস্থায় দাস—বড় অসহায়।

সামন্তসেন প্রবেশ করিলেন।

সামন্ত। অভিবাদন করি মালবরাজ!

সায়ন। এ সব তোমাদের কি সামন্ত?

সামন্ত। কি সব?

সায়ন। এই পরাজিত, পলায়িত, হৃতসর্ব্বস্ব বীরের পশ্চাদনুসরণ?

সামন্ত। এইরূপই আমার প্রভুর আদেশ আছে জানবেন।

সায়ন। আদেশ! সামন্ত! তোমারও তো একটা বিবেক আছে? বুঝতে পারছো না কি, এ অন্যায় আদেশ?

সামন্ত। ন্যায় অন্যায় বোঝবার আমার কোন দরকার নাই।

সায়ন। দরকার নাই? বল কি সামন্ত! সেনাপতি ভৃত্য ব'লে জীবনটার সব বিক্রয় করেছ? ছি! মনুষ্যত্বটুকু পর্য্যন্ত নিজের বলতে রাখ নাই? যাক্, তোমার দরকার না থাকলেও আমার আছে, আমি রাজা।

সামন্ত। তা হ'লে এইখানটায় একটা কথা আমায় বলতে হ'লো রাজা! বোধ হয় বিস্মৃত হন নাই—এ রাজাটা কাল আমরাই হাতে ক'রে ক'রে গেছি।

সায়ন। না সামন্ত! তা আমি জীবনে বিস্মৃত হবো না। সে উপকারের বিনিময়ে যদি তোমরা আমার জীবন চাও, আমি হাস্‌তে হাস্‌তে তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। তা ব'লে কি সামন্ত! তোমাদের ন্যায় অন্যায়ে একটা কথা পর্য্যন্ত কইতে পাবো না? রাজা উপাধি নিয়ে সিংহাসনে ব'সে তোমাদের মুখপানে চেয়ে থাকতে হবে! তোমরা আন্‌বে দেশে অরাজকতার বন্যা, ছার স্বার্থ স্মরণ ক'রে তার পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে আমায়? হবে না। এ ভরসা যদি ক'রে থাক, তোমার নির্ব্বুদ্ধিতা।

সামন্ত। রাজা!

সায়ন। যাও সামন্ত! এখান হ'তে। আমি কণোজরাজকে আশ্রয় দিয়েছি।

সামন্ত। তা হ'লে আমার প্রভুর আদেশটার শেষ পর্য্যন্ত শুন্‌তে হবে রাজা!

সায়ন। ও আর শুন্‌বো কি? যে আশ্রয় দেবে, তারও এই দশা করবে, এই তো তোমার প্রভুর আদেশ?

সামন্ত। শুধু তাই নয়; তাতে আত্ম-পর নাই, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার নাই, নিন্দা-প্রশংসার কান্না নাই। তার সর্ব্বনাশ—তার উচ্ছেদ—তার হত্যা!

সায়ন। আদেশটা ঠিক দস্যুসর্দ্দারের মতই বটে!

সামন্ত। কি! আমার প্রভু দস্যুসর্দ্দার? অনেকক্ষণ ধ'রে আপনার অনেক ঔদ্ধত্য সহ্য ক'রে আস্‌ছি রাজা, শুদ্ধ আপনি তাঁর ভাগিনেয় ব'লে। আর দেখ্‌ছি আপনি ধৈর্য্য রাখ্‌তে দিলেন না! তবে শুনুন রাজা! এই দস্যুসর্দ্দার ছিল ব'লেই আজ মালবরাজ যাকে তাকে আশ্রয় দিতে সাহস করছেন, যার তার উপর লম্বা লম্বা কথা

ক'চ্ছেন। ভুলবেন না—তাঁরই উন্মুক্ত তরবারির উপর আপনার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত; তাঁর সেই দস্যুবৃত্তিতেই আপনার অস্তিত্ব। যে দিন আপনার জন্ম আকুল হ'য়ে আমার প্রভু প্রকৃতই দস্যুর মত তাঁর ভৃত্য আমায় দিয়ে নিশিযোগে ঘোর সমাধি অবস্থায় সমগ্র মালব যুড়ে রক্তের সমুদ্র ছুটিয়ে ছিলেন, সে দিন কোথা ছিল আপনার এ জ্ঞান?

সায়ন। তাকে দস্যুবৃত্তি বলি না সামন্ত! সে দিন তিনি এসেছিলেন আমার সাহায্যে—আমার পৈতৃক রাজ্য উদ্ধারে,—তাঁর মহত্ব। কিন্তু আজ আমি জান্‌তে চাই, তিনি কি সূত্রে কণোজের উপর দাবী করেন? কি দোষে লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী-সমাগত প্রয়াগ-মেলায় আগুন দেন? কি সাহসে নিরীহ বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রতি অত্যাচারের উপর অত্যাচার স্তূপীভূত করেন?

সামন্ত। তার পূর্ব্বে আমিও জান্‌তে চাই, মালবরাজ কি স্পর্দ্ধায় আদিশূরের কার্য্যের কারণ চান?

সায়ন। মালবরাজ আদিত্যবংশধর। মালবরাজ কারো রক্তচক্ষে নির্ব্বাক-বিস্ময়ে থাকে না। মালবরাজ বীর—অস্ত্রজীবী।

সামন্ত। তা আবার জানি না! ও অস্ত্রবিদ্যাটা কাল যে আমি আপনার হাতে ধ'রে শিখিয়ে গেছি!

সায়ন। আজ তার পরীক্ষার দিন। যাও সামন্ত! তোমাদের ধর্ম্মা-ধর্ম্মের বিচার কর্‌তে হবে না, নিন্দা-প্রশংসার কান্না কাঁদতে হবে না, আত্ম-পর বাছ্‌তে হবে না। আমি আশ্রয় দিলাম, তোমাদের যথাসাধ্য করগে

সামন্ত। উত্তম; তা হ'লে আর আমার দোষ নাই। [গমনোদ্যত

অপরাজিতা দ্রুতপদে রাজসভায় প্রবেশ করিলেন।

অপরা। [সামন্তকে বাধা দিয়া বলিলেন] থাম সামন্ত! কি সাজন?

সায়ন। এই দেখ মা! আমি কণোজরাজকে আশ্রয় দিয়েছি, সামন্ত বলে কি না—পরিত্যাগ কর।

অপরা। [সাশ্চর্য্যে] কণোজরাজ! বীরসিংহ! হর্ষবর্দ্ধনের পুত্র!

সায়ন। হাঁ মা!

অপরা। [স্বগত] এই হর্ষবর্দ্ধন এই আশ্রয় দেওয়া অপরাধে মালবের সর্ব্বনাশ ক'রে গেছে। এই বীরসিংহ তার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তার সাহায্য করেছে। সেই প্রতিহিংসায় আমি নিরস্ত্র মূর্চ্ছিত জগতবর্দ্ধনের রক্ত দেখেছি; আজও তার বংশ ধ্বংস কর্‌বার সাধ আমার যায় নি। কিন্তু একি!

সায়ন। চুপ কর্‌লে যে মা! ভাব্‌ছো কি? ভুলে যাও মা! সে সব কথা, আজ শুদ্ধ ভাব—আশ্রয়প্রার্থী।

অপরা। আশ্রয়প্রার্থী! দেখিস্ নাই তুই সায়ন! দেখিস্ নাই আশ্রয় দেওয়ার পরিণামটা! ভুল্‌তে পারি কৈ? যাক্, সামন্ত! কুমার যদি তোমাদের কাছে একটা আবদারই ক'রে থাকে, তার সেটা কি রক্ষা পায় না?

সামন্ত। এ আবদার নয় মা, ঔদ্ধত্য।

অপরা। তাই যদি হয়, তারও কি মার্জ্জনা নাই?

সামন্ত। আমার কাছে নাই মা! আমি আজ্ঞাধীন। মার্জ্জনা, দণ্ড সব তাঁর কাছে!

অপরা। আদির কাছে? আচ্ছা, তোমরা এখন ক্ষান্ত হও, আমি তার কাছেই যাচ্ছি। তুমি আমার কথা রাখ্‌তে পার্‌লে না সামন্ত! কিন্তু সে আমার ছোট ভাই, আমি তাকে কোলে ক'রে মানুষ ক'রে এসেছি, সে কখনও আমার কথা কাট্‌তে পার্‌বে না, আমার সায়নের সঙ্গে বিবাদ কর্‌তে পার্‌বে না, আমার কাছে মান অপমানের

কান্না কাঁদতে পার্‌বে না। সায়ন! সামন্তের অমর্য্যাদা ক'রো না বাবা! আমি আস্‌ছি। [গমনোদ্যত হইলেন]

সায়ন। কোথা যাবে মা? কার কাছে যাবে মা? কি জন্য যাবে মা? ভিক্ষার জন্য? না মা! আর তা হয় না। ভিক্ষা করেছিলে, যে দিন তুমি ভিখারিণী ছিলে। আজ তুমি উজ্জয়িনীর মহারাণী—আদিত্যবংশের কুলবধূ—সায়নাদিত্যের মা। আজ আর তোমার এ হীন প্রবৃত্তি থাক্‌লে চল্‌বে না মা! আজ আর তোমায় অপরাধিনীর মত কারো রাজসভায় কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াতে দেবো না মা! আজ তোমায় মালবের মান-মর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য কর্‌তে হবে মা!

অপরা। আমি কি তা না কর্‌ছি খেপা ছেলে! তবে এতে কি ক্ষতি ছিল? সে আমার ভাই তো!

সায়ন। তোমার ভাইয়ের আদেশ কি জান? এ সংঘর্ষে তাঁর আত্ম-পর বিচার নাই। তবে যে ভাই তোমায় চায় না, তুমি যাবে তার কাছে আত্মীয়তা দেখাতে? হবে না মা!

অপরা। তবু—তবু সায়ন! আমার প্রাণের ভিতরটা দেখ্‌ বাবা! এ যুদ্ধে আমার কোন দিকেই শুভ নাই। তুই ছেলে, সে ভাই।

সায়ন। একটার আশা তোমায় ত্যাগ কর্‌তে হয়েছে মা! দু দিক আর থাক্‌বে না

অপরা।, সামন্ত! সামন্ত! তুমি ইচ্ছা কর্‌লে বোধ হয়—

সামন্ত। আমি যে আমার ইচ্ছার অধীন নই মা! সে কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতক হ'তে আমি পার্‌বো না।

অপরা। সায়ন! সায়ন! আমার মুখপানে চা' বাবা!

সায়ন। চেয়ে আর কি কর্‌বো মা! প্রতীকারের উপায় নাই এ অবস্থা তোমার নিজেরই সৃষ্ট।

বীরসিংহ। রাজা! আমি তোমায় বিপদাপন্ন কর্‌তে চাই না। আর আমি তোমার আশ্রয়প্রার্থী নই। সেনাপতি! আমি তোমার বন্দী; চল্ যেথা নিয়ে যাবে।

সায়ন। [সিংহাসন হইতে লাফাইয়া উঠিলেন এবং বীরসিংহের হস্তধারণপূর্ব্বক বলিলেন] সাবধান রাজা! তুমি আমায় এত কাপুরুষ ভেবো না। মালব যাক্, আদিত্যবংশের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হোক্, মায়ের ঐ অশ্রুজল সর্প হ'য়ে আমার শিরে দংশন করুক, তোমায় আমি পরিত্যাগ কর্‌বো না। এস রাজা! এস বৌদ্ধগুরু! বিশ্রাম কর্‌বে এস। নিশ্চিন্ত জেনো তোমরা! ক্রন্দন কর আমার জন্মদুঃখিনী মা! প্রতীকার কর তুমি সেনাপতি!

[বীরসিংহ ও সনাতনসহ প্রস্থান করিলেন।

সভাসদগণ। জয় মালবরাজ সায়নাদিত্যের জয়!

[প্রস্থান করিলেন।

সামন্ত। এখন আমাদের কি করতে বলেন মা?

অপরা। হত্যা কর—হত্যা কর, আবার কি কর্‌বে হত্যাব্যবসায়ী তোমরা? রক্ত খাও—রক্ত খাও—কাম্‌ড়া-কাম্‌ড়ি কর—কুকুরের জাত তোমরা! মানের জ্বালায় অস্থির হ'য়ে সাপের মত নিজের গায়ে নিজে ছোবলাও,—মৃত্যুর অভিন্ন মূর্ত্তি, নরকের মাটীর তৈরী তোমরা!

[প্রস্থান করিলেন।

সামন্ত। সত্যই আমরা তাই; কিন্তু আর উপায় নাই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কর্ণ-সুবর্ণ—রাজ-অন্তঃপুর।

অনাদিসেন ও অমরাবতী দাঁড়াইয়াছিলেন।

অনাদি। শুদ্ধ সেই মেলায় আগুন দেওয়াতেই এই সর্ব্বনাশ হ'চ্ছে মা! ছেলেটা ধড়ফড়িয়ে গেল, নিজেও যেতে বসেছেন।

অমরা। কি হবে ঠাকুরপো! কি হবে তা হ'লে? যা গেছে তা তো গেছেই; এখন তোমার দাদা বাঁচ্‌বে কি ক'রে? আমি দেখ্‌ছি—দিনরাত তার চোখ লাল, সদা সর্ব্বদাই উত্তেজিত, কথায় কথায় দণ্ড। পাগল হ'য়ে গেল ঠাকুরপো! পাগল হ'য়ে গেল।

অনাদি। আমি কত নিষেধ করেছিলাম যাবেন না ও পথে।

অমরা। শুধু কি তুমি? আমি পায়ে ধ'রে, কেঁদে, আত্মঘাতিনী হবো ভয় দেখিয়ে কোনমতে পারি নাই। ও কি কারো কথা নেয়? মনে করে যারা বলে, তারা বুঝি নিজের জন্যই বলে। যাক্, এখন তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে; একটা কিছু কর ঠাকুরপো! শান্তি হোক্, স্বস্ত্যয়ন হোক্, তোমরা যুক্তি ক'রে যাতে ভাল হয়, কিছু কর। নইলে আমার এ গ্রহ কাট্‌বো না।

অনাদি। শান্তি স্বস্ত্যয়নে এ গ্রহ কাট্‌বে না মা! রাহুরূপী তক্ষশীল তার কেন্দ্রস্থান অধিকার ক'রে বসে আছে যে!

অমরা। তবে কি হবে ঠাকুরপো?

অনাদি। এক উপায় আছে, যদি তুমি কর।

অমরা। আমার স্বামীর কল্যাণে আমি বিষ খাবো। ছেলেকে ভুলেছি, ভগবানকে পর্য্যন্ত ভুল্‌বো।

অনাদি। আমার বিশ্বাস, এই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের অযথা উচ্ছেদ ক'রে দাদা শ্রীভগবান বুদ্ধদেবের কোপনেত্রে পড়েছেন।

অমরা। ঠিক! আমারও বিশ্বাস হ'চ্ছে। দেবতার কোপে না পড়লে কথনও এমন হয়? তা হ'লে এখন কি করতে হবে ঠাকুরপো?

অনাদি। পারবে তো মা?

অমরা। আবার বল্‌তে হবে? স্বামীর মঙ্গল কামনার জন্যই যে এ নারী জাতিটার সৃষ্টি।

অনাদি। তা হ'লে তোমায় কায়মনে তাঁকে ডাক্‌তে হবে, তাঁর উপাসনা কর্‌তে হবে, তাঁকে সন্তুষ্ট কর্‌তে হবে।

অমরা। তোমার হাতে ধর্‌ছি ঠাকুরপো! আমি কিছুই জানি না; কি কর্‌লে তিনি সন্তুষ্ট হন, আমায় ব'লে দাও। কি মন্ত্রে তাঁর উপাসনা কর্‌তে হয়, আমায় শিখিয়ে দাও। কি ব'লে তাঁকে ডাক্‌তে হয়, আমায় বল।

অনাদি। তাঁকে সন্তুষ্ট কর্‌তে হয় মন প্রাণ দিয়ে, তাঁর উপাসনা কর্‌তে হয় প্রেমাশ্রু নিয়ে, তাঁকে ডাক্‌তে হয় দয়াময় ব'লে। কিন্তু তা তুমি পার্‌বে না মা! নিরাকার সাধনা—বড় কঠিন সাধনা। তোমায় আমি একটী বস্তু দিয়ে যাচ্ছি, তুমি সেটীকে বিগ্রহজ্ঞানে ফুল, গঙ্গাজল, নৈবেদ্য দিয়ে পূজা ক'রো, তা হ'লেই যথেষ্ট হবে।

অমরা। তা আমি খুব পার্‌বো! কৈ, কি দেবে, দাও।

অনাদি। ধর। [একটী কাষ্ঠ-পাদুকা দিলেন]

অমরা। [তাচ্ছিল্যভাবে বলিলেন] এ যে পাদুকা!

অনাদি। অবজ্ঞা ক'রো না যেন পাদুকা ব'লে! এ সেই শ্রীভগবান বুদ্ধদেবের পাদুকা,—তিনি স্বয়ং এই পাদুকা ব্যবহার কর্‌তেন। এতে তাঁর পদরজঃ আছে, এ অতি পবিত্র, সর্ব্বকামপ্রদ; এ জিনিষ জগতে

দুর্ল্লভ। আমি বহু অনুনয়ে তোমাদের জন্য গুরুর কাছ হ'তে একটী সংগ্রহ করেছি।

অমরা। তুমি কর্‌বে বৈ কি ঠাকুরপো! তুমি আমাদের জন্য এমন না কর্‌লে আর আমাদের কে আছে,—কর্‌বে কে?

অনাদি। কিন্তু এত ক'রেও কিছুই কর্‌তে পারি নাই মা! আমার দাদাকে সুমতি দেবার জন্য ঊর্দ্ধবাহু হ'য়ে বুদ্ধদেবকে ডেকেছি; এক বিন্দু করুণার জন্য তাঁর সমাধিস্থলে প'ড়ে পাগলের মত লুটিয়েছি; এই পাদুকাকে অহোরাত্র চক্ষের জলে স্নান করিয়েছি,—কিছুতে কিছু হয়নি মা! তাই আজ তোমার কাছে ছুটে এসেছি। নিজে অকৃতকার্য্য হ'য়ে তোমায় লওয়াতে এসেছি। আশা—তুমি তাঁর অর্দ্ধাঙ্গিনী স্ত্রী—তুমি যা কর্‌বে, অর্দ্ধেকটা তাঁর করা হবে। তোমার পাপ পুণ্যের অর্দ্ধেক অংশ তাঁর; তোমার আত্মা শুদ্ধ হ'লে তাঁরও অর্দ্ধেকটা আত্মা পবিত্র হ'য়ে যাবে।

অমরা। ঠাকুরপো! তুমি না থাক্‌লে কি হ'তো আজ আমাদের?

অনাদি। আর একটা কথা বলে যাই দেবী! এ পূজা কর্‌বে খুব নির্জ্জনে, কেউ যেন না জান্‌তে পারে। দাদা যেন ঘুণাক্ষরেও এ সংবাদ না পান।

[প্রস্থান করিলেন।

অমরা। [আপনমনে বলিলেন] তা—তা—তা—নাই বা বল্‌লাম তাঁকে, তাঁর মঙ্গল হ'লেই হ'লো! দাসী! দাসী!

পরিচারিকা প্রবেশ করিল।

অমরা। তুই এই দণ্ডে ফুল, গঙ্গাজল নিয়ে আয়, আর একখানা নৈবেদ্য সাজিয়ে,—বুঝেছিস্?

পরিচারিকা। এখনই?

অমরা। আবার কথা কয়?

[পরিচারিকা চলিয়া গেল।

অমরা। আজই আমি পূজা করবো; এই দণ্ডে—এই খানেই। এখানে আর কে আসছে? আর এলেই বা! জানলেই বা লোকে! আমি ইষ্টপূজা করবো আমার ইষ্ট-দেবতার কল্যাণে; কার তাতে কি?

পরিচারিকা পূজা-উপকরণাদি লইয়া আসিল।

অমরা। এনেছিস্? রাখ্। [পরিচারিকা যথাস্থানে রাখিয়া দিল] যা তুই এখন।

[পরিচারিকা চলিয়া গেল।

অমরা। [আসনে উপবেশন করিয়া গঙ্গাজলে পাদুকা স্নান করাইলেন, পরে যুক্তকরে বলিলেন] ভগবান তুমি, জগতের মঙ্গলসাধনই তোমার এক মাত্র কার্য্য। তার বিনিময়ে তুমি কারো কাছে কিছু চাও না। তাই দাসী সাহস ক'রে তোমার কাছে কাঁদতে বসেছে। অন্তর্য্যামী তুমি, আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ কর প্রভু! আমার প্রাণের অব্যক্ত কাকুতি অনুভব কর প্রভু! আমার ভাষাহীন দীর্ঘশ্বাস, ছল ছল আকুল দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত কর প্রভু! দয়াময় তুমি, আমায় দয়া কর। পুত্র কেড়ে নিয়েছ, তাতে ক্ষতি বোধ করি নাই; আমার সিঁথির সিন্দূর উজ্জ্বল রাখ, আমার স্বামীর মঙ্গল কর। [প্রণাম করিলেন।]

সহসা আদিশূর উপস্থিত হইলেন।

আদিশূর। রাণী!

অমরা। ওগো, তুমি এসে পড়েছ,—যা! [অপ্রতিভ হইলেন; পরে আপনাকে গুছাইয়া লইয়া বলিলেন] তা এসেছ—বেশ করেছ,

ভালই হয়েছে; একটু স্নানজল খাও তো! [স্নানজল দিতে উদ্যত হইলেন।]

আদিশূর। [আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন] সে কি! স্নানজল কি?

অমরা। ঐ তো তোমার রোগ! এ কি? ও কি? কেন? কি জন্য? তোমার এত খোঁজে দরকার কি? দিচ্ছি, খাও, ভাল হবে।

আদিশূর। আরে ভাল হোক্, মন্দ হোক্, স্নানজলটা কিসের, না বল্‌লেই বা খাই কি ক'রে?

অমরা। সে আমি বল্‌তে পার্‌বো না; ঠাকুরপো আমায় বল্‌তে মানা ক'রে দিয়ে গেছে।

আদিশূর। [চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন] ঠাকুরপো! অনাদি এসেছিল এখানে? হয়েছে! [ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিলেন] একি! পাদুকাপূজা! এ পাদুকা কার? [পাদুকা লইয়া দেখিলেন] একি! এ যে বুদ্ধের নামাঙ্কিত!

অমরা। ওগো, ধ'রে ফেলেছ দেখ্‌ছি তা হ'লে! [অপ্রতিভ হইলেন]

আদিশূর। [অমরাবতীর দিকে রক্তনেত্রে চাহিয়া ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিলেন।]

অমরা। ও কি! চোখ কপালে তুল্‌লে কেন?

আদিশূর। [বজ্রবৎ গর্জ্জিয়া উঠিলেন] দুষ্টা!

[আদিশূর আর কিছু বলিতে পারিলেন না, ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল; তিনি বাম হস্তে অমরার চুলের মুঠি ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে সেই পাদুকা দ্বারা প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। ঠিক এই সময়ে লক্ষ্মী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক বাধা দিলেন।]

লক্ষ্মী। [সরোদনে বলিলেন] বাবা! বাবা! কর কি বাবা, কর কি? শান্ত হও, আমার মা।

আদিশূর। ছেড়ে দে—ছেড়ে দে লক্ষ্মী! ছেড়ে দে মা! আমি কোথা বৈদিক ধর্ম্মের উদ্ধারে জগৎ জুড়ে অশান্তি বিশৃঙ্খলা হাহাকার আন্‌ছি—আর আমার অন্তঃপুরেই এই? একেই কি বলে সহধর্ম্মিণী? ছেড়ে দে।

লক্ষ্মী। কার উপর রাগ কর্‌ছো বাবা! ও কি জগতের কিছু বোঝে? মা আমার কাদায় গড়া, যে যা বলে, তাতেই যে আজ্ঞে। হয় তো কাকা বলেছে মঙ্গল হবে! তোমার পায়ে ধরি, মার্জ্জনা কর বাবা আমার মাকে এবারকার মত; পর ক্ষেত্রের জন্য দায়ী আমি। [আদিশূরের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল]

আদিশূর। যাও পতি-ধর্ম্মত্যাগিনী পাপিষ্ঠা এবারকার মত! [ক্রোধ-ভরে ছাড়িয়া দিলেন।]

অমরা। [সে বেগ সহ্য করিতে পারিলেন না, ভূতলে পড়িয়া গেলেন এবং সংজ্ঞা হারাইলেন।]

আদিশূর। কে আছিস্?

জনৈক অনুচর প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল।

আদিশূর। ঘোষবাদককে বল্, সে যেন এই দণ্ডে নগরে ঘোষণা করে,—অনাদি এই নগর মধ্যে আছে, এখনও যেতে পারে নাই—যে তার ছিন্ন মুণ্ড আন্‌তে পার্‌বে, পুরস্কার পাবে।

[ক্রোধভরে প্রস্থান করিলেন; তাঁহার পদভারে পৃথিবী যেন কাঁপিতে লাগিল। অনুচরও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেল।

লক্ষ্মী। গেল, সোনার রাজ্যটা রক্তস্রোতে ভেসে গেল! [সরোদনে ডাকিলেন] মা! মা! ওঠ মা! [অমরার হাত ধরিয়া তুলিলেন।]

অমরা। লক্ষ্মী! লক্ষ্মী! আমার ভানু কোথায়? একবার এনে দে না মা! আমি তাকে ভুলে গিয়েছিলাম, আজ আবার দগ্ দগ্ ক'রে মনে পড়্ছে। এনে দে না মা! আমি তাকে বুকে করি, তার কচি হাত দু'খানি ধ'রে দু'দণ্ড অন্যমনস্ক হই; তার মুখে মা বুলি শুনে এ যন্ত্রণা ভুলি। [রোদন করিতে লাগিলেন।]

লক্ষ্মী। অভাগিনী মা আমার! [চক্ষু মুছাইয়া দিলেন] চল মা এখান হ'তে।

[হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বল্লভ মিশ্রের বহির্বাটী।

কীর্ত্তন মুরলীকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনিয়াছিল; সংবাদ পাইয়া নবীনা নাগরিকাগণ নববধূ দর্শনে যাইতেছিল।

নাগরিকাগণ।—

গীত

আয়লো এদের বউ দেখে আসি।
বিয়ের ক'নে বল্‌বো কি বোন, বয়সে তার বরের মাসী।
যা হোক বউয়ের মিষ্টি বড় বোল,
চোখ দুটী বেশ টানা টানা, গাল দুটী বেশ গোল,
ঘর সাজাবার রূপ বটে তার, হাটের সেরা জোল,—
ঠোট দু-খানি পাতলা কচি, মুখখানি বেশ হাসি হাসি।

ছিল বৌ হা-ঘরের দলে,
বল্‌বো কি আর গুণের কথা, শুন্‌বো কত কানে কানে,
বৌয়ের নাইকো বাকী কিছুই লো আর ঘোমটার আড়ালে,—
আজ উঠ্‌লো ঠেলে বামুন কুলে, কুলের মেল যে হ'লো বাসি।

[নাগরিকাগণ ভিতর বাটীতে চলিয়া গেল।

বল্লভ মিশ্র প্রবেশ করিল।

বল্লভ। আমি এই দু'দিন বাড়ীতে নাই, আর এর মধ্যে এই কাণ্ড!

কাত্যায়নী উপস্থিত হইল।

কাত্যায়নী। বলি, কাণ্ডটা তুমি কি দেখ্‌লে? বাড়ীতে পাঁ না দিতে দিতেই লাফাচ্ছো?

বল্লভ। আবার কাণ্ডের বাকীটা কি? একেবারে লঙ্কাকাণ্ড যে! কেন তুমি ও হনুমান বেটারছেলেকে আমার বাড়ী ঢুক্‌তে দিলে?

কাত্যায়নী। বাঃ! ছেলেকে বাড়ী ঢুক্‌তে দেবো না তো ঘর বাড়ী কিসের জন্য?

বল্লভ। দিলে দিলে, তা তাকেই না হয় দাও; তার সেই ধুকড়িটায়?

কাত্যায়নী। ছেলেকে জায়গা দিলেই বৌকেও জায়গা দিতে হয়।

বল্লভ। বৌ! আমার বাবাকেলে বৌ! গিন্নী! তোমার বউ এ রকম কত জনার বৌ হ'য়ে তবে তোমার হাতে এসে পড়েছে, তার খবর রাখ? আবার যে কত শাশুড়ীর হাতফের হবে, তাই বা কে জানে! এখনও ভালোয় ভালোয় বিদেয় কর বল্‌ছি।

কাত্যায়নী। বৌকে বিদেয় কর্‌লে ছেলে কি ঘরে থাক্‌বে?

বল্লভ। তা তো থাক্‌বে না। আর বৌকে ঘরে রাখ্‌লে যে

এদিকে দেশশুদ্ধ লোক অতিথ, ফকির, নেড়া, বৈরাগী পালে পালে তোমার ছেলে হ'তে আস্‌বে—তার ঠিক জান? তোমার এক ছেলের জ্বালায় আমি অস্থির, আর এ বুড়ো বয়েসে তোমার অত আমাপা ছেলের হুড়ো আমি সামলাতে পারবো না গিন্নী! যা বল্‌ছি, কর।

কাত্যায়নী। তোমার মুখে আগুন!

বল্লভ। তোমার পোড়া কপাল! কথা বল্‌লে শোন না কেন? যা বলেছিলুম, হাতে হাতে মিল্‌লো কি না? ছেলে ধর্ম্মের ফেরী করতে যায় নাই, গেছে মেয়ে মানুষের ভিড় দেখে; হ'লো? তবে আবার কেন একটা বিতিকিচ্ছি কাণ্ড বাধাবে? এখন হ'তে সামলাও।

কাত্যায়নী। তা বৌকে যেতে বল্‌ছি, তুমি আগে ছেলের বিয়ে দাও তো দেখি; ম'লে আমাদের একটু জল পাবার কিনারা চাই তো না কি?

বল্লভ। জল দেবার কেউ না থাকে, সে আমি তখন পুকুর খুঁজে নেবো। ও পচা জল আমি খাব না গিন্নী! তুমি এই দণ্ডে ও পানাপুকুর বুজোও।

কাত্যায়নী। এই পচা জলকেই আমি গঙ্গাজল ক'রে দেবো, দেখে নিও।

বল্লভ। কি ক'রে? ফটকিরি দিয়ে, না পঞ্চগব্য ক'রে? তা তুমি সাম্‌লাবে বৈ কি! তোমরাও তো ঐ জাতেরই জাত! অন্ধকার কর মা তারা, লুটে খেটে খাই।

কাত্যায়নী। এই নাও! বৌকে ছেড়ে দিয়ে এইবার আমার পেছনে লাগ্‌লো দেখ্‌ছি!

বল্লভ। না লেগে আর করি কি? তোমার পেছনের চংটুকু তো এখনও মন্দ নাই+ কাজেই—

সলজ্জভাবে মুরলী উপস্থিত হইল।

কাত্যায়নী। এস মা, এস,—ইনি তোমার শ্বশুর ; প্রণাম কর।

মুরলী। [নীরবে প্রণাম করিল।]

বল্লভ। আ-হা-হা! থাক্—থাক্! তোমার সিঁথীর সিন্দূর অক্ষুরন্ত হোক্ ; তোমার হাতের নোয়া অগুস্থি হোক্।

কাত্যায়নী। আ-হা-হা! দেখ দেখি কেমন শান্ত শিষ্ট, কেমন তুলোর মত হাত পা, কেমন ধীরি ধীরি চলন!

বল্লভ। আ-হা-হা! গজগামিনী—গজগামিনী ; নবনীতাঙ্গী—সাবিত্রী চরিত্রেষু।

কাত্যায়নী। দোষের মধ্যে একটু বড়,—এই যা। তা আমার সংসার অচল, বড় মেয়েরই দরকার।

বল্লভ। আরে কে বল্‌লে বড়? আমি তোমায় শাস্ত্র খুলে দেখাতে পারি,—আট বছরের ছেলের মা পর্য্যন্ত গৌরীদান। তো এতো দেখ্‌ছি আমার সোণার চাঁদ হয়েছে! গৌরী তো গৌরী, গৌরীর মা মেনকাকে পেয়ে গেছি।

[প্রস্থান করিল।

কাত্যায়নী। যাও মা, দাঁড়িও না ; বেলা হ'লো, সংসারের কাজ কর্ম্ম দেখগে।

[প্রস্থান করিল।

মুরলী। [ঔদাস্তব্যঞ্জক ধীরস্বরে বলিল] সংসার! কার সংসার! কিসের সংসার? আমি তো এ সংসারে নাই। আমার দেহটা আছে বটে, কিন্তু আমার প্রাণখানা—[মুহূর্ত্তে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল] না, আমি তাকে ফিরিয়ে আন্‌বো,—সংসারে এসেছি—সংসার কর্‌বো।

যখন বিবাহ করেছি—ভালবাস্‌বো। [পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল] ওঃ, এ কি কম যন্ত্রণা—নিজের সঙ্গে দিবা রাত্রি দ্বন্দ্ব করা।

গীত।

ভুলিব তাহারে আমি সবটুকু প্রাণ দিয়ে।
মুছিব তাহার ছবি হিয়া মোর বিদরিয়ে॥
ভাবিব না কভু আর, সে মোর জীবনাধার,
করিব না গলে হার, তার সে স্মৃতিটী নিয়ে।
বাসিব তাহারে ভাল, যে ভাল বেসেছে মোরে,
আধ জাগরণে আর কেন আধ ঘুমঘোরে,
স্বপন দেখিব কভু, হবো তার মনোমত,
নতুবা বাসনা যত মিটাবো গরল পিয়ে।

অনাদিসেন প্রবেশ করিল।

অনাদি। মুরলী! কেমন আছ?

মুরলী। [উত্তেজিতা হইয়া বলিল] আবার! আবার তুমি এখানে?

অনাদি। কেন মুরলী?

মুরলী। কেন কি! শীঘ্র যাও—শীঘ্র যাও বলছি আমার সুমুখ হ'তে।

অনাদি। ওরূপ উত্তেজিতা হ'য়ে উঠ্‌লে যে মুরলী! এমন তো তোমায় কখনও দেখি নাই,—কি হয়েছে তোমার?

মুরলী। কি হয়েছে আমার? জান না? না, কাজ নাই; কেন তুমি আবার এখানে এলে?

অনাদি। আমি জন্মের মত বাঙ্গলা ছেড়ে যাচ্ছি মুরলী! এখানে এলাম, তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে; দেখে যাই—সংসারী হ'য়ে তুমি সুখী হয়েছ।

মুরলী। ভাল কর নাই—ভাল কর নাই, আমি সুখী হই নাই; তবার চেষ্টায় ছিলাম, কিন্তু তুমি এসে আমার সে উত্তম ভেঙ্গে দিলে। আমার সর্ব্বনাশ করলে।

অনাদি। বুঝতে পারলাম না মুরলী, তোমার এ উত্তেজনার অর্থ।

মুরলী। বুঝতে পারলে না? জানতে তো, আমার মধ্যে এক পিশাচী আছে? বুঝতে পেরেছ এবার? আমি তাকে বহু কষ্টে জয় ক'রে এনেছিলাম, কিন্তু তুমি এসে তার সঙ্গে যোগ দিলে; আমি হেরে গেলাম। আর চেষ্টা বৃথা! স্ফুলিঙ্গ ছাইচাপা ছিল, তুমি এসে ফু-ক ক'রে জ্বালিয়ে দিলে। আর আমার রক্ষা নাই; আমি ম'লাম।

অনাদি। ও, আমার দোষ হয়েছে মুরলী। এতটা ভাবতে পারি নাই, আমি চললাম। তুমি আত্মজয় কর, তোমার সে আসক্তি-পিশাচীর দমন কর; তুমি সুখী হও। [গমনোদ্যত হইলেন।]

মুরলী। দাঁড়াও; এলে যদি, যাবে কোথা? তোমার পায়ে ধরি, আমায় সঙ্গে নাও। [পদধারণ করিল]

অনাদি। ছিঃ মুরলী! এ আবার কি বলছো? তখন যা বলেছিলে —বলেছিলে, এখন যে তুমি অপরের বিবাহিতা।

মুরলী। [উঠিয়া দাঁড়াইল] বিবাহ হয়েছে, এই মাত্র। তাও হ'য়ে গেছে আমার ইচ্ছায় নয়, আমার হৃদয়ের দুর্ব্বলতার একটা সুযোগ নিয়ে। পরক্ষণেই আমার চমক ভেঙেছে। আজ পর্য্যন্ত আমি তার ছায়া স্পর্শ করি নাই। তাকে ভালবাসবার জন্য নিজের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ করেছি, পারি নাই; মনকে গুছিয়ে নেবার জন্য ঢের চেষ্টা করেছি, পারি নাই; সে ছড়িয়ে গেছে তোমার স্মৃতিতে। তুমি আমার সুখ, তুমি আমার স্বপ্ন, তুমি আমার ধ্যান, তুমি আমার চিন্তা, তুমি আমার ইহকাল, তুমিই আমার পরকাল। লোকতঃ আমায় যেই আশ্রয় দিক্, ধর্ম্মতঃ আমার স্বামী তুমি।

অনাদি। ধিক আমায়; এই অপমানটুকু সেধে নেবার জন্যই আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে এসেছিলাম মুরলী! যাক্, মান অপমানে আমার কান্না নাই। কায়মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, প্রবৃত্তি তোমার অধীন হোক্—লালসা তোমার প্রেমে পরিণত হোক্—তুমি সুখী হও মুরলী! [গমনোদ্যত]

মুরলী। তবে একটা কথা জেনে যাও, এই আমার শেষ কথা; ভগবানের বরে কি কর্‌বে, ভগবান স্বয়ং এসে আমার হাত ধর্‌লেও আজ আর আমায় ফেরাতে পার্‌বে না। আমি সুখী হবো, তুমি থাক্‌তে নয়!

অনাদি। আমি চল্‌লাম মুরলী! মর্‌তে পার্‌বো কি না বল্‌তে পারি না, তবে এ জীবনে আর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না।

[প্রস্থান করিলেন।

খড়গহস্তে কীর্ত্তন উপস্থিত হইল।

কীর্ত্তন। [ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে বলিল] না, তোমায় মর্‌তেই হবে; যেথায় থাকো, বেঁচে থাক্‌লে চল্‌বে না। তোমায় মর্‌তে হবে, আমার মুরলীকে সুখী কর্‌তে হবে। হোক্ পাপ—হোক্ দণ্ড—হোক্ নরক, তোমায় মর্‌তেই হবে। মুরলীর সুখই আমার স্বর্গ।

[বেগে প্রস্থান করিল।

[মুরলী সভয়ে চারিদিকে চাহিতে লাগিল; নেপথ্যে অনাদিসেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।]

মুরলী। ও-হো-হো!

[চক্ষে অঞ্চল দিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় প্রস্থান করিল।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কর্ণ-সুবর্ণ—রাজসভা।

ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ গাহিতেছিল, অদূরে জনৈক প্রহরী দাঁড়াইয়াছিল।

গীত।

ভিক্ষুগণ। — অনাথশরণ কৃপাময়।
ভিক্ষুণীগণ।—এসেছি রাজদ্বারে, এস প্রভু এ সময়
ভিক্ষুগণ।— জীবনের লীলা-খেলা সাঙ্গ,
ভিক্ষুণীগণ।—দাঁড়াও দৃষ্টি-পথে কোথা হে বরাঙ্গ,
ভিক্ষুগণ।— বাঁচাতে ডাকি না তোমা, কেটে দাও মোহাবেশ,
ভিক্ষুণীগণ।—কি ফল জীবনে, তব ধর্ম্মের হ'লো শেষ;
ভিক্ষুগণ।— মরণে আলিঙ্গনে বেঁধে দাও এ হৃদয়,
সকলে।— সেবক, সেবিকা মোরা নাও তার পরিচয়।

আদিশূর প্রবেশপূর্ব্বক সিংহাসনে উপবেশন করিলেন।

আদিশূর। এরা কি চায় প্রহরী?

প্রহরী। এরা মরতে চায় মহারাজ! বন্দী সকলেই বৈদিকধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছে, কেবল এই ক'জন কোনমতেই বুদ্ধের নাম পরিত্যাগ করতে রাজী নয়।

আদিশূর। তোমরা এরূপ অপরিণামদর্শী কেন? দেখ্ছো তো, সমস্ত ভারতবর্ষ আজ আদিশূরের আজ্ঞাবাহী? কেন তোমরা অবাধ্য হ'চ্ছ?

এখনও বলছি—বুদ্ধের নাম পরিত্যাগ ক'রে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, বেদোক্ত যে কোন দেবতার স্তব গান কর,—মঙ্গল হবে।

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ভিক্ষুগণ।— শতধা কর এ দেহ ছিন্ন,
ভিক্ষুণীগণ।—জানি না কারেও আর এক তিনি ভিন্ন,
ভিক্ষুগণ।— হৃদয় চিরিয়া দেখ পরতে পরতে লেখা,
ভিক্ষুণীগণ।—পাথরেতে আঁকা নাম, নহে এ জলের রেখা,
ভিক্ষুগণ।— কর যাহা অভিলাষ,
ভিক্ষুণীগণ।—কিছুতে না করি ভয়,
সকলে।— হও হে দীর্ঘজীবি, হোক্ তব চির জয়।

আদিশূর। প্রহরী! এদের বধ্যভূমিতে নিয়ে যাও, ঘাতককে বল হত্যা করতে।

[ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ "অনাথ শরণ কৃপাময়," গাহিতে গাহিতে প্রহরীর সহিত প্রস্থান করিল।

আদিশূর। যাক্ যে যাবার,—বসেছি ধর্ম্মের উদ্ধারে, মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের মত একটা দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ নিয়ে।

ব্যগ্রভাবে জনৈক পরিচারিকা প্রবেশ করিল।

পরিচারিকা। মহারাণীর পীড়া বড় কঠিন; তিনি প্রলাপ বক্‌ছেন।

আদিশূর। ঠিক্ হয়েছে! ও আমি জানি, তাকে প্রলাপ বক্‌তেই হবে, বকবারই কথা; যাও।

[পরিচারিকা হতাশভাবে চলিয়া গেল।

আদিশূর। অভাগিনী সেই দিন হ'তে আর ওঠে নাই!

অনাদির ছিন্ন মুণ্ড লইয়া রক্তাক্ত-কলেবরে কীর্ত্তন প্রবেশ করিল।

কীর্ত্তন। মহারাজের একজন ভক্ত প্রজা বর্ণে বর্ণে তাঁর আদেশ পালন করেছে। গ্রহণ করুন রাজপূজা, ধরুন পদপ্রান্তে আমার রাজভক্তির নিদর্শন, দেখুন আপনার আদিষ্ট সেই অনাদিসেনের ছিন্ন মুণ্ড। [আদিশূরের পদতলে মুণ্ড রাখিল।]

আদিশূর। [শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন] অনাদির ছিন্ন মুণ্ড! অনাদির ছিন্ন মুণ্ড! এঁ্যা! তাই তো বটে! সেই আকর্ণবিশ্রান্ত চক্ষু, সেই সুদীর্ঘ নাসা, সেই সরস রক্তিম অধরপুট এখনও হাস্‌ছে। ও-হো-হো, ভাই! ভাই! [স্নেহের তাড়নায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, পরে আত্মসম্বরণ করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন] না, আদেশ দিয়েছি ; বল, তুমি কি পুরস্কার চাও?

কীর্ত্তন। অন্য কিছু চাই না, আমি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, রাজসভায় বৌদ্ধদের যে পুরস্কার হ'চ্ছে, আমিও তাই চাই।

আদিশূর। তুমি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী! বা-বা-বা! তবে ও পুরস্কার তোমায় চাইতে হবে কেন? ও তো তোমার আছেই, তা ছাড়া তুমি আমার আদেশ পালন করেছ—রাজভক্তি দেখিয়েছ—আমার এক রক্তজাত ভাইকে হত্যা করেছ, তুমি যে পুরস্কার প্রার্থনা করেছ, তা হ'তেও উচ্চ পুরস্কার দেওয়া আমার উচিত। প্রহরী!

প্রহরী প্রবেশপূর্ব্বক অভিবাদন করিল।

আদিশূর। একে নিয়ে যাও, জল্লাদকে বল, অস্ত্রাঘাতে নয়— একে কুকুর দিয়ে খাওয়াতে।

কীর্ত্তন। [বিকট হাস্যসহকারে] হাঃ-হাঃ-হাঃ! ভুল কর্‌লে রাজা! মনে কর্‌লে বুঝি কি একটা উৎকট দণ্ডবিধানই কর্‌লাম! তুমি জান না রাজা! আমার প্রাণের মধ্যে যে আগুন জ্বল্‌ছে, তার কাছে নরক-চিতা স্নিগ্ধ, হলাহল অমরতাদায়ী, তোমার এ কুকুরের দংশন সহস্রগুণে শান্তির। চল প্রহরী!

[উন্মত্তের ন্যায় প্রহরীসহ চলিয়া গেল।

আদিশূর। কার সংস্কারক আদিশূর, ধর্ম্মের? না পাপের?

বীরসিংহ ও সনাতনকে লইয়া সামন্তসেন প্রবেশ করিলেন।

আদিশূর। সামন্ত! এই যে মহারাজ!

বীরসিংহ। হাঁ রাজা!

আদিশূর। এইবার তোমায় জিজ্ঞাসা করি রাজা—

বীরসিংহ। কিছু জিজ্ঞাসা ক'রো না রাজা! উত্তর দেবার আমার ভাষা নাই। শেষ কথা শোন, যা করেছ—করেছ; এইবার দ্বিতীয়বার ঐ রাজা সম্বোধনের পূর্ব্বে যেন আমার শির স্কন্ধচ্যুত হ'য়ে তোমার সভাতলে লুণ্ঠিত হয়। তোমার বাক্য যেন শেল—তোমার নিশ্বাস যেন অগ্নিকুণ্ড—তোমার মুখদর্শন নরক।

আদিশূর। বৌদ্ধগুরু! তোমারও কি অভিমত তাই?

সনাতন। তাই; শিষ্যের সঙ্গে গুরুর প্রাণ এক সূত্রে গাঁথা।

আদিশূর। উত্তম। তবে বুদ্ধকে স্মরণ কর, বক্ষ বিস্তার কর, আলিঙ্গন কর আমার তরবারি। [অস্ত্র উন্মোচন করিলেন।]

তক্ষশীল ব্যাঘ্রের মত ঝাঁপাইয়া মধ্যস্থলে আসিয়া পড়িলেন।

তক্ষশীল। থাম আদি!

আদিশূর। কেন গুরু?

তক্ষশীল। কারণ আছে।

আদিশূর। কারণ তো এই,—এক বৌদ্ধ-অভিশাপে আমি নির্ব্বংশ হয়েছি, আবার মহারাণীর এই মুমূর্ষু অবস্থা, কি হ'তে কি হবে?

তক্ষশীল। তাই যদি হয়?

আদিশূর। সে কারণ আজ আদিশূরের কাছে অকারণ।

তক্ষশীল। একটু শান্ত হও আদি!

আদিশূর। তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়েছি গুরু! এ সময় থাম্‌তে গেলে ঘোড়াও যাবে, আমিও যাবো।

তক্ষশীল। [সনাতনের প্রতি] বৌদ্ধগুরু! কেন এলে তুমি এখানে? ভাব নাই কি এটা একটা মশান? কৈ, তোমার প্রতি তো কোন আদেশ থাকে নাই!

সনাতন। না থাক্‌লেও আমি স্বেচ্ছায় এসেছি। আমার শিষ্যেরা যেখানে, আমিও সেইখানে। সে বধ্যভূমিই হোক্, আর পূজা-মন্দিরই হোক্।

তক্ষশীল। তা এসেচ—এসেছ! তুমি বৈদিক ধর্ম্ম গ্রহণ কর বৌদ্ধ-গুরু। আমি প্রমাণ ক'রে দিতে পারি, বৈদিক ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ।

সনাতন। আমি তো নিকৃষ্ট বলি নাই ব্রাহ্মণ!

তক্ষশীল। তবু গ্রহণ কর্‌বে না? আচ্ছা, না কর, দরকার নাই; আমি তোমায় জোর কর্‌তে চাই না। তুমি একদিন আমার একটা বড় উপকার করেছিলে, সেটা আমার স্মরণ আছে; যদিও আমি ক্রোধ-বশে সে দিন বলেছিলাম, তোমার সে উপকারের প্রত্যুপকার কর্‌তে পার্‌বো না,—তবু আজ আমি তোমার সে ঋণ পরিশোধ কর্‌তে চাই; দেখাতে চাই, বৌদ্ধ হ'তে বৈদিক কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। বল বৌদ্ধগুরু! তুমি কি চাও?

সনাতন। আমিও তোমায় সে দিন বলেছিলাম—বোধ হয় স্মরণ থাক্‌তে পারে যে, প্রতিদানের আশা রেখে বৌদ্ধরা দান দেয় না?

তক্ষশীল। ভেবো না বৌদ্ধগুরু! আমার বাক্য মূল্যহীন নয়, আমি দিতে পারি, আমার সে ক্ষমতা আছে। বল, তুমি কি চাও?

সনাতন। তা হ'লে মৃত্যু।

তক্ষশীল। তা ছাড়া?

সনাতন। স্বর্গ দিলেও না। ব্রাহ্মণ! আমি কোথায় জান? দাঁড়িয়ে আছি বৌদ্ধ শবের স্তূপের উপর; আকণ্ঠ ডুবে আছি বৌদ্ধ-ধর্ম্মীর উত্তপ্ত রক্তে; আমার প্রাণের মধ্যে প্রতিধ্বনি উঠ্‌ছে শুদ্ধ বৌদ্ধ হাহাকারের। এ সময় কি আমার অন্য প্রার্থনা হ'তে পারে? তোমায় মিনতি করি ব্রাহ্মণ! যত শীঘ্র সম্ভব, আমার ঐ প্রার্থনাটুকু পূর্ণ কর।

তক্ষশীল। অভিমান ত্যাগ কর সনাতন! যা হ'য়ে গেছে,—হ'য়ে গেছে; এখন তোমায় জীবন রাখ্‌তে হবে। হয় তোমায় বৈদিক ধর্ম্ম গ্রহণ করতে হবে, নতুবা আজ যদি তুমি পুনরায় ঐ বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার করতে চাও, বল; যাক্ আমার সকল প্রতিজ্ঞা—লুপ্ত হোক্ বৈদিক ধর্ম্ম—ভস্ম হোক্ বেদ, আমি তোমার সাহায্য কর্‌বো। দেখ বৈদিকের হৃদয়টা,—পরীক্ষা নাও।

সনাতন। না ব্রাহ্মণ! যা গেছে, তা আর ফির্‌বে না; আর তা নিয়ে এ জীবনের শেষ সময়টায় নূতন উদ্যমে নাম্‌তে পারি না; নামাও তাঁর ইচ্ছা নয়। ব্রাহ্মণ! তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ না? ঐ শ্রীভগবান বুদ্ধদেবের আহ্বান-বাণী,—বল্‌ছেন—"আয় সনাতন, আর না, তোর কাজ শেষ।"

তক্ষশীল। [নির্ব্বাক-বিস্ময়ে সনাতনের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।]

আদিশূর। হয়েছে তো গুরু? যাক্। জল্লাদ!

জল্লাদ উপস্থিত হইয়া অভিবাদন করিল।

আদিশূর। যাও, এদের হত্যা ক'রে মুণ্ড এনে আমায় দেখাও।

তক্ষশীল। দাঁড়াও জল্লাদ! রাজা! এদের মুক্তি দাও।

আদিশূর। কেন?

তক্ষশীল। এরা তোমায় একদিন এইরূপ মুঠোর মধ্যে পেয়েও অম্লানে ছেড়ে দিয়েছে।

আদিশূর। তোমার এ বিচার আবার ক'বে হ'তে হ'লো গুরু?

তক্ষশীল। হয়েছে—হয়েছে আদি! বৌদ্ধ-মেলা ধ্বংস ক'রে গৃহে পদার্পণ করবামাত্রই যে দণ্ডে তোমার বংশ ধ্বংস হ'তে দেখেছি, সেই মুহূর্ত্তেই আমার সব উলটে গেছে। আর না, এদের মুক্তি দাও। আমি আমার জন্য বলি নাই রাজা! আমার কার্য্যোদ্ধার হ'য়ে গেছে; সমগ্র ভারত আজ আবার বৈদিক ধর্ম্মের সেবক। এখন বলছি তোমারই মঙ্গলের জন্য।

আদিশূর। আমার মঙ্গল? হাঃ-হাঃ-হাঃ! হাসালে গুরু! যার ইহ-কালের আশা-ভরসা নাই, যার পরকালের পথ রুদ্ধ, যার প্রতি দৃষ্টি ক'রে দয়াময় ভগবান পর্য্যন্ত ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, তার আবার মঙ্গল? না গুরু! আমি আর মঙ্গল চাই না। যাও জল্লাদ!

তক্ষশীল। থাম। মুক্তি দাও; তুমি তোমার মঙ্গল না চাইলেও, আমি গুরু, তোমার মঙ্গলে লক্ষ্য করা আমার কর্ম্ম। আজ আমি ফিরেছি রাজা! ব্রহ্মশক্তিবলে বিশ্বামিত্রের শত পুত্র ধ্বংস ক'রে, তাকে প্রকৃত ব্রাহ্মণ তৈরী ক'রে আজ আমি বশিষ্ঠ হ'য়ে বসেছি রাজা! আমার কাজ শেষ।

আদিশূর। তুমি যদি আজ বশিষ্ঠ, আমিও আজ ত্রিশঙ্কু। আমার

এই সশরীরে স্বর্গলাভ-যজ্ঞে বাধা দিলে আমি বিশ্বামিত্রের আশ্রয় গ্রহণ কর্‌বো—নূতন স্বর্গ সৃষ্টি কর্‌বো। যাও জল্লাদ! যাও।

তক্ষশীল। [স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার আর বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না।]

সনাতন। বল বীর! জয় ভগবান বুদ্ধদেব!

বীরসিংহ। জয় ভগবান বুদ্ধদেব! জয় গুরু সনাতন প্রভু!

[বীরসিংহ ও সনাতনকে লইয়া জল্লাদ প্রস্থান করিল।

তক্ষশীল। কথা নিলে না? এইবার কিন্তু ম'লে তুমি রাজা!

আদিশূর। বিষ খাইয়েছ কি বাঁচবার জন্য গুরু? আগুনে নামিয়েছ কি শীতল হ'তে গুরু? রক্তস্রোতে ভাসিয়েছ কি দয়ার জোয়ার আনতে গুরু?

পরিচারিকা প্রবেশ করিল।

পরিচারিকা। মহারাজ! মহারাণীর আসন্নকাল উপস্থিত, শেষ সময় একবার স্বামীদর্শন করতে চান।

তক্ষশীল। আসন্নকাল—আসন্নকাল! মহারাণীর আসন্নকাল? রাজা! রাজা! প্রকৃতিস্থ হও, এখনও আমাদের মাকে বাঁচাবার উপায় আছে।

আদিশূর। সঞ্জীবনী-সুধা আন্‌লেও নয় গুরু! তাঁর যে আসন্ন-কাল আস্‌বে, ও আমার জানা; স্বর্গ হ'তে অশ্বিনীকুমাররা এলেও এর কোন প্রতীকার হবে না। যাও দাসী! তাঁকে নির্ব্বিরোধে মরতে বলগে, সাক্ষাৎ করবার আমার অবসর নাই; আমি রাজকার্য্যে বড়ই ব্যস্ত।

[পরিচারিকা রোরুদ্যমানা হইয়া চলিয়া গেল।

তক্ষশীল। কাঁদিয়ে দিলে! কাঁদিয়ে দিলে! স্ত্রী গেছে, পুত্র গেছে, সংসারের সব উল্‌টে গেছে, আজ পর্য্যন্ত কেউ আমার চোখ দিয়ে

এক বিন্দু জল আন্‌তে পারে নাই, কিন্তু এইখানটায় আমায় কাঁদিয়ে দিলে,—আমার চরিত্রটা মাটি ক'রে দিলে। মা! মা! ও-হো-হো!

সামন্ত। আমার একটা ভিক্ষা আছে মহারাজ!

আদিশূর। তোমার ভিক্ষা? চেয়ো না সামন্ত, ও সব এ সময়! এখনি প্রাণদণ্ডের ভিক্ষা দিয়ে ফেল্‌বো।

সামন্ত। তাতে আমার আপত্তি ছিল না; তবে আমি ভৃত্য, বিনা অপরাধে দণ্ড নিয়ে প্রভুকে পাতকগ্রস্ত কর্‌তে চাই না। আমি চাই, শুদ্ধ রাজকার্য্য হ'তে অবসর নিতে।

অপরাজিতা প্রবেশ করিলেন; তাঁহার মূর্ত্তি তখন বিষাদে ভরা, বেশ আলুথালু; তাঁহাকে আর চেনা যায় না।

অপরা। থাম সামন্ত! অবসর নেবে একটু পরে; তোমার বিরুদ্ধে আমার একটা অভিযোগ আছে।

আদিশূর। কে তুমি?

অপরা। চিন্‌তে পার্‌লে না আদি?

তক্ষশীল। কে—অপরা? এক বেশ অপরা? নৈরাশ্যে অধরোষ্ঠে কালী প'ড়ে গেছে, চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট হয়েছে, লোল বার্দ্ধক্য এসে সমগ্র ললাট জুড়ে বসেছে; একি হীন দশা মা তোর?

আদিশূর। দিদি! দিদি! কেন দিদি, এ পাণ্ডুর বিষণ্ণ মলিন মূর্ত্তি তোমার?

অপরা। আদি! সামন্ত আমার পুত্রকে হত্যা করেছে ভাই!

আদিশূর। [চমকিয়া উঠিলেন, পরে কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন] তোমার পুত্রকে? শায়নাদিত্যকে? সামন্ত হত্যা করেছে? [পরে রক্তচক্ষু করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন] সামন্ত!

সামন্ত। হাঁ রাজা! হত্যা করেছি।

আদিশূর। কেন?

সামন্ত। কুমার কণোজরাজকে আশ্রয় দিয়েছিল; অনেক বোঝালাম, কিছুতেই পরিত্যাগ কর্‌লে না, যুদ্ধ কর্‌লে।

আদিশূর। [স্তম্ভিত হইলেন; তিনি আর উত্তর করিতে পারিলেন না।]

তক্ষশীল। বন্দী কর্‌তে পার্‌লে না?

সামন্ত। পারলাম না গুরু! জীবনটার মধ্যে এই একটা যোদ্ধার হাতে পড়েছিলুম; এমন যুদ্ধ আমি আর কখনও করি নাই। ফিরে এসেছি বটে, কিন্তু আমার শক্তি-সামর্থ্য সব দিয়ে এসেছি। বীর বটে এক জন? বন্দী কর্‌তে পাবো কোথায়? সে প্রাণ দিলে, তবু ধরা দিলে না।

তক্ষশীল। [দীর্ঘনিশ্বাসসহকারে বলিলেন] ওঃ, সাগ্নন!

আদিশূর। [ধীরে ধীরে বলিলেন] যাও দিদি! এর উপায় নাই; আমার আদেশ এই মতই ছিল।

অপরা। [সাশ্চর্য্যে বলিলেন] এই মতই ছিল? এই মতই ছিল? ও-হো-হো। আদি। আমি কি তোমায় কোলে ক'রে মানুষ ক'রে-ছিলাম এই আদেশ দেবার জন্য? আমি কি তোমার মাতৃস্থান অধিকার করেছিলাম আমার এই পুত্রটী কেড়ে নেবার জন্য। ওঃ, কেন আমি তোমার গলা টিপে মারি নাই? কেন তোমার খাবারের সঙ্গে বিষ মেশাই নাই? কেন তোমায় ঘুমন্ত পেয়েও তোমার বুকে ছুরী বসাই নাই? ও-হো-হো! বড় ভুল হ'য়ে গেছে! সামন্ত! তোমার প্রতি আর আমার কোন বিদ্বেষ নাই। আমারই সৃষ্ট আমার এ অবস্থা, আমার ভুলেই আমার সর্ব্বনাশ, আমার ছুরীতেই আমি

গেছি! আদি! থাক তুমি। হর্ষ! আবার একটা ছবি দেখ। সায়ন! কোথায় তুই!

[বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া অদৃশ্য হইলেন।

আদিশূর। [উন্মত্তবৎ বলিয়া উঠিলেন] সামন্ত! সামন্ত! অবসর চাচ্ছিলে না? আমি তোমায় অবসর দিলাম। যত শীঘ্র সম্ভব, শুদ্ধ রাজকার্য্য হ'তে নয়, একেবারে এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাও; এখনি কি করতে কি ক'রে বস্‌বো!

সামন্ত। এই আজ্ঞাপালনই আমার ভৃত্যজীবনের শেষ।

[সিংহাসনতলে তরবারি রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

তক্ষশীল। [আপনমনে বলিলেন] চুরমার হ'য়ে যাবে—চুরমার হ'য়ে যাবে রাজ্য, তার স্তম্ভ ছুটে গেল।

জল্লাদ একটা পাত্রে বীরসিংহ ও সনাতনের ছিন্ন মুণ্ড আনিয়া আদিশূরের সম্মুখে ধরিল।

তক্ষশীল। [রক্তাক্ত ছিন্ন মুণ্ডের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।]

আদিশূর। [স্থিরদৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে বলিলেন] এই মুণ্ড বীর-সিংহ, সনাতনের! ওঃ, কি তীব্র ভ্রূকুটী! কি ভয়ানক ললাটকুঞ্চন! কি বীভৎস রক্তস্রাব! [তিনি আর দেখিতে পারিলেন না, মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন] যাও—যাও জল্লাদ! [জল্লাদ চলিয়া গেল] এইবার আমারও কাজ শেষ শুরু!

রোরুদ্যমানা পরিচারিকা প্রবেশ করিল।

পরিচারিকা। মহারাণীর জীবন শেষ মহারাজ! ও-হো-হো!

[চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন করিতে করিতে চলিয়া গেল।

তক্ষশীল। [বালকের মত কাঁদিয়া উঠিলেন] মা ! মা !

আদিশূর। ছিঃ গুরু ! ব্রাহ্মণের হৃদয় এত দুর্ব্বল, তা আমি জানতাম না।

তক্ষশীল। ব্রাহ্মণ তুমি জান না আদি ! ব্রাহ্মণ কি রকম শুনবে ? জগতের যাবতীয় রোষ-কটাক্ষের বিপক্ষে বীরের মত দাঁড়াবে, আর এক বিন্দু অশ্রুজলে কোন্ দিকে ভেসে যাবে ; তবে হবে ব্রাহ্মণ। ও-হো-হো, মা ! মা ! অভাগিনী মা আমার ! কোথা গেলি মা !

[আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, তিনি ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

আদিশূর। [অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন] হাঃ-হাঃ-হাঃ ! [পরে দৃঢ়স্বরে উচ্চকণ্ঠে বলিলেন] আর কেউ আছ ? আর কেউ বৌদ্ধ বলতে আছ ?

শক্তিবর্দ্ধনের হস্ত ধরিয়া ধীরে ধীরে লক্ষ্মী
প্রবেশ করিল।

লক্ষ্মী। আছি বাবা ! বৌদ্ধ বল্তে আমি আছি, আর আছে আমার এই অসহায় স্বামী।

আদিশূর। [অবাক হইয়া লক্ষ্মীর মুখপানে চাহিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন] কি বল্‌ছিস লক্ষ্মী ! আদিশূরের কন্যা তুই বৌদ্ধ ?

লক্ষ্মী। যাঁরই কন্যা হই, আমার স্বামী বৌদ্ধ যে বাবা ! আমি যে তাঁর সহধর্ম্মিণী।

আদিশূর। [স্নেহার্দ্রকণ্ঠে ডাকিলেন] লক্ষ্মী ! মা !

লক্ষ্মী। বাবা ! মনে করেছিলাম, পিতার কন্যা হ'য়েই থাক্‌বো ; কিন্তু তা হ'লো না। সাবিত্রীর ধর্ম্ম মনে পড়্‌লো—সীতার জীবনী স্মরণ

হ'লো—শৈব্যার আত্মবিক্রয় স্মৃতির পরতে পরতে দেখ্‌লাম,—পিতা মাতা মুহূর্ত্তে সব ভুলে গেলাম ; হ'লাম কায়মনোবাক্যে স্বামীর স্ত্রী।

আদিশূর। [নির্ব্বাক হইয়া লক্ষ্মীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার চক্ষে অশ্রু দেখা দিল ; তিনি তখন স্থির, এ পৃথিবীর সহিত যেন তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল না।]

শক্তি। আমাদের দণ্ড দাও রাজা! আমাদের হত্যা কর রাজা! তোমার অধিকৃত সমস্ত ভারতবর্ষ হ'তে বৌদ্ধ নাম লুপ্ত কর রাজা!

আদিশূর। [ধৈর্য্য হারাইলেন, তাঁহার সমস্ত দৃঢ়তা টুটিয়া গেল ; তিনি আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিলেন] তোমাদের দণ্ড দেবো? তোমাদের হত্যা কর্‌বো? যাক্‌ আমার সকল প্রতিজ্ঞা, থাক্‌ আমার কর্ম্মের বাকী, হোক পুনরায় এই ভারতবর্ষ বৌদ্ধ-সাম্রাজ্য। ধর বৎস! বাঙ্গলার মুকুট। [স্বীয় মস্তক হইতে মুকুট উন্মোচন করিয়া শক্তিবর্দ্ধনের মস্তকে পরাইতে উদ্যত হইলেন।]

ইত্যবসরে শান্তিবর্দ্ধন প্রবেশপূর্ব্বক উভয়ের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন।

শান্তি। থাম রাজা। মুকুট রাখ : আর বৌদ্ধ-সাম্রাজ্যে কাজ নাই। তোমার এত উদ্যম, এতটা যত্ন, এতখানি অগ্রসর বিফল হওয়া কখনও ঈশ্বরের সুবিচার নয়। তা হ'লে পুরুষকারকে নতশিরে থাক্‌তে হবে, কার্য্যে আলস্য আস্‌বে, মানুষ বিশ্বাস হারাবে। তুমি জয়ী ; বিজয়-গর্ব্বে হিন্দু সাম্রাজ্য গঠন কর। [শক্তিবর্দ্ধনের প্রতি] আর দাদা! ধর তোমার পিতৃপুরুষগণের মুকুট ; এ সম্মান আমার পক্ষে দুর্ব্বহ। [স্বীয় মুকুট উন্মোচন করিয়া শক্তিবর্দ্ধনের পদপ্রান্তে স্থাপন করিলেন।]

শক্তি। [মুকুট তুলিয়া লইয়া বলিলেন] বুঝেছি শান্তি ! পূর্ব্ব পুরুষগণের পার্ব্বত্য ভূমি পরিত্যাগ ক'রে অপরের করুণা প্রদত্ত অমরাবতীতেও বাস করা কাপুরুষের কর্ম্ম। আমার ভুল হয়েছিল। চল শান্তি! আমি থানেশ্বর যাবো। রাজা! আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। চল লক্ষ্মী! চল থানেশ্বরের মহারাণী! আমরা আমাদের রাজ্যে যাই।

লক্ষ্মী। প্রণাম করি বাবা! তবে আমায় বিদায় দাও।

আদিশূর। লক্ষ্মী! [স্নেহে তাঁহার স্বর রুদ্ধ হইল, বিদায়ের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল ; তিনি লক্ষ্মীর দিকে চাহিয়া শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিলেন।]

লক্ষ্মী। বাবা! [স্বর কাঁপিতেছিল]

আদিশূর। ওঃ! [একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়িল, সেই শ্বাসের সঙ্গে যেন তাঁহার অর্দ্ধেক প্রাণ বাহির হইয়া গেল।]

লক্ষ্মী। কেন বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লে? কেন বাবা ও ছল-ছল আকুল দৃষ্টি তোমার?

আদিশূর। লক্ষ্মী! তুই আমায় পরিত্যাগ কর্‌ছিস্?

লক্ষ্মী। আমি কিসে পরিত্যাগ কর্‌লাম বাবা? এ পরিত্যাগ তো তুমিই করেছো!

আদিশূর। [চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন] আমি পরিত্যাগ করেছি?

লক্ষ্মী। কর নাই? যে দিন বিবাহ দিয়ে পরের হাতে স'পে দিয়েছ, সেই দিনই তো তোমার লক্ষ্মীকে জন্মের মত পরিত্যাগ করেছ বাবা!

আদিশূর। [আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন] আমি তোর বিবাহ দিতাম না মা! যদি ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে পার্‌তাম, তো ভিন্ন এ সংসারে

আমার বল্‌তে আর কেউ থাক্‌বে না, আর তোকে আমার এই রকম বুক চিরে বিদায় দিতে হবে।

শক্তি। লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী। [মস্তক নত করিল]

শক্তি। এর উপর আর কথা চলে না। না, তুমি পিতার কন্যা হ'য়ে এই বাঙ্গলাতেই থাক।

লক্ষ্মী। স্বামী!

শক্তি। আদেশ পালন কর লক্ষ্মী! দেখ তোমার পিতার অবস্থাটা। মুহূর্ত্তেক পূর্ব্বে যিনি পর্ব্বতের মত দৃঢ় ছিলেন, এখন তিনি তোমার স্নেহে শিশুর মত নুয়ে পড়েছেন; আজ তাঁর হাত ধ'রে তোল্‌বার আর কেউ নাই। না লক্ষ্মী! থাক তুমি বাঙ্গলায়, শুশ্রূষা কর রাজার, পালন কর তোমার কন্যা-ধর্ম্ম। তোমার পত্নী-ধর্ম্ম কলুষিত হবে না, আমি তোমায় অনুমতি দিচ্ছি।

লক্ষ্মী। আমায় কি অনুমতি দিচ্ছেন, জানেন?

শক্তি। জানি; আরও এ অনুমতি দিতে আমার মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে। বুঝ্‌তে পার্‌ছি এ আমার ঘোর অধর্ম্ম, তবু কর্‌তে হবে। পরের জন্য নিজের সুখ শান্তি বিসর্জ্জন, সেও একটা ধর্ম্ম। এস লক্ষ্মী! বাঙ্গলার রাজার জন্য আমরা দু জনায় আত্মবলি দিই; জগতের যত গুপ্ত উত্তাপ অম্লানে সহ্য করি। তুমি বাঙ্গলার রাজকুমারী, আমি থানেশ্বরের রাজকুমার, আমরা সহ্য কর্‌তেই জন্মেছি।

[অগ্রগামী হইলেন।

শান্তি। একটা কথা ব'লে যাই রাজা! তোমার ধর্ম্ম আমরা গ্রহণ কর্‌লাম কিন্তু তোমার মুকুট আমরা নিতে পার্‌লাম না।

[শক্তির পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

লক্ষ্মী। [তাঁহাদের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, তাঁহারা দৃষ্টির অন্তরাল হইলে আর স্থির থাকিতে পারিল না,—আদিশূরের বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আবেগভরে ডাকিল] বাবা! বাবা!

আদিশূর। ভয় কি মা! তুই আমার কন্যা নোস্, তুই আমার পুত্র।

[লক্ষ্মীকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বল্লভ মিশ্রের বহির্বাটী।

বিধবাবেশে মুরলী সবিষাদে গাহিতেছিল।

মুরলী।—

গীত।

স্বপনের খেলা খেলিনু দুদিন, গেল গো সকলই ফুরায়ে।
ছিঁড়ে গেল হায়! গেঁথেছিনু মালা আকাশ-কুসুম কুড়ায়ে।
শ্রবণ আমার বধির আজ, রসনা আমার বাক্যহীন,
চক্ষু আমার পারে না চিনিতে কোনটা রাত্রি কোন্‌টা দিন,
জগতের সব প্রয়োজনময়, আমি যেন তাব অসার হীন,—
হেসে ওঠে সে কাঁদি যদি আমি,
বিশূচিকায় কে হবে অনুগামী,
অতলে এখন যত পারি নামি, এনেছে মন্ত্রে উড়ায়ে।

মুরলী। আর আমার পৃথিবীতে স্থান নাই। এসেছিলাম একটা আকস্মিক উল্কা শান্তির কুঞ্জ জ্বালিয়ে দিতে, কাজ সাঙ্গ হ'য়ে গেছে। অনাদি! কেন এসেছিলে অনাদি, এ বিষধরীর বিবরে? কেন দাঁড়িয়েছিলে লোলুপা এ বাঘিনীর চক্ষে? কেন পড়েছিলে ত্যাগী, লালসার এ দীর্ঘ-নিশ্বাসে? আর তুমি স্বামী! তুমিও গেলে? তোমায় ভালবাস্‌তে

পারলুম না ব'লে অসীম বৈরাগ্যে মৃত্যুর গলা জড়িয়ে ধর্‌লে? তা মন্দ কর নাই! সংসারের এ আনন্দ তোমার জন্য নয়। এখন বলতে পার, আমি কি করি? যে দিন হ'তে তুমি গেছ, এরা আর আমার পানে ফিরেও চায় নাই, এক মুঠো খেতে পর্য্যন্ত দেয় নাই। তবু ছিলাম অনেকটা সুখে তোমার শয্যার ওপর উপুড় হ'য়ে পড়ে; আর তাও থাকা হ'লো না,—এরা আজ আমায় ঘর হ'তে বের ক'রে দিয়েছে।

কাত্যায়নী উপস্থিত হইল।

কাত্যায়নী। বলি, এখনও দাঁড়িয়ে আছিস্ যে?

মুরলী। তোমার পায়ে ধর্‌ছি মা। তোমাদেরও তো একটা দাসীর দরকার, আমি না হয় তাই কর্‌বো। পাতের এক মুঠো খেয়ে দিন কাটাবো। তাও না পাই, য'টা দিন থাকি, উপবাসে থাক্‌বো; আমায় ঘর হ'তে তাড়িয়ে দিও না মা!

কাত্যায়নী। ঘর! ও মা, বলে কি? চিরদিনটা হা-ঘরের দলে গাছতলায় গাছতলায় কাটিয়ে আজ ঘর পেয়েছে, তাই তার মায়া এত! বেরো বল্‌ছি বাড়ী হ'তে হতচ্ছাড়ী!

মুরলী। কোথায় যাবো মা? বিধবাই হয়েছি,—তোমরা শ্বশুর শাশুড়ী থাক্‌তে কার দুয়ারে আঁচল পেতে দাঁড়াবো মা? আমি যে জগতের পরিত্যক্তা, তবে কোথায় আমার আশ্রয় মা?

কাত্যায়নী। চুলোয়; এতদিন ছিলি কোথায়?

মুরলী। বনে; আমায় উদ্যানে আন্‌লে কেন মা?

কাত্যায়নী। তুলসী ব'লে? জান্‌তাম না যে বিষের লতা।

মুরলী। মা! তুমিও তো মেয়ে মানুষ!

কাত্যায়নী। তা হ'লেও তোর মত কলঙ্কিনী নই।

মুরলী। তা হ'লে আর কথা নাই।

কাত্যায়নী। তবে এখনও দাড়িয়ে যে?

মুরলী। সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে মা! আজকের দিনটা থাক্‌তে দাও, সকালে উঠে আর এ মুখ দেখ্‌তে হবে না।

কাত্যায়নী। সন্ধ্যে হয়েছে! ও মা, বাবো কোথা! রাক্ষসীর আবার দিন রাত্রির বিচার কি?

মুরলী। থাক্ মা, খুব হয়েছে; জায়গা না দাও, আর বাক্য-যন্ত্রণা দিও না মা! আজ আমার মা বাপ নাই, আমার স্বামী নাই, আমার পেটের কথা খোলসা কর্‌বার ত্রিসংসারে কেউ নাই।

কাত্যায়নী। কেউ নাই তো তোর থাকা কেন? যার কেউ নাই, তার বিষ আছে—তার আগুন আছে—তার পদ্মা আছে।

মুরলী। [চমকিয়া উঠিল, তাহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল; চোখের জল মুহূর্ত্তে শুকাইয়া গেল। সে বিস্ফারিতনয়নে কি ভাবিতে লাগিল।]

সহসা বল্লভমিশ্র উপস্থিত হইল।

বল্লভ। বলি, এখানে আবার গোলযোগটা কিসের?

কাত্যায়নী। ওগো, এসেছ! দাও তো নড়া ধ'রে টেনে বের ক'রে, আমি দরোজা দিই। কি কালামুখী মেয়ে বাপু, এমন মেয়ে তো আমি কখনও দেখি নাই। আ-মর্! লজ্জা-ঘেন্নার মাথা খেয়েছিস্? ঘর হ'তে তাড়িয়ে দিয়েছি, তবু বেরোবে না।

বল্লভ। আরে, তাড়িয়ে দিয়েছ কি?

কাত্যায়নী। হাঁ, ওকে আর আমি ঘরে জায়গা দেবো না।

বল্লভ। কেন, ওর অপরাধ?

কাত্যায়নী। রাক্ষসী মাটীতে পা দিলে আর আমার ছেলেকে গপ্‌

ক'রে খেয়ে নিলে গা! [মুরলীর প্রতি] আ-মর্! বেরো! দেখ দেখি, নড়ে না যে!

বল্লভ। কাত্যায়নি! তুমি যদি এই রকম কৈশোরে বিধবা হ'তে, তোমার যদি ত্রিভুবনে দাঁড়াবার স্থল না থাকতো, আর তোমার শ্বশুর শাশুড়ী যদি নড়া ধ'রে ঘর হ'তে টেনে বের ক'রে দিতে যেতো, তোমার পা উঠ্তো? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! কর্ছো কি? রাক্ষসী তোমার ছেলেকে গপ্ ক'রে খেয়ে নিলে, নইলে সে অমর হ'য়ে থাক্তো—না?

কাত্যায়নী। না থাক্, তবু এমনধারা অকালে অপমৃত্যুতে যেতো না। ঐ কলঙ্কিনী কোথাকার একজন কাকে ঘরের মধ্যে ঢোকালে, সেই দায়েই তো বাছা আমার বাঁধা গেল। আবার ওকে ঘরে জায়গা দিতে বল? তা হ'লে কোল শূন্য হয়েছে, এইবার সিঁথির সিন্দুরটীও হারাই,—আমার ভিটে মাটী চাটী হোক্! দেখ্ছো না ওর নিশ্বাসে সব উড়ে যায়? ও-হো-হো! বাবা আমার! কোথা হ'তে কালসাপিনী আন্লি বাবা! [রোদন করিতে লাগিল।]

বল্লভ। এখন আর কাঁদলে কি হবে? আমি বলি নাই? দশ-শো দফা মানা করেছি, তখন যে বৌ নিয়ে ঘর করতে মেতে উঠেছিলে, এখন আর তার কথা কি? এখন যত দোষই করুক্ না, আমাদের বেটার বৌ, সব দোষ মেখে নিয়ে তাঁকে নিয়ে ঘর করতে হবে; দারুণ পুত্রশোক বৌকে বুকে ক'রে ভুল্তে হবে। আমরা শ্বশুর শাশুড়ী থাক্তে বিধবা পুত্রবধূ যাবে কোথায়?

কাত্যায়নী। বেশ্ ইচ্ছে! ওকে বুকে ক'রে তাকে ভুলতে হবে আ-হা-হা! কি কথাই বল্লে! ঐ পোড়াকপালীর জন্যই যে সে আমার গেছে,—এ দাগ আমার ম'লেও মিলোবে না। দূর হ'—দূর হ', আমার নজরছাড়া হ'য়ে যা; তবু কতকটা ভুল্লেও ভুল্তে পার্বো।

বল্লভ। কাত্যায়নি! পরের মেয়ে কি না! আজ যদি উনি তোমার গর্ভের হ'তেন, তা হ'লে যত দোষই করুন, এমনিধারা বিলিয়ে দিতে? এমনিধারা সন্ধ্যাকালে ঘর হ'তে তাড়িয়ে দিতে? না—সকল কলঙ্ক চাপা দিয়ে যাতে না লোক হাসে, তাই কর্‌তে?

কাত্যায়নী। হাসুক্ লোক—হোক্ কলঙ্ক—যাক্ কুল; ও জ্বালানো বাতি চোখের সাম্‌নে রেখে দিন রাত্রি জল্‌বো কত? তুমি দূর ক'রে দাও বল্‌ছি।

বল্লভ। না কাত্যায়নি! আমি তা পার্‌বো না। তুমি মেয়ে মানুষ, আমি পুরুষ। যত দোষীই হোন্, আমার বেটার বৌ—আমার ছেলের অভাব পূর্ণ করা জিনিষ, আমি একে ফেল্‌তে পার্‌বো না। যতদিন নিজে বাঁচবো, আমি একে আশ্রয় দেবো।

কাত্যায়নী। বটে? তা-দেবে বৈ কি! নিজের কিনারাটা দেখ আগে। বৌকে তো আশ্রয় দেবে, জান—তুমি নিজে কার আশ্রয়ে?

বল্লভ। তোমার আশ্রয়ে। তোমার গলগ্রহ হ'য়ে আমার থাকা. তোমার পৈতৃক সম্পত্তিতে আমার জীবনধারণ, তা আমি জানি কাত্যায়নি! তবে তুমিও জেনো, আমিও ততটা হীন নই যে, তা ব'লে তোমায় চোখরাঙানির তলে বাস কর্‌বো.—তুমি এই রকম যথেচ্ছাচার কর্‌বে, আমি অম্লানে সহ্য কর্‌বো! একটা বিধবা পুত্রবধুকে ঘর হ'তে তাড়িয়ে দেবে, সে এক মুঠো ভাতের জন্য পরের দুয়ারে দাসীবৃত্তি কর্‌বে, আমি বেঁচে থেকে সেইটে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে দেখ্‌বো? জেনো কাত্যায়নি! আমি ব্রাহ্মণ। যদিও আচারভ্রষ্ট হয়েছি, তবু ভিক্ষা এখনও মেলে। [মুরলীর প্রতি] এস মা! আমি তোমায় আশ্রয় দেবো। তোমায় বুকে ক'রে আমি পুত্রশোক ভুল্‌বো। তোমায় পাতার কুঁড়েয় রেখে ভিক্ষা ক'রে এনে খাওয়াবো। তোমার কেউ নাই, তোমার আমি আছি।

মুরলী। না বাবা, আর এ বৃদ্ধ বয়সে তোমার স্কন্ধে ঝুলি তুলে দিতে পারবো না, তোমার ঐ শিথিল হস্তে যষ্টি দিয়ে পোড়া উদরের জন্ত রোদ জলে দেশ ভ্রমণে পাঠাতে পারবো না। আমি পাপিষ্ঠা, তোমার সেবা করবার অধিকারিণীও বুঝি নই। আমার জন্ত ভেবো না বাবা! আমার কেউ নাই তো কি? আমার সব আছে, চিনে নিতে পারি নাই; মা আমায় আজ দেখিয়ে দিয়েছেন। যার কেউ নাই, তার বিষ আছে—তার আগুন আছে—তার পদ্মা আছে। তবে আবার কি? আর কি চাই? চললাম বাবা! প্রণাম করি। [প্রণাম] পায়ের ধুলো দাও, যেন পর জন্মে তোমায় শ্বশুর পাই, সেবা ক'রে সাধ মেটাতে পারি। [কাত্যায়নীর প্রতি] আসি মা! বিদায়। বড় উপকার করেছ! ঘর হ'তে তাড়িয়ে দিয়েছ, পেটে খেতে দাও নাই, সব দুঃখ এই একটা ইঙ্গিতে জল ক'রে দিয়েছ। এই তো মায়ের কথা। যার কেউ নেই, তার বিষ আছে—তার আগুন আছে—তার পদ্মা আছে। আমার কেউ নাই, আমার পদ্মাই আছে।

[দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

বল্লভ। বৌমা! বৌমা! ও-হো-হো! [আকুল হইল, পরে চিত্ত-সম্বরণ করিয়া কাত্যায়নীকে বলিল] হ'লো? বৌ নিয়ে ঘর করবার সাধ মিট্‌লো তো?

[সবিষাদে প্রস্থান করিল।

কাত্যায়নী। ছেলে যখন গেছে, তখন বৌ নিয়ে ধুয়ে খাবো? আমার কীর্ত্তন নাই, যাক্ মুরলী ভেসে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কান্যকুব্জ—ব্রাহ্মণ-সভা।

একপার্শ্বে শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, ছান্দর, বেদগর্ভ
অন্যপার্শ্বে বৃদ্ধ জগদীশ সার্ব্বভৌম এবং অন্যান্য
ব্রাহ্মণগণ উপবিষ্ট ছিলেন।

। বাঙ্গলার দূত আজ পক্ষাবধি আপনাদের আশায় ব'সে আছেন, যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন।

জগদীশ। তুমিও তো আজকাল একজন দিগ্বিজয়ী হ'য়ে দাঁড়িয়েছ হে! যেখানে সেখানে ব্রাহ্মণত্ব দেখাচ্ছ, যার তার সাম্‌নে বেদখানা ধর্‌ছো, শূদ্রকে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ তৈরী কর্‌ছো,—এর ব্যবস্থাটা না হয় তুমিই কর না!

শ্রীহর্ষ। আপনি থাক্‌তে আমি?

জগদীশ। তবে আমি তো ব্যবস্থা দিয়েই দিয়েছি। ও বাঙ্গলায় যজ্ঞ কর্‌তে আমাদের যাওয়া হবে না। কেন তুমি বার বার তার আন্দোলন কর্‌ছো? প্রত্যহ একটা ক'রে সভা ক'রে আমাদের উত্যক্ত কর্‌ছো!

জগদীশ পক্ষীয় অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ। কেন বল দেখি, আমাদের কি কাজ-কর্ম্ম নাই?

শ্রীহর্ষ। এও তো একটা ব্রাহ্মণেরই কাজ!

জগদীশ। পার—করগে! তোমার বেজায় লোভ দাঁড়িয়েছে দেখ্‌ছি। যাক্—আমরা তো তোমায় বাধা দিতে যাচ্ছি না। মোট কথা আমরা কেউ যাবো না। [ব্রাহ্মণগণের প্রতি] কি হে?

ব্রাহ্মণগণ। কিছুতেই না।

শ্রীহর্ষ। কেন যাবেন না?

জগদীশ। আবার কেন? কতবার তোমায় বলতে হবে বাপু? বাঙ্গলায় আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ হ'তে কখনও গতিবিধি নাই, বাঙ্গলার দান আমাদের কেউ কখনও গ্রহণ করে নাই; বাঙ্গলা চিরদিনের পতিত।

তক্ষশীল প্রবেশ করিলেন।

তক্ষশীল। সত্য; কিন্তু সে পতিতটা কিসের জন্ম বলতে পারেন? ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ! [নমস্কার করিলেন]

[অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ প্রতিনমস্কার করিলেন।]

শ্রীহর্ষাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণ। আসুন—আসুন—আসুন।

জগদীশ। কে ইনি?

শ্রীহর্ষ। ইনি বাঙ্গালার রাজগুরু।

জগদীশ। আসুন—আসুন! মহাশয়ের অকস্মাৎ স্বয়ং শুভাগমনের কারণ কি?

তক্ষশীল। মহাশয়গণের শুভগমনের বিলম্ব দেখে। আপনাদের আহ্বানের জন্য বাঙ্গলা হ'তে দূত প্রেরিত হয়েছে, কিন্তু আজ পক্ষাবধি তার কোন সংবাদ না পাওয়ায়, একটা সন্দেহ নিয়ে নিজেকেই ছুটে আসতে হ'লো। এসেও দেখ্‌ছি, যা ভেবেছি, ঠিক তাই। বলুন ব্রাহ্মণ! আপনি তো দেখ্‌ছি একজন প্রাচীন,—বলুন, বাঙ্গলা যে পতিত, তার কারণটা কি?

জগদীশ। আপনি কি জানেন না তার কারণ?

তক্ষশীল। জানি, তারা চিরদিনের পরাজিত ব'লে; তারা নিজের জন্মভূমি রক্ষা করতে পারতো না ব'লে; তারা এই সুদীর্ঘ যুগের মধ্যে ভারতবর্ষে একটা দিনের জন্য মাথা তুলে উঠতে পারে নাই ব'লে।

জগদীশ। তাই কি?

তক্ষশীল। তা ছাড়া আর কিছুই না। অন্য কারণ যদি কিছু থাকে, সেও এরই অনুসঙ্গী,—এই তার মূল। দেখুন, ম্যাসিডনের গ্রীস-সম্রাট আলেকজেণ্ডার যে দিন বিতস্তাতীরে পুরুকে পরাজিত করেন, সে দিন দেশস্থ ব্রাহ্মণরা কি করেছিলেন—জানেন? অস্ত্র ধরেছিলেন। বলেছিলেন—ভারতে আমাদের বংশ লুপ্ত হ'য়ে যাক্, তবু পরাজিত অবস্থায় আমরা থাক্‌বো না: তা হ'লে আমাদের ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম যাবে। পরাজিত যারা, তারা আর্য্য ঋষি কথিত পতিত শূদ্র।

জগদীশ। তাই যদি হয়, তা হ'লেও বাঙ্গলা পতিত কি না?

তক্ষশীল। কিন্তু সে দিন তো আর বাঙ্গলার নাই। বাঙ্গলা তো আজ জন্মভূমির জন্য জীবন দিতে শিখেছে, সে আজ হিমালয়ের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, চিরদিনের পতিত আজ এমন একটা পতিত বৈদিক ধর্ম্মের উদ্ধার সাধন করেছে।

জগদীশ। সম্মার্জ্জনী স্থান পবিত্র করে ব'লে সে নিজে কখনও পবিত্র হ'তে পারে না রাজগুরু!

তক্ষশীল। দেখুন ব্রাহ্মণ! আপনারা জনে জনে বহুশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত, আপনাদের তর্কে পরাজয় কর্‌তে আমার অনেক সময় লেগে যাবে,—আর পার্‌বোও না বোধ হয়; সে বিদ্যাটা আমি ভুলে গেছি। মান্‌লাম সে পতিত, তা হ'লেও তার প্রায়শ্চিত্ত যে আপনাদেরই কাছে। পতিত উদ্ধারের জন্যই যে ব্রাহ্মণ; তারই বিধান নিয়েই যে বেদ। তবে ব্রাহ্মণ! আর অন্তর্বিদ্রোহে এমন সুখের উত্থানটাকে ম্রিয়মান করবেন না। করুন পতিতের উদ্ধার—দেন যোগ্যজনের সম্মান—হোন্ আর্য্যযুগের সেই ঋষি।

জগদীশ। পার্‌বো না রাজগুরু! এর বিধান কোথাও লেখা নাই। জলমগ্নকে তুল্‌তে যাওয়া শুদ্ধ নিজে বিপদাপন্ন হওয়া। এ আমরা পার্‌বো না, আমাদের ব্রাহ্মণত্ব যাবে,—জাতিভ্রষ্ট হবো।

তক্ষশীল। জাতি? জাতি? একটা কথা বলতে হ'লো ব্রাহ্মণ! আজ জাতির বিচার করতে বসেছেন, কিন্তু দু দিন পূর্ব্বে যখন বৌদ্ধের প্রভাবে হা অন্ন, হা অন্ন ক'রে ঘুরেছেন, জাতির জ্বালায় ছট্‌ফট্ ক'রে বেড়িয়েছেন, চোখ দিয়ে শতধারা আর পলে পলে দীর্ঘশ্বাস ছেড়েছেন, তখন কোথায় ছিল আপনার জাতি? কোথায় ছিল ব্রাহ্মণত্ব? কোথায় ছিল এ পতিত পবিত্রের বিচার?

জগদীশ। কি? আপনি রাজগুরু ব'লে আমাদের রক্তচক্ষু দেখান?

তক্ষশীল। না ব্রাহ্মণ! আর চক্ষু রক্তবর্ণ হয় না। তা যদি হ'তো, তা হ'লে আপনি কি আমার চোখে চোখ দিয়ে অমন স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতে পারতেন? আমার রক্তচক্ষে এমন একটা তাড়িৎশক্তি আছে, যাতে সকল শক্তি জড়সড় হ'য়ে যায়, হৃদয়ের ভাব হৃদয়েই চাপা থাকে, অনিচ্ছা ইচ্ছায় পরিণত হয়। সে সব আজকাল ছেড়ে দিয়েছি; বিশেষতঃ আপনারা ব্রাহ্মণ, আপনাদের কাছে। আপনাদের তোলবার জন্য আমার এত উদ্যম; আপনাদের জন্যই আমার জীবনব্যাপী সাধনা। শিখরেও উঠেছি; মিনতি করছি—পায়ে ঠেলবেন না। ভাববেন না, আমারই পতন; আপনাদেরও চরম অধঃপতন!

শ্রীহর্ষাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণ। এতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, বুঝে কাজ করুন।

জগদীশ। বুঝেছি শ্রীহর্ষ! তোমার বার বার সভা আহ্বান করা, আমাদের এই অপমান করবার জন্য। তুমি সাবধান হও। জেনে রেখো, আমরা কেউ বাঙ্গলা যাবো না. অধিকন্তু যে যাবে, আমরা তাকে সমাজচ্যুত করবো। [অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের প্রতি] এস, এখান হ'তে।

[প্রস্থান।

ব্রাহ্মণগণ। চলুন—চলুন। এমন জায়গায় দাঁড়াতে আছে? যজ্ঞ করতে জাত দিতে বলে? আরে দুর্গা—দুর্গা—দুর্গা—

[তক্ষশীল ও শ্রীহর্ষাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণ ব্যতিত সকলের প্রস্থান।

তক্ষশীল। [ক্ষণেক নীরব থাকিয়া পরে বলিলেন] ও-হো-হো! আমার ভুল হয়েছিল, বৌদ্ধের উচ্ছেদ ক'রে ব্রাহ্মণকে তুলতে যাওয়া। যা, উল্টো হ'য়ে গেছে। [শ্রীহর্ষাদির প্রতি] এ কি! আপনারা ক'জন আবার দাঁড়িয়ে কেন? যান!

শ্রীহর্ষাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণ। না, আমরা আপনার সঙ্গে বাঙ্গলা যাবো।

তক্ষশীল। সে কি! বাঙ্গলা যাবেন কি? সমাজচ্যুত করবেন যে? জাতিভ্রষ্ট হবেন যে?

শ্রীহর্ষ। হই হবো। যাঁর রাখা এ জাতি, যাঁর উদ্ধৃত এ সমাজ, তাঁর জন্য আমার জাতি দেবো—জীবন দেবো।

ব্রাহ্মণগণ। নিশ্চয়!

তক্ষশীল। আপনাদের ক'জনেরই এই সঙ্কল্প?

শ্রীহর্ষাদি সকলে। হাঁ, আমাদের পাঁচ জনেরই এই সঙ্কল্প।

তক্ষশীল। আপনারাই ব্রাহ্মণ, আপনাদেরই আমার প্রয়োজন।

শ্রীহর্ষ। আরও আপনি কি মনে করেন, বাঙ্গলা না গেলেই আমাদের পরিত্রাণ? আমরা সমাজে থাকতে পাবো?

তক্ষশীল। কেন, তা পাবেন না কেন?

শ্রীহর্ষ। তবে আর বুঝলেন কি? সেই যে আপনার আদেশ-মত আমরা চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মপ্রচার ক'রে বেড়িয়েছি, ব্রাহ্মণকে আবার বেদ ধরিয়েছি, সকলকে জাতীয় অনুরাগ শিক্ষা দিয়েছি, সেই এ সর্ব্বনাশের বীজ। তাতে আমরা দেশে একটু সম্মান, প্রতিপত্তি লাভ করেছি, তাই সমগ্র ব্রাহ্মণমণ্ডলীর আজ আমাদের উপর চোখ পড়েছে;

আমাদের উচ্চতায় তাঁদের হিংসা। তাঁরা বহুদিন হ'তেই আমাদের সমাজ-চ্যুত কর্‌বার ষড়যন্ত্র কর্‌ছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হ'তে পারেন নাই। আজ বাঙ্গলার যজ্ঞে যাবার প্রস্তাব করায় বাঙ্গলার উপর নানাপ্রকার দোষারোপ কর্‌ছেন। সে আর কিছুই নয়, শুদ্ধ তাঁদের অভীষ্টসিদ্ধির সুযোগ ক'রে রাখ্‌ছেন,—আমাদের নষ্ট কর্‌বার গোড়া বাঁধ্‌ছেন। যাক্‌, আমরা তাতে প্রস্তুত। আমাদের সমাজচ্যুতি যখন অনিবার্য্য, তখন আমরা বাঙ্গলাই যাবো। আমাদের উদ্ধারকর্ত্তার যে দশা, আমাদেরও সেই দশা; তিনিও পতিত, আমরাও পতিত।

তক্ষশীল। ওঃ এতটা! চলুন ব্রাহ্মণগণ! আপনাদের এই পাঁচ-জনকে পুরুষানুক্রমে যাতে আর বাঙ্গলা হ'তে আস্‌তে না হয়, আমি তার ব্যবস্থা কর্‌বো।

শ্রীহর্ষ। সেজন্য আপনাকে শপথ করতে হবে না, আমরা আমাদের কর্ত্তব্য কর্‌বো; আসুন।

[শ্রীহর্ষাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণ একে একে অগ্রসর হইলেন।

তক্ষশীল। ওঃ—আমার স্পর্দ্ধা ছিল—আমি চতুর, আমি সর্ব্বজ্ঞ; সে স্পর্দ্ধা আজ ভেঙ্গে গেল। আমি মূর্খ, অপরিণামদর্শী। এ জাতটাকে আমি চিনে উঠ্‌তে পারি নাই। বৌদ্ধের নীচে মাথা গুঁজে এরা ঠিক ছিল, উঠেই দল বাঁধ্‌তে ব'সে গেছে। এরা পরকে হাতে ক'রে বড় কর্‌বে, তবু ঘরের কারো বড় হওয়া দেখ্‌বে না; উচ্ছৃঙ্খলতার মুখপানে হাঁ ক'রে চেয়ে থাক্‌বে, তবু গুণের গলা জড়িয়ে ধর্‌বে না। আমি আজ এদের তুল্‌লে কি হবে? এদের জন্য ভগবান বাজ নিয়ে ব'সে আছেন।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কান্যকুব্জ—টোল-বাড়ী।

ছাত্রগণ গাহিতেছিল।

ছাত্রগণ।—

গীত।

নিমন্ত্রণটা পণ্ড করলে ঠাকুরদাদা।
চিত্তটা তার কালকুচুটে, চুলগুলো তার যদিও সাদা॥
খেলো হুঁকো হাতে ক'রে দল বাঁধা তার কাজ,
দেখ না মাথায় মেলে বাজ,—
ভেবেছিলুম বাঙ্গলা যাবো, রুইয়ের মুড়ো চিবিয়ে খাবো,
আ-হা-হা মৎস্যাবতার, আর কোথায় তোমার দেখা পাবো,
পেট সারাতে পক্ষাবধি মিছে খেলাম নুন আদা।
খায় না নিজে অম্ল রোগে ভাবে এমনি সবাই হোক্,
নিমন্ত্রণ যে নষ্ট হ'লে বামুন-কুলের পুত্রশোক,
বোঝে না সে সর্ব্বনেশে,
ধর্‌বে ক'সে হাঁকিয়ে কেসে,
কোথায় তুমি হে যমরাজ, উপায় বিধান কর এসে,—
তুমি বৈ আর মোদের বুকের এ পাষাণ কে কর্‌বে কাদা॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কর্ণ-সুবর্ণ—রাজপ্রাসাদ।

যক্ষ্মা-রোগগ্রস্ত আদিশূরকে ধরিয়া লক্ষ্মী দণ্ডায়মান; তাহার হস্তে ঔষধের পাত্র ছিল।

লক্ষ্মী। বাবা! ওষুধ খাও।

আদিশূর। খুব খেয়েছি, আর খাবো না, বিরক্ত করিস্ না। যে ক'টা দিন থাকি, আমায় একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে থাকতে দে। [কাসিতে লাগিলেন] ওঃ, ওষুধ খেয়ে আর কি হবে মা! জানিস্—এ যক্ষ্মা-রোগ!

লক্ষ্মী। তবেই ওষুধ না খেলে সারবে কি ক'রে বাবা?

আদিশূর। ঐ তো মা! থাকিস্ থাকিস্ আবার গোল ক'রে ফেলিস্। হাঁ মা, এ আবার সারবে? এর চিকিৎসা আছে? এ কখনও কারও সেরেছে? [কাসিলেন] সারে নাই—সারে নাই; মা, বকাস না আমায়।

লক্ষ্মী। কেন সারবে না বাবা! বৈদ্যরা তো বললেন, এমন অসংখ্য রোগী তাঁদের হাতে রোগমুক্ত হয়েছেন।

আদিশূর। সেটা তাঁরা ভুল বলেছেন, না হয় তো তোর কান্না দেখে প্রবোধ দিয়ে গেছেন।

লক্ষ্মী। কেন বাবা! নিদানও তো এর যথেষ্ট ব্যবস্থা দিচ্ছেন, তাঁরও কি ভুল? সেটাও কি প্রবোধ?

আদিশূর। ছেলেমি করিস্ না লক্ষ্মী! নিদান যার ব্যবস্থা দিচ্ছেন, সে এ যক্ষ্মা নয় মা! এ যক্ষ্মা নয়। এর উৎপত্তি কিসে জানিস্? জীয়ন্ত মানুষপোড়ার ধোঁয়া লেগে—নির্দ্দয় হত্যাকাণ্ডে নিরীহ নর-নারীর অশ্রুজলে সাঁতার দিয়ে—একটা বিশাল ধর্ম্মের দীর্ঘশ্বাসে প'ড়ে! নিদান এর ব্যবস্থা দেবেন কি মা! এ যক্ষ্মা কখনও কল্পনাতেও আনতে পারেন নাই।

লক্ষ্মী। বাবা! তবে কি হবে আমাদের? [কাঁদিতে লাগিলেন]

আদিশূর। কাঁদিস্ না মা! কাঁদিস্ না। আমার রোগের যন্ত্রণা চেয়ে তোর কান্না দেখা বেশী যন্ত্রণার। তুই আমার উপযুক্ত ছেলে, কান্না কি মা! আমি তো তোর কোন অভাব রেখে যাচ্ছি না! বিশাল রাজ্য, বিপুল মান, রাজোচিত সকল গুণ, আমি তো সব দিয়ে যাচ্ছি মা! তবে কান্না কিসের? ছি! মা বাপের কোলে কি চিরদিন কেউ থাকতে পায়? স্থির হ'! দেখিস্ মা, একটা কথা—আমার বাঙ্গলা ছেড়ে যেন কোথাও যাস্ না, আমার মাতৃ-ভূমিটায় সন্ধ্যা দিস্। আর দেখ্ বাবা, যা করবি—করিস্, কারো ধর্ম্মের উপর কখনও হাত দিস্ না; আমার ক্ষীণ দীপটীও নিবে যাবে। [কাসিলেন; রক্ত বমন হইল] রক্ত! রক্ত বমন! ওঃ, কি ঘোর লাল! কি বীভৎস জমাট! কি অসহ্য উষ্ণ!

লক্ষ্মী। [শিহরিয়া উঠিয়া কাঁপিতে লাগিল।]

আদিশূর। শিউরে উঠ্লি কেন লক্ষ্মী? ভয় খাস্ না—ভয় খাস্ না! এই তো প্রথম, এখনও ওরকম রক্ত অনেক আছে, অনেক কাণ্ড ক'রেছি।

জনৈক প্রহরী আসিয়া অভিবাদন করিল।

প্রহরী। ক'জন ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হ'তে আস্ছেন, তাঁরা আশীর্ব্বাদী ফুল গঙ্গাজল নিয়ে দ্বারে অপেক্ষা করছেন; একবার মহারাজের দর্শন-প্রার্থী।

আদিশূর। [অবজ্ঞাসূচক মৃদু হাস্যসহকারে বলিলেন] ব্রাহ্মণ! কান্যকুব্জ! আশীর্ব্বাদ! হাঃ-হাঃ-হাঃ! আবার হাসিও আসে। যাও প্রহরী, তাঁদের বলগে, এখন আর আমার আশীর্ব্বাদের বিশেষ আবশ্যক নাই।

লক্ষ্মী। [বিস্ময়বিস্ফারিত-নয়নে আদিশূরের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন] সে কি বাবা! তুমি রাজা, তাঁরা ব্রাহ্মণ; আস্‌ছেন সুদূর কান্যকুব্জ হ'তে তোমায় আশীর্ব্বাদ করতে—

আদিশূর। কি ব'লে আশীর্ব্বাদ করবে লক্ষ্মী? বল্‌বে তো দীর্ঘজীবি হও, বল্‌বে তো বংশ বৃদ্ধি হোক্, বল্‌বে তো সংসারে সুখী হও? সে সব তো আমার মিটে গেছে মা। বংশ ধ্বংস হয়েছে—সংসার শূন্য হয়েছে—নিজেও যাবার পথে দাঁড়িয়েছি। আমি তো আমার অভাব কিছু দেখ্‌ছি না মা! তবে আবার আশীর্ব্বাদ নিয়ে কি করবো? যাও প্রহরী! বলগে।

[প্রহরী গমনোদ্যত হইল]

লক্ষ্মী। দাঁড়াও প্রহরী! বাবা! ব্রাহ্মণদের অমর্য্যাদা ক'রো না। তাঁদেব উদ্ধারের জন্যই যে আজ তোমার এ অবস্থা। বাঙ্গলার রাজা তুমি, অটল হও; নিজের দশায় এখন যাই হোক, তাঁদের তুলেছ—তুলে দাও; তাঁদের সঙ্গে দেখা কর।

আদিশূর। দেখা করবো কি মা! ঐ দেখ্, আকাশের আড়াল হ'তে তোর মা মানা করছে। ঐ দেখ, সেই ছল্ ছল্ চক্ষে আমার পানে চাচ্ছে; বল্‌ছে—খুব হয়েছে, আর কেন? ওর কথা আজ শুন্‌তে হবে লক্ষ্মী! জীবনে কখনও শুনি নাই, ও আমার উপর বড় দুঃখ ক'রে গেছে। যাও প্রহরী!

[প্রহরী চলিয়া গেল

লক্ষ্মী। বাবা! ভেবে ভেবে পাগল হ'লে?

আদিশূর। পাগল কি লক্ষ্মী ! ঐ দেখ্, আবার তার কোলে কে দেখ্‌ছিস ? তোর ভাই—আমার ভানু, বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট্ কর্‌ছে। আ-হা-হা ! বাবা আমার ! আমার জন্ম তোর এ দশা রে ! ও-হো-হো ! [বালকের মত কাঁদিয়া উঠিলেন।]

লক্ষ্মী। চুপ কর বাবা ! আর তোমায় কিছু বল্‌বো না, তোমার যা ইচ্ছা কর। [নেত্রকোণে অশ্রুবিন্দু দেখা গেল, তিনি স্বীয় অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া লইলেন।]

আদিশূর। আমি আর কারও সঙ্গে দেখা কর্‌বো না মা ! [কাসিলেন ও পুনরায় রক্ত উঠিল] ঐ আবার ! আবার রক্ত ! দেখ্ লক্ষ্মী ! এতে কি আর কারো সঙ্গে দেখা করা যায় ? [পুনরায় কাসিতে লাগিলেন ও রক্ত-বমন হইতে লাগিল।]

সহসা তক্ষশীল তথায় উপস্থিত হইলেন।

তক্ষশীল। আদি ! এ কি ! [রক্ত দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন।]

আদিশূর। গুরুদেব ! আসুন—আসুন ; দেখুন রক্ত ! কত রক্ত দেখেছিলেন বৌদ্ধের হত্যায় ? দেখুন, আপনার শিষ্যের কত রক্ত ! কি ঘোর ! কি ভয়ানক ! কেমন ঝলকে ঝলকে !

তক্ষশীল। যাক্, এখন একটু সুস্থ হয়েছ তো ? আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম।

আদিশূর। বলুন।

তক্ষশীল। পাঁচ জন ব্রাহ্মণ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করবার জন্ম সাক্ষাৎ চেয়েছেন, তুমি প্রহরী দিয়ে প্রত্যাখ্যান ক'রে পাঠিয়েছ, এটা কি সত্য ?

আদিশূর। হাঁ গুরু ! মিথ্যা নয়।

তক্ষশীল। ভাল কর নাই, আমি প্রহরীকে ফিরিয়েছি, তাঁদের

কাছে যেতে দিই নাই। তাঁরা এখনও দ্বারে অপেক্ষা কর্‌ছেন, তুমি যাও।

আদিশূর। ব্রাহ্মণদের সুদূর কান্যকুব্জ হ'তে এমন উপযাচক হ'য়ে আশীর্ব্বাদ করতে আসার উদ্দেশ্য কি গুরু?

তক্ষশীল। আমিই তাঁদের আনিয়েছি, আজ তোমার সেই রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে।

আদিশূর। যজ্ঞ তো আমার চল্‌ছে গুরু! সব হ'য়ে গেছে, কেবল পূর্ণাহুতি বাকী; আবার তার অনুষ্ঠান কি?

তক্ষশীল। যজ্ঞ চল্‌ছে! [আশ্চর্য্য হইয়া মুখ পানে চাহিলেন।]

আদিশূর। চল্‌ছে বৈ কি, তা না হ'লে তার ফল পেলাম কোথা হ'তে?

তক্ষশীল। কি ফল পেয়েছ?

আদিশূর। পুত্রশোক—পত্নীবিয়োগ—যক্ষারোগ! আবার কি চাই? শুধু ফল নয় গুরু! প্রতিফল! চমৎকার! সুমধুর! ও যজ্ঞ আর আমি কর্‌বো না গুরু।

তক্ষশীল। ওঃ, বুঝেছি—তুমি রোগাক্রান্ত হ'য়ে আত্মবিস্মৃত হয়েছ।

আদিশূর। এ অবস্থায় কে হয় না গুরু?

তক্ষশীল। যে হয়, সে হয়, কিন্তু আদিশূরের হওয়া সম্ভব নয়। যে আদিশূর এই রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে, বৈদিক যুগের উদ্ধারে বৌদ্ধ-অভিশপ্ত হ'য়ে পুত্রের মৃত্যু একদিন স্থিরচক্ষে দেখেছে, অর্দ্ধাঙ্গিনীকে কাল-সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে, কর্ত্তব্যের হাত ধ'রে হা-হা-রবে অট্টহাস্য করেছে, তার আজ এ অবস্থা? প্রলয়-ঝঞ্ঝায় যে বিন্দুমাত্র টলে নাই, রোগ-বিকম্পিত হ'য়ে তার আজ এ পরিবর্ত্তন? চিরদিনের ত্যাগী বঙ্গাধিপ আদিশূর আজ আত্মপরায়ণ?

আদিশূর। না গুরু! আদিশূর আত্মপরায়ণ নয়। যে এক দিন এই যজ্ঞের জন্য সর্পের বিবর, অগ্নির সহস্র জিহ্বা, নরকের কৃমিকুণ্ড শত্রুর কারাগারে সানন্দে প্রবেশ করেছে, সে আত্মতুষ্টি চায়? সে রোগে টলে? সে জন্য যজ্ঞে পশ্চাৎপদ হ'চ্ছি না গুরু! যেতে তো বসেছি, তার আর মমতা কি? তবে সম্মত হ'চ্ছি না কেন গুরু, জানেন? এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে গিয়ে আমার সব গেছে। পত্নী গেছে, পুত্র গেছে; নিজে আছি, জীবন্তে মৃত্যুর গলা ধ'রে। বাকী আর কিছুই নাই। বাকীর মধ্যে এখন আছে কেবল আমার এই মেয়েটা। না গুরু! আমি আর যজ্ঞ করবো না। আমার সব যাওয়া সয়েছে, কিন্তু এটা যাওয়া সইবে না।

ভক্তশীল। ভয় নাই! আর কিছু যাবে না তোমার আদি! বরং যা গেছে, তা অপেক্ষা মূল্যবান বস্তু তুমি লাভ করবে। তুমি কি মনে কর আদি! তোমার এই বিপদ পরম্পরায় শুদ্ধ তুমিই তাপ ভোগ করছো, আমি তোমার গুরু, আমার কিছু হ'চ্ছে না? তুমি জানবে না আদি! তুমি পুত্রহারা হয়েছ, অমনি আমার বুকে একখানা পাষাণ চাপা গেছে, তোমার সংসার শূন্য হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে; তুমি রোগের যন্ত্রণা অনুভব করছো, আমি সহস্র বৃশ্চিকের এক কালীন দংশন নির্ব্বাক হ'য়ে সহ্য করছি। কি করবো, কাঁদবো? তুমিও যেমন পরিণাম দেখে আকুল হ'য়ে উঠেছ, আমিও তেমনি কৃতকর্ম্মের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ ক'রে বেড়াচ্ছি। তবে তুমি হাল ছেড়ে দিয়েছো, আমি এখনও তা দিই নাই; দেখ্‌বো এর শেষটা,—তাই এখনও যজ্ঞের উদ্যোগ করছি। এখনও আশা—যা গেছে, সব ফিরিয়ে আন্‌বো। যদি তোমার সব ফিরিয়ে দিতে না পারি, যদি তুমি অনন্ত শান্তি না পাও, তা হ'লে আমার নরকেও স্থান হবে না; আমার জন্মটাই ব্যর্থ হবে, ব্রাহ্মণকে তুলতে গিয়ে অতলে ডুবিয়ে যাবো। আর কেউ ব্রাহ্মণ

ব'লে মান্‌বে না, বেদে বিশ্বাস কর্‌বে না, গুরুগুলোকে দস্যু ব'লে স'রে যাবে।

আদিশূর। [নীরব রহিলেন]

তক্ষশীল। চুপ ক'রে যে? আবার ভাব্‌ছো কি? যাও, ব্রাহ্মণগণ বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন,—রুষ্ট হবেন।

আদিশূর। [নীরব]

তক্ষশীল। তবু দাঁড়িয়ে? কথাগুলো মনোমত হ'লো না—না? সব হারিয়েছ আদি! শেষ গুরুতেও বিশ্বাস হারালে?

আদিশূর। [নীরব]

তক্ষশীল। এখনও গেলে না আদি! আমি সমস্ত রাজন্যবর্গকে নিমন্ত্রণ করেছি—ব্রাহ্মণদের আনিয়েছি—যজ্ঞের সকল অনুষ্ঠান সংগ্রহ করেছি; তোমার এতদূর অধঃপতনটা আমি ভাবি নাই! এ সময় তুমি যদি পশ্চাৎপদ হও, আমি গেলাম—সমস্ত ব্রাহ্মণ জাতি গেল—সঙ্গে সঙ্গে তুমিও চিরদিনের মত গেলে,—আমি তোমায় অভিসম্পাত কর্‌বো।

আদিশূর। কর গুরু! তোমার যে অভিসম্পাত ইচ্ছা, আমার শিরে বজ্রের মত প্রহার কর। আমার নরক-নিবাস হোক্, আমার প্রেত-কুলে জন্ম হোক্, জন্মে জন্মে এই রকম ভীষণ রোগাক্রান্ত হ'য়ে রক্ত-বমন কর্‌তে কর্‌তে আমি সারা ভুবন ঘুরে বেড়াই, কোন দুঃখ নাই। একটা কথা, আমার এই মেয়েটাকে তুমি আশীর্ব্বাদ ক'রো—একে দেখো, এর যেন এক গাছি কেশ ছিন্ন না হয়,—আমি তোমার পায়ে ধর্‌ছি গুরু! [তক্ষশীলের পদপ্রান্তে আছড়াইয়া পড়িলেন।]

তক্ষশীল। [সস্নেহে হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন] ওঠ আদি! পায়ে ধর্‌তে হবে না প্রাণাধিক! তোমার মেয়ে এ ব্রাহ্মণের সর্ব্বসন্তাপ-নিবারিণী গায়ত্রী। তোমার এক এক গাছি কেশ আমার এক এক

খানি বুকের পাঁজর। তোমাদের আমি অভিসম্পাত কর্‌বো কি! বড়ই উত্তেজিত হয়েছিলাম রাজা! তাই অসাবধানে কথাটা অমন রুক্ষ হ'য়ে গেছে; দুঃখ ক'রো না। আদি! আমি তোমার গুরু, কিন্তু এতদিন যা অভিনয় ক'রে এসেছি, সে একটা দস্যুর ভূমিকা, তোমার মহাশক্রতেও তা পারে না। বড় আশা, আজ আমায় একটা দিনের জন্য তোমার গুরু হ'তে দাও। তোমায় গভীর কূপে নামিয়েছি, পর্ব্বতশৃঙ্গে তুল্‌তে দাও। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ জগতকে একবার দেখাতে দাও।

আদিশূর। আর কি ক'রে তুল্‌বেন গুরু? কি দেখাবেন আর? ব্রহ্মতেজ কি আমার এই যক্ষ্মারোগ জল ক'রে দেবে? ব্রহ্মতেজ কি আমার পত্নী পুত্রকে যমপুরী হ'তে ফিরিয়ে আন্‌বে? ব্রহ্মতেজ কি বিধাতার লিপি খণ্ডন কর্‌বে?

তক্ষশীল। নিশ্চয় কর্‌বে। যক্ষ্মারোগ কি বল্‌ছো, জগতের মুক্তি দাতা ব্রহ্মতেজ; যমপুরী ছার, যমের বিভীষিকা ব্রহ্মতেজ; বিধাতার লিখন খণ্ডন তো দূরের কথা, বিধাতার বক্ষে পদাঘাত ক'রে গেছে ব্রহ্মতেজ।

আদিশূর। সে যুগ আর নাই গুরু! সে ব্রাহ্মণও আর নাই!

প্রহরী পুনরায় প্রবেশ করিল।

প্রহরী। বড় অদ্ভুত ঘটনা মহারাজ! যে ব্রাহ্মণগণ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার জন্য দ্বারে দাঁড়িয়েছিলেন, আপনার বিলম্ব দেখে এই বার তাঁরা হতাশ হ'য়ে চ'লে গেলেন। যাবার সময় তাঁদের হাতের সেই আশীর্ব্বাদী ফুল জল, দ্বারে যে একটা শুষ্ক মল্লকাষ্ঠ আছে, তারই উপর নিক্ষেপ ক'রে গেলেন; আশ্চর্য্য মহারাজ! দেখ্‌তে না দেখ্‌তে সঙ্গে সঙ্গে সে শুক্‌নো গাছটা মুঞ্জরে উঠ্‌লো!

আদিশূর। [সচকিতে বলিলেন] এঁ্যা! বল কি?

প্রহরী। হাঁ মহারাজ!

আদিশূর। [বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া প্রহরীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।]

তক্ষশীল। কি দেখ্‌ছো আদি! প্রহরীর মুখপানে চেয়ে? ব্রাহ্মণ নাই? যুগ গেছে ব'লে ব্রাহ্মণও গেছে? ব্রাহ্মণ আজ কালের পীড়নে দীন, দরিদ্র, অসহায়, পরের গলগ্রহ, মুখাপেক্ষী হয়েছে ব'লে সে ব্রহ্মতেজও হারিয়েছে? ভাব দেখি রাজা! ঐ আশীর্ব্বাদী ফুল জল—যাঁতে মরা গাছ মুঞ্জরে ওঠে, আজ যদি তোমার মাথায় পড়্‌তো,—কি হ'তো বল দেখি? দেখ আদি! তোমার এ ঘোর কলিযুগেও ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য!

আদিশূর। প্রহরী! এ কি সত্য?

প্রহরী। স্বচক্ষে দেখে আস্‌ছি মহারাজ!

আদিশূর। চল দেখি, দেখাবে আমায় সে মুঞ্জরিত মল্লকাষ্ঠ।

[প্রহরীসহ দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

তক্ষশীল। লক্ষ্মী! তোমাকেই বাঙ্গলার সিংহাসনে বস্‌তে হবে মা!

লক্ষ্মী। কেন গুরু! তা হ'লে বাবা কি আর বাঁচবেন না?

তক্ষশীল। বাঁচবেন বৈ কি! দীর্ঘায়ু হবেন, জগতে অমর হ'য়ে থাক্‌বেন! তবে তাঁকে আর সংসারে রাখ্‌বো না মা! আমিও আর থাক্‌বো না, আমাদের কাজ শেষ। এখন তোমাকেই এ সব বুঝে পেড়ে নিতে হবে।

লক্ষ্মী। আমি যে নারী বাবা!

তক্ষশীল। হাঁ আকৃতিতে বটে! কিন্তু তোমায় যে আমি পুরুষোচিত হৃদয় দিয়ে তৈরী করেছি মা! সকল গুণের আধার ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছি মা! এ ঘোর নরক-আঁধারে দীপশিখার মত জেলে রেখেছি

মা! দেখিস্ মা! যেন আমার যত্ন বিফল না হয়। বঙ্গজননী বড়ই দীনা—নম্রমুখী, বুক ফেটে যায়, বল্‌তে পারে না কিছুই,—বুঝে তার শান্তি রক্ষা করিস্।

শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, ছান্দর, বেদগর্ভ সমভিব্যাহারে
আদিশূর পুনরায় প্রবেশ করিলেন।

আদিশূর। আপনাদের চিন্‌তে পারি নাই, আমি অজ্ঞানান্ধ। রোগ, শোক, অনুতাপে আমি উত্যক্ত, পরিণাম চিন্তায় আমি পাগল; আমায় মার্জ্জনা করুন, আমি চিরদিনের ব্রাহ্মণ-সেবক। [নতজানু হইয়া উপবেশন করিলেন।]

ব্রাহ্মণগণ। আমরা তোমায় মার্জ্জনা করেছি রাজা!

তক্ষশীল। তবে আমাদের রাজাকে আশীর্ব্বাদ করুন ব্রাহ্মণগণ! তিনি সকল যন্ত্রণা হ'তে মুক্ত হ'য়ে স্বর্গের শান্তি লাভ করুন, তাঁর কীর্ত্তি-কাহিনী হিন্দুকুলকে উজ্জ্বল ক'রে রাখুক্, ভুবনময় তাঁর জয় জয়কার হোক্।

ব্রাহ্মণগণ।—[আশীর্ব্বাদী ফুল লইয়া]

গীত।

শান্তি—শান্তি—শান্তি।
যাক্ জরাজীর্ণতা লভ সেই পূর্ব্বের কান্তি।
জ্ঞানের উদয় হোক্ শোক তাপ দূরে যাক্,
কর্ম্ম বর্ম্ম হ'য়ে আজীবন ঘিরে থাক্,
তুলুক ভক্তি কোলে ফুরাক্ সকল বাক্,
লুকাক্ মায়াদি যত ভ্রান্তি।

ভুবনে অমর হও বসিয়া স্বরগ বাসে,
উজ্জ্বল হ'য়ে থাকো ব্রাহ্মণের ইতিহাসে,
ম্লান হোক্ ধ্রুব-তারা তোমার কীর্ত্তি পাশে,
তোমার নামেতে যাক্ অশান্তি।

[ব্রাহ্মণগণ আদিশূরের মস্তকে ফুল-গঙ্গাজল দিলেন, তিনি নবজীবন লাভ করিয়া যুবার মত উঠিয়া দাঁড়াইলেন।]

আদিশূর। একি হ'লো! আমার নিশ্বাসের সঙ্গে একটা বিকট দানব মূর্ত্তি নির্গত হ'য়ে গেল! আমার শিরায় শিরায় নূতন রক্ত খেলে উঠ্‌লো! আমার চক্ষের উপর কোথাকার অজানা এক উজ্জ্বল জগৎ এসে পড়্‌লো! এ আবার কি রহস্য! একি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন।

ব্রাহ্মণগণ। তুমি রোগমুক্ত হ'য়ে গেলে রাজা।

আদিশূর। ধন্য ব্রাহ্মণ! ব্রহ্মতেজ! ধন্য আমি!

শ্রীহর্ষ। রাজগুরু! আমাদের রাজকুমার সর্পাঘাতে আর মহারাণী স্বাস্থ্যভঙ্গ হ'য়ে প্রাণত্যাগ করেছেন না? তাঁদের মৃতদেহ আছে?

তরুশীল। [স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন] ও-হো-হো! বড় ভুল হ'য়ে গেছে ব্রাহ্মণ! আমি তখন এতটা ভাবি নাই, ভাব্‌তেও পারি নাই, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে ব'সে পড়েছিলাম। কি হবে ব্রাহ্মণ?

আদিশূর। আর অনুতাপ কর্‌তে হবে না গুরু! আমি আর তা চাই না। দেখ্‌ছেন কি গুরু! আমি শুধু রোগমুক্ত হই নাই, ব্রাহ্মণদের আশীর্ব্বাদের সঙ্গে সঙ্গে আজ আমি সকল বিষয়ে মুক্ত হ'য়ে গেছি, আমি পরমানন্দ চিনেছি। আর আমার পত্নী পুত্রের আবশ্যক নাই। এখন মিলাও গুরু! সেই বস্তু, পুত্র কলত্র সব যাঁর স্নেহের বিকাশ, দেখাও গুরু সেই সত্যে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডখানা যেখানে মিথ্যা ব'লে সপ্রমাণ।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং, তৎপদম্ দর্শিতম্ যেন—হও আমার সেই গুরু।

তক্ষশীল। এস প্রাণাধিক!

[আদিশূরের হাত ধরিয়া অগ্রসর হইলেন,
পশ্চাৎ পশ্চাৎ সকলে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

যজ্ঞভূমির পার্শ্ব।

গোকুল, কৃপাময়, কেবল ও ফেলারাম অনুচর চতুষ্টয়
দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিল।

গোকুল। আরে বাপ্ রে, এ নতুন বামুনদের কি ব্রহ্মণ্যি তেজ রে ভাই! আগুনের পাশে ব'সে আছে, যেন একটা আগুনের কুণ্ডু,—চোখে সুর্য্যি ঘুর্ছে, মুখে সরস্বতী বর্ষাচ্ছে, মহাদেবের মত ব'সে একমনে যজ্ঞ কর্ছে।

কৃপাময়। আর কত রাজা এসেছে দেখেছিস্? কি তাদের চেহারার চটক! কি তাদের পোষাকের ঝিলিমিলি! আচ্ছা তাদের চলাফেরার কায়দা!

গোকুল। আরে রেখে দে তোর রাজা,—বামুনদের কাছে কেউ লাগে না। রাজার এমন যক্ষারোগ—কেউ কিছু কর্তে পার্লে না—ফুল জল দিয়ে সারিয়ে দিলে! রাজকুমার আর মহারাণীর মরা দেহ খুঁজে

ছিল—পেলে না - তায় আর কি হবে, নইলে দেখ্‌তিস্, ওরা মরা মানুষ বাঁচাতে পারে। বামুনদের কাছে রাজা?

কৃপাময়। তা বটে—তা বটে; তবে এ রাজারাও কিন্তু ভাই—

[এই সময় যজ্ঞস্থল হইতে ব্রাহ্মণরা ডাকিলেন]

ব্রাহ্মণগণ। ঘৃত—ঘৃত!

গোকুল। কেব্‌লা! যা-যা-যা, ঘি দিয়ে আয়—ঘি দিয়ে আয়।

কেবল। আর পারি না ভাই! ঘুরে ঘুরে গেলুম! এই ডাক তো এই ডাক, ডাকের ওপর ডাক,—হাঁফ ছাড়্‌বার যো নাই। ছিঃ, এমন কাজও মানুষে করে!

[অনিচ্ছার সহিত চলিয়া গেল।

গোকুল। যা হোক্, বামুন বটে ভাই! দেশের ঘি আর রাখ্‌লে না। এমন বামুন আমি কখনও দেখি নাই।

কৃপারাম। কিন্তু ভাই! রাজারাও—

গোকুল। চুপ! একশো বার রাজারা রাজারা করিস্ না। রাজারা তোর কি? ঢেঁকি! সব এই বামুনদের,—চঁ—হুঁ—বুঝেছিস? দেখেছিলি—যখন মন্ত্র বল্‌ছিল? ইন্দ্রের নামে ঘি দিলে, কোথাও কিছু নাই, মেঘ গর্জ্জাতে লাগ্‌লো। বরুণের নাম করলে, অমনি টপ টপ ক'রে জল পড়্‌তে লাগ্‌লো। পবনকে ডাক্‌লে,—গরমে ম'রে যাচ্ছিলুম, শন্‌শন্ ক'রে হাওয়া বইতে লাগ্‌লো,—বাস্, সব ঠাণ্ডা! সূর্য্যির নামে আহুতি দিলে, অমনি সূর্য্যি শোভা দিয়ে উঠ্‌লো। সব দেব দেবীকে যজ্ঞভাগ নিতে বল্‌লে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত যজ্ঞস্থলটা যুড়ে একটা আলোর মেলা হ'য়ে উঠ্‌লো। তোর রাজার গুষ্টি একেবারে অবাক,—ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে দেখ্‌তে লাগলো; আর বামুনদের এই

প্রণাম তো এই প্রণাম, এই পায়ের ধূলো নেওয়া তো এই পায়ের ধূলো নেওয়া !

[যজ্ঞস্থল হইতে ব্রাহ্মণগণ আবার ডাকিলেন]

ব্রাহ্মণগণ। কাষ্ঠ—কাষ্ঠ !

গোকুল। ফেলু ! যা ভাই, খানকতক কাঠ দিয়ে আয় !

ফেলারাম। বটে ! গাধা পেয়েছ আর কি ! যত ডাক হবে, যা কেব্‌লা, যা ফেলা,—নিজেরা ব'সে ব'সে মজা ওড়াবেন ! ওঁরা চালাক, আর আমরা শালারা বোকা !

কৃপানয়। যা—ভাই যা,—এইবারটার মত; তারপর আমরা যাবো।

ফেলারাম। তারপর ঠাকুর বিসর্জ্জন হ'য়ে গেলে রাংতা খুল্‌তে যাবে না কি ? এইবারটা এইবারটা ক'রে তো এই এক শো বার হ'য়ে গেল। এই আমি বস্‌লুম, কোন্ শালা বা আমায় যাওয়ায় ! [বসিয়া পড়িল।]

গোকুল। আরে দাদা, তোর মাগ ছেলে আছে ?

ফেলারাম। নাই তো কি !

গোকুল। তা হ'লে আর কথাটী ক'স্ না, ভাল চাস্ তো শীগ্‌গির যা ! এখনই ব্রহ্মণ্য-তেজে সব ভস্ম ক'রে ফেল্‌বে। এ কি যে সে ! তোর দেশী বামুন পেয়েছিস্ ?

ফেলারাম। [ত্রাস্তভাবে উঠিয়া বলিল] যাচ্ছি ভাই, যাচ্ছি ! তা বটে ! ছেলেটার একে রোজ জ্বর ! তা দেখিস্—এইবার যেন তোরা যাস্।

[প্রস্থান।

গোকুল। যা—যা—যা !

কৃপাময়। আচ্ছা ভাই, তা হ'লে এ বামুনরা অনেক ওষুধ পালাও তো জানে ?

গোকুল। জানে না? শুক্‌নো গাছ গজিয়ে ওঠে!

কৃপাময়। ভাই, আমার ভারি বিপদ,—এতদিন বলি নাই।

গোকুল। বল্ না; সব খণ্ডে দেওয়াবো।

কৃপাময়। আমার বৌকে তো ভাই ভূতে পেয়েছে!

গোকুল। ভূতে পেয়েছে! বলিস্ কি?

কৃপাময়। হাঁ ভাই! রোজ রাত্রে বাড়ী গিয়ে দেখি, বৌ প'ড়ে প'ড়ে গোঁ গোঁ কর্‌ছে, মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙ্গছে, কথা নাই। খানিকক্ষণ ধ'রে পাখা-টাখা করা, জলটল দেওয়ার পর তবে চেতন হয়। বলে, বাড়ীর পাশে যে একটা বেলগাছ আছে, সেইটে হ'তে এক মহাপুরুষ নেমে আসে। ওঃ, গা-টা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ছে! তাঁর গেরুয়া বস্ত্র মাথা নেড়া, এই পৈতের গোছা! এসেই আমার ঘাড়ে চড়ে। বাস্তবিক দেখি, তার গাময় আঁচড়ের দাগ, সমস্ত দেহটা যেন একেবারে এলিয়ে পড়া গেছে!

গোকুল। দূর! তা হ'লে সে ভূতে ধরা নয়।

কৃপারাম। আরে আমি স্বচক্ষে দেখেছি যে! একদিন একটু সকাল সকাল বাড়ী গিয়ে পড়েছিলাম, ভূত অমনি আমার কোলের কাছ দিয়ে দৌড়ে গিয়ে অমনি সেই বেলতলায় হাজির! ভাগ্যে বল, ছোঁয়া যায় নাই! আমার বুকটা তখন ধড়াস্ ক'রে উঠ্‌লো, আমি চোখ বুজে ইষ্টিমন্তর জপ্‌তে লাগ্‌লাম। ফিরে দেখি, কোথাও কিছু নাই। এ ভূত না হ'য়ে যায়?

গোকুল। তুই একটা তামার মাদুলী নিয়ে আসিস্! আমার গুনদের সঙ্গে খুব আলাপ হয়েছে,—ওষুধ দেওয়াবো। সেইটে বৌয়ের গলায় বেঁধে দিস্, আর তুই রোজ ঐ রকম একটু সকাল সকাল বাড়ী যাবার চেষ্টা কর্‌বি—বুঝেছিস্? তা হ'লেই ভূত ছেড়ে যাবে।

কৃপাময়। দেখিস্ ভাই! তোর হাতে ধর্‌ছি, বৌ নিয়ে আমি গেলুম। আহা! ছেলেমানুষ, এই সবে আঠারতে পা দিয়েছে! দেখিস্ ভাই!

গোকুল। আরে কি পাগল! এর জন্য হাতে ধর্‌তে হয়? এক জায়গায় চাকরী করি, তোর বিপদে আমার বিপদ নয়? তোর বৌও যে, আমার বৌও সে।

[নেপথ্যে শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিল; সমবেত রাজগণ জয়ধ্বনি দিতেছিলেন।]

রাজগণ। জয় মহারাজ আদিশূরের জয়! জয় হিন্দুর প্রত্যক্ষ দেবতা ব্রাহ্মণের জয়!

কৃপাময়। ঐ রে, শাঁক ঘণ্টা বাজ্‌লো। যজ্ঞ শেষ হ'য়ে গেল বুঝি! চ'—চ'—চ'।

গোকুল। হাঁ—হাঁ—হাঁ, এইবার যেতে হবে বৈ কি, তা নইলে যে অন্যায় হবে।

[উভয়ে দ্রুত প্রস্থান করিল।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

কর্ণ-সুবর্ণ—রাজসভা।

সুসজ্জিত রাজসিংহাসনের এক পার্শ্বে তক্ষশীল, শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, ছান্দর, বেদগর্ভ এবং অন্য পার্শ্বে লক্ষ্মীর হস্ত ধরিয়া আদিশূর দাঁড়াইয়াছিলেন : দ্বারে প্রহরী পদচারণা করিতেছিল।

আদিশূর। আর যে কিছুই ভাল লাগে না গুরুদেব! আমায় অন্য মন্ত্র দীক্ষা দাও।

তক্ষশীল। হাঁ, বাকী কাজ সেরে নাও, মেয়ের হাত ছেড়ে দাও; জন্মভূমিকে শেষ প্রণাম কর। আজ আমি তোমায় বানপ্রস্থে নিয়ে যাবো আদি! তোমায় সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাবো আদি! তোমার সেই পথের গুরু হবো আদি!

আদিশূর। ব্রাহ্মণগণ! গুরুদেবের মুখে আমি আপনাদের সমস্ত ব্যাপার জেনেছি। আপনারা এ কলিযুগেও যথার্থ ব্রাহ্মণ। আপনাদের প্রতিষ্ঠা গৌরবের। আর আপনাদিকে কান্যকুব্জ যেতে হবে না, এই বাঙ্গলাতেই পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বাস করুন। আপনাদের আমি এই রাঢ়, বারেন্দ্র, বাগড়ি, বঙ্গ ও মিথিলাভূমির মধ্যে ছাপ্পান্নখানি গ্রাম দান করলাম। আপনারা এক এক জন এক এক স্থানে বাস ক'রে ইচ্ছামত গ্রাম বেছে নেবেন। আপনাদের মনোমত স্থান

নির্দ্দেশ ক'রে দেবেন, রাজকোষের ব্যয়ে আপনাদের গৃহ নির্ম্মাণ ক'রে দেওয়া হবে। আর আপনারা এই পাঁচ জনে যতদিন জীবিত থাক্‌বেন, আপনাদের সাংসারিক সমস্ত ব্যয় রাজসংসার বহন কর্‌বে,—আমি লিখে দিয়ে যাচ্ছি। প্রহরী! [ইঙ্গিত করিলেন, প্রহরী চলিয়া গেল।] আর আমার এই কন্যা আপনাদের সেবিকা হ'য়ে রইলো, একে দেখ্‌বেন।

[প্রহরী মস্যাধার, লেখনী ও কাগজ আনিয়া আদিশূরের সম্মুখে ধরিল; তিনি দানপত্র তক্ষশীলের হাতে লিখিয়া দিলেন। তক্ষশীল তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া শ্রীহর্ষের হাতে দিলেন।]

ব্রাহ্মণগণ। জয় হিন্দু-কুলগৌরব আদিশূরের জয়! জয় বৈদিক যুগের সংস্কারক আদিশূরের জয়! জয় ব্রাহ্মণপ্রতিপালক আদিশূরের জয়!

আদিশূর। [লক্ষ্মীর হস্ত ধরিয়া] ব'সো মা লক্ষ্মী! বাঙ্গলার রাজ-সিংহাসনে, ধর মা ঠিক পুত্রের মত পিতার রাজমুকুট; ডাক মা আমার শস্য-শ্যামলা বঙ্গজননীকে এইবার তুমি মা ব'লে। [সিংহাসনে বসাইয়া স্বীয় মুকুট পরাইয়া দিলেন।]

লক্ষ্মী। [করুণস্বরে ডাকিল] বাবা!

তক্ষশীল। চুপ কর লক্ষ্মী! তোমার পিতা বানপ্রস্থে যাচ্ছেন, পুত্রের কাজ কর; তাঁর পরিত্রাণের জন্য ভগবানকে জানাও। আমি এই গঙ্গাজলে তোমার অভিষেক কর্‌ছি; আজ তুমি বাঙ্গলার রাজা, বাঙ্গলার রাণী, বাঙ্গলার সব। [অভিষেক করিলেন।]

গীতকণ্ঠে সখিগণ ছুটিয়া আসিল

সখিগণ

গীত।

আমাদের রাজা, আমাদের রাণী, আমাদের সব।
আমাদের কীর্ত্তি, আমাদের পুণ্য,
আমাদের ধর্ম্মের মহা গৌরব।
আমাদের পিতা, আমাদের মাতা,
আমাদের পুত্র, আমাদের কন্যা,
আমাদের সখা, আমাদের সখী,
আমাদের হাস্ত, জগদেক ধন্যা,—
আমাদের মন, আমাদের প্রাণ,
আমাদের কুল, আমাদের মান,
আমাদের—আমাদের—আমাদের মাথা
আমাদের শুদ্ধ এই অনুভব :
আমাদের শান্তি, আমাদের স্বর্গ,
আমাদের হৃদয়ের মৃদু গীতিরব।

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা।